পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 88 Friday, 27 February, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৮৮ সংখ্যা ✱ ১৪ ফাল্গুন ১৪৩২, শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

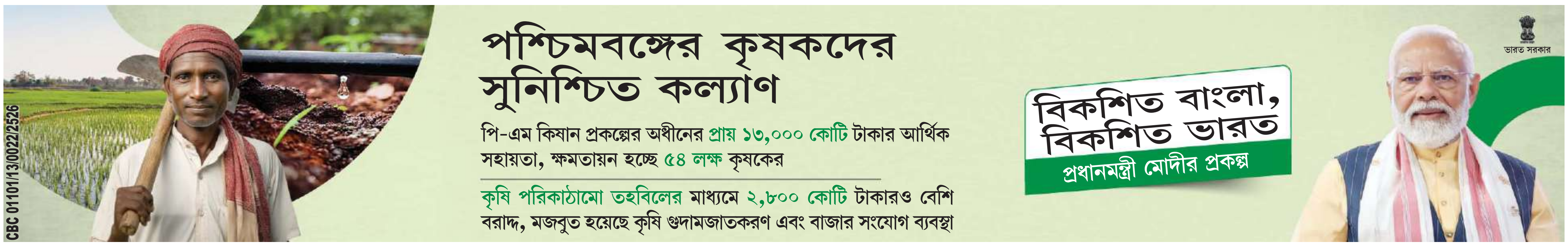

১ তারিখ থেকেই আইন-শৃঙ্খলায় কাজে লাগানো যাবে বাহিনীকে
যদি ডিএম-এসপিরা চান!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যে আসন্ন ভোট-যুদ্ধের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থেকে শুরু করে ভোটার তালিকার জটিল জট খোলা সব মিলিয়ে নজিরবিহীন তৎপরতা শুরু করল কমিশন। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল স্পষ্ট করে দিলেন, স্রেফ বসে থাকার জন্য নয়, ১ মার্চ থেকেই রণক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাবে বাহিনীকে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই রাজ্যে এসে পৌঁছচ্ছে বাহিনী এবং ১ মার্চ থেকেই তারা পূর্ণাঙ্গ কাজ শুরু করে দেবে। বাহিনী স্রেফ রুট মার্চেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং ওই সময় থেকে কোথাও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপাররা সরাসরি তাদের কাজে লাগাতে পারবেন। সিইও-র সাফ কথা, ''সেন্ট্রাল ফোর্স এলাকা পরিদর্শন করবে, তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।'' ভোটার তালিকা সংশোধনী নিয়ে দীর্ঘ আইনি টানাপড়েনের পর একটি মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছে কমিশন। মনোজ আগরওয়াল জানান, আপাতত ভোটার তালিকায় সেই সব নামই

চূড়ান্ত হিসেবে থাকছে, যেগুলি নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। তবে বাকি প্রায় ৬০ লক্ষ নাম, যেগুলির ভাগ্য এখন জুডিশিয়াল অফিসারদের বিবেচনাধীন, সেগুলিও তালিকার বাইরে যাচ্ছে না। ওই নামগুলির পাশে 'নিষ্পত্তি না হওয়া' মেনশন থাকবে। অর্থাৎ, আদালতের নজরদারিতে থাকা এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের তথ্য আপাতত তালিকাভুক্তই থাকছে। সাইটের সমস্যা প্রসঙ্গে সিইও জানান, জুডিশিয়াল অফিসাররা যদি সাইট ব্যবহার করতে গিয়ে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা ডিইওদের অবহিত করবেন। কিন্তু ডিইওদের পক্ষ থেকে আমাকে কেউ এ বিষয়ে কিছু জানাননি। তবে তিনি স্বীকার করেন যে সাইটটি মাঝে মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় বা বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দেয়, যা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থায় কখনও কখনও হয়ে থাকে। কাজের গতি বাড়াতে লোকবলও কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেছে কমিশন। জানা গিয়েছে, এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য মোট ৫৩০ জন অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৭০ জন ইতিমধ্যেই পুরো দমে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বাকিদের জন্য দ্রুত 'লগইন আইডি' তৈরির কাজ চলছে। দ্রুত এই পোর্টালে যুক্ত হয়ে তাঁরাও সংশোধনী ও তালিকা তৈরির প্রক্রিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, বাহিনীর আগাম সক্রিয়তা এবং ঝুলে থাকা ভোটারদের তথ্য তালিকায় রাখার সিদ্ধান্ত আসলে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করারই ইঙ্গিত।

বাংলার এসআইআরে ভিনরাজ্য থেকে আসছেন ২০০ বিচারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়াকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে ১০০ জন করে মোট ২০০ জন বিচারক চেয়ে পাঠাল কলকাতা হাই কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে বিচারক আনা যেতে পারে। সেই পথেই এগোল হাই কোর্ট। আদালত সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার সংশ্লিষ্ট আদালতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এসআইআর সংক্রান্ত তথ্যগত অসঙ্গতি ও আপত্তির নিষ্পত্তির জন্য বিপুল সংখ্যক বিচারবিভাগীয় আধিকারিক প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই এই কাজে কয়েকশো বিচারক নিযুক্ত হলেও কাজের পরিমাণ এতটাই বেশি যে অতিরিক্ত আধিকারিক ছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা শেষ করা কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে। এসআইআর নিয়ে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণ করে জানায়, তথ্যগত অসঙ্গতির নিরসনে বিচারবিভাগীয় নজরদারি প্রয়োজন এবং সেই দায়িত্ব পালন করবে কলকাতা হাই কোর্ট। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা

সংশোধন সংক্রান্ত অভিযোগ ও আপত্তি খতিয়ে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবেন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার পর্যন্ত ৫৩২ জন বিচারককে এই কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৭৩ জন ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। তবে গোটা রাজ্যজুড়ে বিপুল সংখ্যক আবেদন, আপত্তি ও সংশোধনের প্রস্তাব জমা পড়ায় কাজের চাপ ক্রমশ বাড়ছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, প্রয়োজনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদেরও এই কাজে নিয়োগ করতে পারবে হাই কোর্ট। পাশাপাশি ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারক আনার পথও খোলা রাখা হয়েছে। আদালত সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আপাতত দুই রাজ্য থেকেই ১০০ জন করে বিচারক চাওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি কতজন বিচারক দিতে পারবে, তা বিবেচনা করে শীঘ্রই জানানো হবে। সেই উত্তরের অপেক্ষাতেই রয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। এদিকে বৃহস্পতিবার এই বিষয় নিয়ে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টার ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল, রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পাণ্ডে, কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার এবং স্পেশাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত। গত শনিবার থেকেও একাধিক দফায় আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও তৎপরতা বাড়ছে। নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির লক্ষ্যে আদালতের এই সক্রিয় ভূমিকা প্রশাসনিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন নজর, পার্শ্ববর্তী দুই রাজ্য থেকে কবে এবং কতজন বিচারক পাওয়া যায়, এবং তাতে এসআইআর প্রক্রিয়ায় কতটা গতি আসে।

এনসিইআরটি-র পাঠ্য পুস্তককে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ এনসিইআরটি-র অষ্টম শ্রেণির পাঠ্য পুস্তককে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সমাজবিজ্ঞানের ওই বইয়ে 'বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতির চ্যাপ্টার' নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। আগেই এই বিষয়ে কড়া সমালোচনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এবার ওই পুস্তকটি পুরোপুরি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ অনলাইন, স্কুল ও বিভিন্ন দোকানেও যাতে এই বইয়ের কপি না পাওয়া যায়, দ্রুত সেই বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে। শুধু দেশ নয়, বিদেশেও এই বই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেরকমই নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী, বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ। একইসঙ্গে এনসিইআরটি-র ডিরেক্টর ও স্কুল শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারিকে শো-কজ নোটিসও পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গোটা ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ক্ষমা চাইল কেন্দ্র।

'সেমিফাইনাল শেষ, ফাইনাল ১৩ মার্চ'! রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের ডিএ ইস্যুতে উত্তাল কলকাতা। বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ফের একবার উত্তেজনা ছড়ায় তিলোত্তমার রাজপথে। সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মেটানোর বিষয়ে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করেনি সরকার - এই অভিযোগেই বৃহস্পতিবার কালীঘাট অভিযানের ডাক দিয়েছিল 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'। তবে পুলিশের কঠোর ব্যারিকেড এবং অনুমতি না থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি আন্দোলনকারীরা। এই টানাপড়েনের মাঝেই এবার আরও ব। আন্দালনের হুঁশিয়ারি দিয়ে আগামী ১৩ মার্চ রাজ্যজুড়ে পূর্ণ ধর্মঘটের ডাক দিল সংগঠন। এদিন ধর্মতলা থেকে মিছিল শুরু হতেই পুলিশের সঙ্গে একপ্রস্থ ধস্তাধস্তি শুরু হয় আন্দোলনকারীদের। হাজরা মোড় সংলগ্ন এলাকায় ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড গড়ে তুলেছিল পুলিশ প্রশাসন। অভিযোগ, আন্দোলনকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে যেতে চাইলেও তাঁদের পথ আটকে দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল, হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়তো মুখ্যসচিবকে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। দীর্ঘক্ষণ এই দাবিতে ধর্মতলায় পথ অবরোধ করে বসে থাকেন সরকারি কর্মচারীরা। তাঁদের স্পষ্ট বার্তা ছিল, কালীঘাটে যাওয়ার অনুমতি না মিললে তাঁরা অবস্থান থেকে নড়বেন না। যদিও প্রশাসনের তরফে কোনও সদর্থক সাড়া মেলেনি। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ এদিন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর অভিযোগ, সারা ভারতবর্ষ সুপ্রিম কোর্টের আইন মেনে চলে, কিন্তু এই রাজ্যে আইন চলে কেবল একজনের নির্দেশে। এই রাজ্যে একটাই কোর্ট, সেই কোর্ট হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই সুপ্রিম

কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে প্রশাসন। তিনি আরও দাবি করেন, আন্দোলনকারীরা কালীঘাটে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সরকার ভয় পেয়ে পুলিশ লেলিয়ে সাধারণ কর্মচারীদের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। বিকেলের দিকে আপাতত অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নিলেও আগামী মাসের জন্য বড়সড় কর্মসূচি ঘোষণা করে দিয়েছে যৌথ মঞ্চ। তাঁদের সাফ কথা, সেমিফাইনাল শেষ, এবার ফাইনাল খেলা হবে ১৩ মার্চ। ওই দিন রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতর ও আদালত অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের মতে, সরকার আলোচনার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে বাধ্য করছে তাঁদের ধর্মঘটের পথে হাঁটতে। আগামী ১৩ তারিখের ধর্মঘট সফল করে প্রশাসন স্তব্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে এদিন মাঠ ছাড়ে যৌথ মঞ্চ। এখন দেখার, এই ধর্মঘটের ডাকের মোকাবিলায় নবান্ন কোনও কড়া পদক্ষেপ করে কিনা।

এ বার হ্যাকারদের নিশানায় 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ আমজনতার অভিযোগ শোনার জন্য যে ডিজিটাল মঞ্চকে হাতিয়ার করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখানেই পড়ল হ্যাকারদের থাবা। 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' কর্মসূচির অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলটি হ্যাক করে বিতর্কিত মেসেজ ও স্টোরি পোস্ট করার অভিযোগ উঠল। বিষয়টি নজরে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে নবান্নের অন্দরে। তড়িঘড়ি বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, গভীর রাতে যখন শহর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখনই সক্রিয় হয়ে ওঠে হ্যাকাররা। প্রোফাইলটি কবজায় নিয়ে তারা মোট ৪৭টি অনুমোদনহীন ডাইরেক্ট মেসেজ পাঠিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রোফাইলের স্টোরিতেও দুটি পোস্ট করা হয়। অভিযোগকারী সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দফার হামলা চলে রাত ২টো ৬ মিনিট থেকে ২টো ১৯ মিনিটের মধ্যে। এর পর দ্বিতীয় দফায় হ্যাকাররা সক্রিয় হয় সকাল ৯টা ১১ মিনিটে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানেই একের পর এক মেসেজ পাঠানো হতে থাকে। এই হ্যাকিংয়ের ঘটনায় সবথেকে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল হ্যাকারদের স্পর্ধা। 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'র প্রোফাইল ব্যবহার করে তারা খোদ 'কলকাতা পুলিশ', 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ' এবং 'এগিয়ে বাংলা'-র মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পেজগুলিতে মেসেজ পাঠিয়েছে। কেন এই নির্দিষ্ট পেজগুলিকেই নিশানা করা হল, তার নেপথ্যে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। সাধারণত এই ধরনের উচ্চপর্যায়ের সরকারি সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল ব্যবহারের জন্য কড়া নিয়মাবলি থাকে। নির্দিষ্ট একটি অনুমোদিত মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ এবং একটি ডেস্কটপ ছাড়া অন্য কোনও ডিভাইস থেকে এই অ্যাকাউন্টে ঢোকা নিষিদ্ধ। এত সুরক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে হ্যাকাররা ভেতরে ঢুকল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হ্যাক হওয়ার বিষয়টি জানাজানি হতেই দ্রুত পদক্ষেপ করে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। তড়িঘড়ি পাসওয়ার্ড বদলানো হয় এবং প্রমাণ হিসেবে স্ক্রিনশট ও টাইম স্ট্যাম্প সংরক্ষণ করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ডিজিটাল প্রমাণগুলি খতিয়ে দেখে কোন আইপি অ্যাড্রেস থেকে এই কাজ করা হয়েছে, তা শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি কোনও বড় মাপের সাইবার অপরাধ চক্রের কাজ কি না, তাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

বহুতল আবাসনে বুথ হচ্ছেই!
মোট সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮, তালিকা দিল কমিশন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে বহুতল আবাসনে ভোটকেন্দ্র তৈরির প্রশ্নে অবস্থান বদলাচ্ছে না নির্বাচন কমিশন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া আপত্তি সত্ত্বেও কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ হলে আবাসনের ভিতরেই বুথ গড়া হবে। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী, এমন বুথের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৭৮। আগে এই ধরনের ২১টি বুথ ছিল। নতুন সমীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে আরও ৫৭টি বহুতলে ভোটকেন্দ্র তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শর্ত ছিল - যেখানে ৩০০-র বেশি ভোটার রয়েছেন, সেখানেই বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হবে। জেলা প্রশাসনের পাঠানো রিপোর্টে দেখা যায়, একাধিক আবাসনে এই সংখ্যা অতিক্রম করেছে। সবচেয়ে বেশি এমন বুথ হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় - ২৫টি। উত্তর ২৪ পরগনায় ১৬টি। উত্তর কলকাতায় ৫টি এবং দক্ষিণ কলকাতায় ১টি। হাওড়ায় ৪টি, হুগলিতে ৩টি ও পূর্ব বর্ধমানে ১টি বহুতল এই তালিকায় রয়েছে। ফলে আগের ২১টির সঙ্গে নতুন ৫৭ যোগ হয়ে মোট সংখ্যা পৌঁছেছে ৭৮-এ। এর আগে কমিশন নির্দেশ দিয়েছিল, যেখানে ২৫০টির বেশি বাড়ি রয়েছে অথবা আবাসন, বহুতল কিংবা বস্তি এলাকায় ৫০০-র বেশি ভোটার আছেন, সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিতে হবে। শহর ও শহরতলির ক্ষেত্রে মানদণ্ড কিছুটা শিথিল করে ৩০০ ভোটারের সীমা নির্ধারণ করা হয়। সেই অনুযায়ী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে, কমিশন সূত্রে খবর, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৮০ হাজার ৬৮১টি বুথ বেড়ে ৯৪ হাজার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আপাতত যে ছবি দেখা দিচ্ছে তাতে আর ১০০ বা ২০০টি বুথ বাড়তে পারে। সব মিলিয়ে মোট বুথের সংখ্যা ৮১ হাজারের কাছাকাছি থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বেসরকারি আবাসন চত্বরে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবের বিরোধিতায় সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, ভোটকেন্দ্র সাধারণত সরকারি বা আধা-সরকারি ভবনে হওয়াই বিধি। এতে সকলের সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়। বেসরকারি প্রাঙ্গণে বুথ হলে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং 'সুবিধাভোগী' ও 'অসুবিধাভোগ' - এই বিভাজন তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কমিশন অবশ্য তাদের যুক্তিতে অনড়। তাদের মতে, ভোটারদের সুবিধা ও ভোটদানের হার বাড়ানোই মূল লক্ষ্য। নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ হলে আবাসনের ভিতরেও ভোটকেন্দ্র করা যায় - এই অবস্থানেই অটল রয়েছে তারা। ফলে প্রশাসনিক মহলে এখন প্রশ্ন, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক টানাপড়েন আরও বাড়বে কিনা। আপাতত কমিশনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকেই নজর।

সরকারি স্কুলগুলিকে বিশ্বমানের করতে ২৫০০ কোটির মেগা-প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সরকারি স্কুলগুলিকে বিশ্বমানের করে তুলতে আড়াই হাজার কোটি টাকার মেগা-প্রকল্পের রূপরেখা দেওয়া হল। অন্য দিকে মার্চ মাসের শুরু থেকেই ৯.৫০ টাকা কেজি দরে চাষিদের থেকে সরাসরি আলু কেনার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর জোড়া সুখবর দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দাবি, শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা এখন দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে। সেই অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করতে 'স্কুল মান উন্নয়ন' প্রকল্পে হাত দিয়েছে রাজ্য। এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এই প্রকল্পের মোট খরচের ৭০ শতাংশ বহন করবে। মন্ত্রী জানান, রাজ্যের ৪৩০টি ব্লকের প্রতিটিতে অন্তত একটি করে 'মডেল স্কুল' গড়ে তোলা হবে। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলিতে গড়ে উঠবে দুটি করে আধুনিক স্কুল। শিক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট করেন, এই উন্নয়নের লক্ষ্য কেবল চুনকামের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। উন্নত পাঠদান পদ্ধতির পাশাপাশি অত্যাধুনিক গ্রন্থাগার ও স্যানিটারি ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হবে। গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণে থাকবে বিশেষ মনিটরিং টিমের আওতায়। মূলত সরকারি স্কুলের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরানোই এই আড়াই হাজার কোটির লক্ষ্য। অন্য দিকে, আলুর ফলন বেশি হওয়ায় বাজারে দাম পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছিলেন চাষিরা। তাঁদের রক্ষাকবচ দিতে ময়দানে নামলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

প্রথম দফায় রাজ্যে আসছে ২৪০ কোম্পানি বাহিনী, নজরে বাংলাদেশ লাগোয়া জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ সাধারণত রাজ্যে ভোট ঘোষণা দু-একদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দৃশ্য দেখেছে পশ্চিমবঙ্গ। তবে চলতি এসআইআর-এর কারণে এবার যেন অন্য চিত্র। ভোট ঘোষণা হওয়ার অনেকটা আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সে খবর আগেই করেছিল দুরন্ত বার্তা। প্রথম দফার ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ১ তারিখ থেকেই মোতায়েন করা হবে। এবার সামনে এল সেই বাহিনীর জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যান। এবং এই পরিসংখ্যান থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে রাজ্যের সংখ্যালঘু ও বিশেষত বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হযেছে সবচেয়ে বেশি। ব্যতিক্রম শুধু বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুর। চিঠি অনুযায়ী, ১ মার্চের মধ্যে প্রথম দফায় ২৪০ কোম্পানি এবং ১০ মার্চের মধ্যে আরও ২৪০ কোম্পানি রাজ্যে ঢুকবে। বাহিনীর মধ্যে রয়েছে সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি ও এসএসবি। ইভিএম ও স্ট্রংরুম পাহারা, ভোটের দিন নিরাপত্তা, এলাকা দখলমুক্ত রাখা এবং আস্থা ফেরানো- এই সব দায়িত্বেই তাদের ব্যবহার করা হবে। প্রতিটি কোম্পানির ৯টি সেকশনের মধ্যে ৮টি সেকশন সরাসরি বুথ ও আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকবে, বাকি ১টি কিউআরটি ও তদারকির কাজে।

জেলাভিত্তিক বণ্টনে নজর কেড়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। সেখানে পাঠানো হচ্ছে ১৪ কোম্পানি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা হওয়ায় পূর্ব মেদিনীপুরে বাড়তি সতর্কতা রাখা হচ্ছে। এর পরেই, • কলকাতা ও মালদহে ১২ কোম্পানি • দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ • কোচবিহার ও ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে ৯ • মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর, হাওড়া রুরাল পুলিশ ডিসট্রিক্টে ৮ • চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট ও পূর্ব বর্ধমানে ৮ • দার্জিলিংয়ে ৬ • শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ও কালিম্পংয়ে ৩ • জলপাইগুড়ি ৭ • আলিপুরদুয়ার ৫ • উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ পুলিশ ডিসট্রিক্টে ৫ ও ৬ • নদিয়ার কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট পুলিশ ডিসট্রিক্টে ৬ • হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটে ৭ • হুগলি (রুরাল) পুলিশ কমিশনারেট ৬ • উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত পুলিশ ডিসট্রিক্টে ৬ • বনগাঁ পুলিশ ডিসট্রিক্টে ৪ • বসিরহাট পুলিশ ডিসট্রিক্টে ৭ • বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটে ৪ • দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর ও ডায়মন্ড হারবার পুলিশ ডিসট্রিক্টে ৫ ও ৬ • সুন্দরবন পুলিশ ডিসট্রিক্টে ৪ • পশ্চিম মেদিনীপুরে ৭ • ঝাড়গ্রাম ৫ • বাঁকুড়া ৭ • পুরুলিয়া ৫ • বীরভূমে ৭ কোম্পানি মোতায়েন হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়ালের মতে, ২৮ তারিখ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর কিছু এলাকায় অশান্তি তৈরি হতে পারে। সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের নিরাপত্তাতেও কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে প্রশাসনিক সূত্রে। সব মিলিয়ে, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে থেকেই রাজ্যে নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে চাইছে কমিশন ও কেন্দ্র।

অনুপ্রবেশকারীমুক্ত ভারতের ডাক, আরারিয়ায় অমিত শাহর কড়া বার্তা

আরারিয়া,২৬ফেব্রুয়ারিঃবিহারের আরারিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, দেশকে অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে মুক্ত করতে নরেন্দ্র মোদী সরকার সম্পূর্ণভাবে বদ্ধপরিকর। বৃহস্পতিবারের জনসভায় তাঁর বক্তব্যে উঠে এল কঠোর প্রশাসনিক অবস্থান, জাতীয় নিরাপত্তা এবং সীমান্ত সুরক্ষাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি। অমিত শাহ বলেন, অনুপ্রবেশ কারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া মানে কেবল ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নয়। তাঁর কথায়, অনুপ্রবেশকারীদের থেকে মুক্তির অর্থ কেবল ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম মুছে ফেলা নয়। আমরা ভারতীয় মাটি থেকে প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে অপসারণের জন্য একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। তিনি আরও স্পষ্ট করে জানান, এই উদ্যোগ কেবল একটি রাজ্য বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সমগ্র দেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে তা কার্যকর করা হবে।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গ। তিনি ইঙ্গিত দেন, দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে এবং এর প্রভাব পড়েছে প্রশাসনিক কাঠামো, জনসংখ্যার ভারসাম্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির উপর। সেই কারণেই কেন্দ্র সরকার একটি সুসংগঠিত কর্মসূচির মাধ্যমে বিষয়টির মোকাবিলা করতে চায়।

তাঁর মতে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্নে সরকার কোনও আপস করবে না।আরারিয়ার জনসভা রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। সীমান্তবর্তী বিহারের এই জেলায় জনসংখ্যাগত ও সামাজিক প্রশ্নগুলি দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অমিত শাহর বক্তব্যে স্পষ্ট বার্তা ছিল-অনুপ্রবেশের প্রশ্নে কেন্দ্র সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। তিনি দাবি করেন, নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে সীমান্ত সুরক্ষায় একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা আরও জোরদার হবে।এদিনের বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরেকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন-বিপ্লবী বীর সাভারকরের মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি বলেন, আজ ভারতের বিপ্লবী বীর সাভারকরের মৃত্যুবার্ষিকী এবং এই দিনে তাঁকে স্মরণ করা জাতির কর্তব্য। অমিত শাহের কথায়, বীর সাভারকর কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অতুলনীয় যোদ্ধা ছিলেন না, বরং একজন নির্ভীক দেশপ্রেমিকও ছিলেন যার কলমে ছিল অপরিসীম শক্তি। তিনি উল্লেখ করেন, সাভারকরের লেখনী দেশজুড়ে দেশপ্রেমের জোয়ার তুলেছিল এবং তাঁর ভাবনায় ছিল এক দৃঢ় জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন।অমিত শাহ বলেন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ থেকে ভাষার শুদ্ধিকরণ-বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে সাভারকর নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছিলেন। তাঁর মতে, বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সাভারকর তুলে ধরেছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক। জনসভার মঞ্চ থেকে তিনি সাভারকরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, আজ, সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে, আমি আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে চাই।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আরারিয়ার এই জনসভায় অমিত শাহর বক্তব্যে দুটি সুস্পষ্ট বার্তা ছিল। প্রথমত, জাতীয় নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশের প্রশ্নে কেন্দ্রের কঠোর অবস্থান। দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদের আদর্শিক ভিত্তিকে সামনে রেখে রাজনৈতিক সমর্থন সুসংহত করার প্রয়াস। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে অনুপ্রবেশ একটি দীর্ঘদিনের ইস্যু। সেই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রের তরফে একটি সর্বভারতীয় কর্মসূচির ইঙ্গিত রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।এদিকে বিরোধী শিবির ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। তাঁদের বক্তব্য, অনুপ্রবেশের বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার সময় মানবাধিকার ও আইনি প্রক্রিয়ার বিষয়টিও সমান গুরুত্ব পাওয়া উচিত। যদিও অমিত শাহ তাঁর ভাষণে স্পষ্ট করেছেন, সরকারের পদক্ষেপ হবে আইনানুগ ও সুসংগঠিত।সব মিলিয়ে, আরারিয়ার জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বার্তা স্পষ্ট-দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অনুপ্রবেশ কারীমুক্ত ভারতের লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে কর্মসূচির কথা তিনি ঘোষণা করেছেন, তা আগামী দিনে সীমান্ত রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বীর সাভারকারের ব্যক্তিত্ব প্রতিটি প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে চলেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বীর সাভারকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, বীর সাভারকারের ব্যক্তিত্ব প্রতিটি প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। বৃহস্পতিবার বীর সাভারকারের মৃত্যুবার্ষিকীতে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, মহান বিপ্লবী বীর সাভারকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি দেশকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্ব প্রতিটি প্রজন্মকে দেশের সেবা করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে।

শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ অনুষ্ঠান

জয়ন্ত চক্রবর্তী,শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ি আশুতোষ মুখার্জী রোডে যা কলেজপাড়া নামে খ্যাত পাশাপাশি বইপারা নামে ও খ্যাত এবং খুবই পুরাতন বাণী লাইব্রেরীর কর্ণধার জীবন তরফদার পাশাপাশি তারও আরেকটি অলংকার রয়েছে তিনি আবার উত্তরবঙ্গ বইমেলা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন । তার অকাল প্রয়াণে উত্তরবঙ্গ বইমেলা কমিটির পক্ষ থেকে পাশাপাশি বই পড়ার সমস্ত বইয়ের দোকানের কর্ণধাররা সন্ধ্যার সময় মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

রবিবার ২৪০ কোম্পানি বাহিনী রাজ্যে আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার ২৪০ কোম্পানি বাহিনী বাংলায় এসে পৌঁছবে বলে খবর। ইতিমধ্যে কোথায় কোথায় এই বাহিনী মোতায়েন করা হবে সেই সংক্রান্ত তালিকাও কমিশন চূড়ান্ত করে ফেলেছে বলে খবর। তাদের মোতায়েন এবং সমন্বয়ের বিষয়টি যাতে আরও মসৃণ হয়, বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকরা তা খতিয়ে দেখেন।ভোট ঘোষণা হওয়ার আগেই বঙ্গে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। শনিবার অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। জানা গিয়েছে, সবথেকে বেশি বাহিনী মোতায়েন হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুরে। মোতায়েন হবে ১৪ কোম্পানি বাহিনী। এরপরেই রয়েছে কলকাতা এবং মালদা। এই দুই জায়গাতেই ১২ কোম্পানি করে বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে খবর।সূত্রের খবর, দার্জিলিংয়ে ৬ কোম্পানি , শিলিগুড়িতে ৩ কোম্পানি , কালিম্পংয়ে ৩ কোম্পানি, কোচবিহারে ৯ কোম্পানি, আলিপুরদুয়ারে ৫ কোম্পানি, জলপাইগুড়িতে ৭ কোম্পানি, ইসলামপুরে ৫ কোম্পানি, রায়গঞ্জে ৬ কোম্পানি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ কোম্পানি, মুর্শিদাবাদে ৮ কোম্পানি, জঙ্গিপুরে ৮ কোম্পানি, কৃষ্ণনগরে ৬ কোম্পানি, রানাঘাটে ৬ কোম্পানি, হাওড়ায় ৭ কোম্পানি, হাওড়া রুরালে ৮ কোম্পানি, হুগলি রুরালে ৬ কোম্পানি, চন্দননগরে ৮ কোম্পানি, বারাসতে ৬ কোম্পানি, বনগাঁয় ৪ কোম্পানি, বসিরহাটে ৭ কোম্পানি, বারাকপুরে ৯ কোম্পানি, বিধাননগরে ৪ কোম্পানি, বারুইপুরে ৫ কোম্পানি, ডায়মন্ড হারবারে ৬ কোম্পানি, সুন্দরবনে ৪ কোম্পানি, পূর্ব বর্ধমানে ৮ কোম্পানি, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৭ কোম্পানি, ঝাড়গ্রামে ৫ কোম্পানি, বাঁকুড়ায় ৭ কোম্পানি, পুরুলিয়ায় ৫ কোম্পানি এবং বীরভূমে ৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন শিবরাজ, দেশবাসীর সুস্বাস্থ্যের কামনা কৃষিমন্ত্রীর

বারাণসী, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বৃহস্পতিবার সকালে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পুজো দেন শিবরাজ চৌহান।ঈশ্বরের কাছে সমস্ত দেশবাসীর সুস্বাস্থ্যের কামনা করেন শিবরাজ সিং চৌহান। মন্দির থেকে বেরোনোর সময় তিনি বলেন, অসাধারণ দর্শন পেলাম। ঈশ্বর আমাদের সকলের মঙ্গল করুন। প্রতিটি নাগরিক সুখী ও সুস্থ থাকুন, এবং আমরা সকলেই একটি সমৃদ্ধ, বিকশিত এবং আত্মনির্ভর ভারত গঠনে আমাদের অবদান রাখি। আমি সকলকে সুখী ও সমৃদ্ধ হোলির শুভেচ্ছা জানাই।

ইন্সটাতেও জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী মোদী, ১০ কোটি ছাড়িয়ে গেল ফলোয়ার্স

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামেও সমানভাবে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম রাষ্ট্রনেতা হলেন, যার ইন্সটাগ্রামে ফলোয়ার্সের সংখ্যা ১০০ মিলিয়ন ছুঁল। রাজনৈতিক নেতা হিসাবেও মোদীই একমাত্র, যার ১০ কোটি ফলোয়ার্স রয়েছে।২০১৪ সালে ইন্সটাগ্রাম জয়েন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিগত এক দশকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর অ্যাকাউন্ট বিশ্বনেতাদের মধ্যে অন্যতম এনগেজিং ডিজিটাল স্পেস হয়ে ওঠে। চমকপ্রদ তথ্য হল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিগুণ ফলোয়ার্স রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। রাষ্ট্রনেতাদের ইন্সটাগ্রাম ফলোয়ার্সের নিরিখে এক নম্বরে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাঁর ফলোয়ার্সের সংখ্যা ৪৩.২ মিলিয়ন। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবো সুবিয়ান্তো। তাঁর ফলোয়ার্সের সংখ্যা ১৫ মিলিয়ন। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা ডা সিলভা, তাঁর ফলোয়ার্স ১৪.৪ মিলিয়ন খবর সূত্র জানা গিয়েছে আজ।

আর কয়েকদিনের প্রতীক্ষা, ১ মার্চ থেকে চলবে শ্রীনগর-জম্মু বন্দে ভারত ট্রেন

শ্রীনগর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অপেক্ষা আর মাত্র কিছু দিনের, আগামী ১ মার্চ থেকে চলবে শ্রীনগর-জম্মু সরাসরি বন্দে ভারত ট্রেন। আগে শ্রীনগর ও শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরার মধ্যে পরিচালিত হত এই পরিষেবা, যা এখন সরাসরি শ্রীনগর এবং জম্মুর মধ্যে চলবে।যাত্রীদের প্রত্যাশিত চাহিদার কথা বিবেচনা করে বিদ্যমান ৮-কোচের বন্দে ভারত রেক থেকে কোচের সংখ্যা বাড়িয়ে ২০-কোচের রেক করা হয়েছে। এই সম্প্রসারণের প্রধান লক্ষ্য হল, জম্মু ও কাশ্মীরে রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, উপত্যকা ও জম্মু অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করা হবে বলে জানা গিয়েছে খবর সূত্র থেকে।।

নর্দমায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের স্তূপ

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ- বাদুড়িয়ার মাসিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশে একটি নর্দমায় বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ফেলে রাখার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় ওষুধ না দিয়ে সেগুলি মজুত করে রাখা হয়েছিল। পরে মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সেই ওষুধ খোলা জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।এলাকার মানুষের আশঙ্কা, নর্দমায় পড়ে থাকা ওই ওষুধ থেকে দূষণ ছড়াতে পারে এবং শিশুদের জন্যও তা বিপজ্জনক হতে পারে খবর সূত্র জানা যায়।

জাপান সফরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী, স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়

টোকিও, ২৬ ফেব্রুয়ারি জাপান সফরে রয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার জাপান সফরের দ্বিতীয় দিনে, হয়ামানাশি যাওয়ার পথে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জাপানে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষজন এবং শিশুদের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের সাথে কথা বলেন। শিশুরা মুখ্যমন্ত্রী যোগীর পা ছুঁয়ে শ্লোক পাঠ করে। পরে, মুখ্যমন্ত্রী শিশুদের চকলেট উপহার দেন।যোগী আদিত্যনাথ এদিন ইয়ামানাশি হাইড্রোজেন সুবিধা (বিদ্যু থেকে গ্যাস) পি২জি সিস্টেম পরিদর্শন করেছেন। জাপান সফরের দ্বিতীয় দিনে যোগী আদিত্যনাথ ইয়ামানাশি পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীরা যোগী আদিত্যনাথকে তাঁদের স্কুলে স্বাগত জানান।

ইডি-র সমনে সাড়া অনিল আম্বানির, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজিরা শিল্পপতির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ইডি-র সমনে সাড়া দিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি অনিল আম্বানি। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজিরা দিয়েছেন অনিল আম্বানি। ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট-এর অধীনে তদন্ত করছে ইডি।সেই তদন্তের জন্যই বৃহস্পতিবার অনিল আম্বানিকে দিল্লিতে ইডি-র সদর দফতরের ডেকে পাঠানো হয়েছিল। ইডি-র সেই সমন পাওয়ার পর হাজিরা দিয়েছেন অনিল। ইতিমধ্যেই ইডি-র তদন্তকারী অফিসারদের মুখোমুখি হয়েছেন শিল্পপতি অনিল।

হাওড়ার মুখ্য ডাকঘরে বোমাতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃহাওড়ার মুখ্য ডাকঘরে বোমাতঙ্ক ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা নাগাদ একটি ইমেল মারফত জানানো হয়, ওই ডাকঘরের ভিতরে বোমা রয়েছে। সেটি যে কোনও সময়ে ফাটতে পারে। এর পরেই ডাকঘরের কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। ডাকঘরের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আসে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল। যে এলাকায় হাওড়ার মুখ্য ডাকঘরটি অবস্থিত, সেখানেই রয়েছে জেলার গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশাসনিক দফতর। রয়েছে হাওড়া পুরসভা ও হাওড়া আদালত, এছাড়াও আছে জেলাশাসকের বাংলো ও দফতর। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনা ঘিরে পুলিশ ও প্রশাসনিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।তল্লাশি করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। কে বা কারা ওই ইমেল পাঠাল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

যোগের আলোয় সুস্থ অসমের স্বপ্নঃগুয়াহাটির যোগা সেন্টারের পরিকাঠামো উন্নয়নে ১০ লক্ষ টাকার অনুদান

গুয়াহাটি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃসুস্থ ও সমৃদ্ধ অসম গ।ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যোগচর্চাকে আরও বিস্তৃত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। গুয়াহাটির মালিগাঁও এলাকায় অবস্থিত ‘ ইন্ডিয়ান যোগা কালচার অ্যান্ড যোগা থেরাপি সেন্টার’-এর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। স্থানীয় বিধায়ক হিসেবেও তিনি এই উদ্যোগে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।গত বুধবার কেন্দ্রটির পক্ষ থেকে জারি করা এক প্রেস বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গুয়াহাটি মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-র ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের অনুদান প্রকল্পের আওতায় এই আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সদর দফতরের সংলগ্ন মালিগাঁও অঞ্চলে অবস্থিত এই কেন্দ্রটির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং আরও অধিক সংখ্যক যোগসাধককে সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে।গুয়াহাটির মতো দ্রুত বর্ধনশীল শহরে মানসিক চাপ, জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা জটিলতা ক্রমশ বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে ‘ ইন্ডিয়ান যোগা কালচার অ্যান্ড যোগা থেরাপি সেন্টার’ দীর্ঘদিন ধরেই এক নীরব কিন্তু কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানে নিয়মিত যোগচর্চা, যোগথেরাপি এবং প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে বহু মানুষ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ফিরে পেয়েছেন। অনেকেই প্রথমে রোগাক্রান্ত অবস্থায় এই কেন্দ্রে এসে চিকিৎসামূলক যোগাভ্যাস শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে নিয়মিত সাধনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীতে যোগশিক্ষক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ফলে কেন্দ্রটি কেবল একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এক পুনর্জাগরণের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি যোগাচার্য শুভাশিস কর এবং তাঁর সহকর্মীরা এই অনুদানের জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, এই আর্থিক সহায়তা কেবল ভবনের উন্নয়ন বা সরঞ্জাম বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এর মাধ্যমে আরও বৃহত্তর পরিসরে যোগশিক্ষা ছ।িয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। উন্নত প্রশিক্ষণকক্ষ, আধুনিক উপকরণ এবং বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এই অনুদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তাঁদের আশা।উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ‘যোগের মাধ্যমে সুস্থ ও সমৃদ্ধ অসম গঠন’-এই স্লোগানকে সামনে রেখে কেন্দ্রটি একটি সমন্বিত প্রকল্প পরিচালনা করছে। রাজ্যের ক্রীড়া দফতরের সহযোগিতায় পরিচালিত এই প্রকল্পের লক্ষ্য গ্রাম থেকে শহর-অসমের প্রতিটি প্রান্তে যোগচর্চাকে পৌঁছে দেওয়া। পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাজ্যের ২৬ হাজার গ্রামে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ৫২ হাজার যোগ প্রশিক্ষকের প্রয়োজন। এই বিশাল লক্ষ্য পূরণে প্রশিক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং অবকাঠামোগত শক্তিশালীকরণ অত্যন্ত জরুরি। সেই দিক থেকে বর্তমান অনুদানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।অসমের সামাজিক ও স্বাস্থ্যপরিস্থিতির দিকে তাকালে বোঝা যায়, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। জীবনযাত্রাজনিত রোগ, মানসিক অবসাদ, স্থূলতা কিংবা উচ্চরক্তচাপের মতো সমস্যাগুলি ক্রমেই সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলছে। এই পরিস্থিতিতে যোগ কেবল একটি ব্যায়ামপদ্ধতি নয়, বরং এক সামগ্রিক জীবনদর্শন হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঠিক নিয়ন্ত্রণ, শরীরচর্চা, ধ্যান এবং মানসিক স্থিরতার মাধ্যমে সুস্থতার যে ধারণা যোগ প্রচার করে, তা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।মালিগাঁও এলাকার এই কেন্দ্রটি বহু বছর ধরে সেই দর্শনকেই বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সদর দফতরের সংলগ্ন হওয়ায় এখানে বিভিন্ন স্তরের মানুষ সহজেই আসতে পারেন। সরকারি কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী, গৃহিণী থেকে শুরু করে প্রবীণ নাগরিক-সবাই এখানে যোগচর্চার সুযোগ পাচ্ছেন। অনেকের জীবনেই এই কেন্দ্র এক ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছে বলে জানা যায়।রাজ্য সরকারের তরফে এই অনুদান প্রদানের ঘটনাকে তাই কেবল একটি আর্থিক সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে না বরং এটি এক বৃহত্তর স্বাস্থ্যদৃষ্টিভঙ্গির অংশ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা পূর্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া উন্নয়নমূলক উদ্যোগে জোর দিয়েছেন। এই পদক্ষেপ তারই ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। স্থানীয় বিধায়ক হিসেবে মালিগাঁও ও জালুকবাড়ি এলাকার সার্বিক উন্নয়নে তাঁর আগ্রহের প্রতিফলনও এতে স্পষ্ট।যোগচর্চার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার ঘটানো সম্ভব-এই বিশ্বাস থেকেই কেন্দ্রটির কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। এখানে নিয়মিত কর্মশালা, বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির এবং সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করেও যোগশিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে যোগ আর কেবল ব্যক্তিগত অনুশীলনে সীমাবদ্ধ নেই এটি হয়ে উঠেছে এক সামাজিক আন্দোলন।পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এখন আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রশিক্ষণকক্ষ সম্প্রসারণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ সংযোজন এবং প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানা গেছে। দীর্ঘমেয়াদে এই কেন্দ্রকে একটি মানসম্মত প্রশিক্ষণ হাব হিসেবে গ।ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন কর্তৃপক্ষ।অসমের প্রতিটি গ্রামে যদি প্রশিক্ষিত যোগশিক্ষক থাকেন, তবে গ্রামীণ সমাজেও সুস্থতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে-এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে সমাজের প্রতিটি স্তরে স্বাস্থ্যসচেতনতা বা।ানোই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। ৫২ হাজার প্রশিক্ষকের চাহিদা পূরণ করতে গেলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, অবকাঠামোগত শক্তি এবং প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সেই পথেই এক ধাপ এগিয়ে গেল গুয়াহাটির এই কেন্দ্র।সব মিলিয়ে, ‘ ইন্ডিয়ান নযোগা কালচার অ্যান্ড যোগা থেরাপি সেন্টার’-এর জন্য ঘোষিত ১০ লক্ষ টাকার অনুদান অসমে যোগচর্চার বিস্তারে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল। সুস্থ শরীর, স্থির মন এবং সমৃদ্ধ সমাজ-এই ত্রিবেণী লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে যাত্রা শুরু হয়েছে, তা ভবিষ্যতে আরও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে বলেই আশা করা হচ্ছে। যোগের আলোয় আলোকিত এক সুস্থ অসম গড়ার স্বপ্ন এখন আরও একধাপ বাস্তবের পথে।

ঝাড়খণ্ডে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনায় নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানাল তৃণমূল কংগ্রেস

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের চাতরা জেলায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনায় সাত জনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতি জারি করে এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, চাতরা জেলায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং দল শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছে তারা।তৃণমূল কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছে যাতে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খুঁজে বের করতে একটি ব্যাপক ও স্বচ্ছ তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার ওপরও জোর দিয়েছে দলটি। উল্লেখ্য, রেডবার্ড এয়ারওয়েজ প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত বিচক্র্যাফট সি-৯০ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি গত সোমবার সন্ধ্যায় রাঁচি থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। উড়ানের কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝাড়খণ্ডের চাতরা জেলার বারিয়াতু পঞ্চায়েত এলাকায় বিমানটি ভেঙে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা সাত জন যাত্রীরই মৃত্যু হয়েছে।জানা গিয়েছে, বিমানটি গত সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ১১ মিনিটে রাঁচি বিমানবন্দর থেকে উড়েছিল এবং প্রায় ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ নিখোঁজ হয়ে যায়। উড়ানের মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের (এটিসি) সঙ্গে বিমানটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। রাঁচি বিমানবন্দরের অধিকর্তা বিনোদ কুমার জানিয়েছেন যে, প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী খারাপ আবহাওয়া দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ হতে পারে, তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ বিস্তারিত তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে বলে জানা যায়।

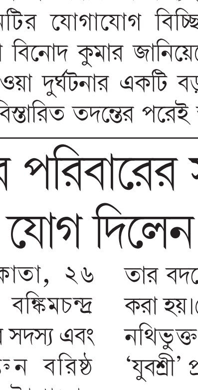

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের সদস্য সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় যোগ দিলেন বিজেপি-তে

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্য এবং শ্রম দফতরের প্রাক্তন বরিষ্ঠ পদাধিকারী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন। বৃহস্পতিবার বিজেপি-র সল্ট লেকের দফতরে দলে যোগ দেওয়ার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মসংস্থান নীতির বিরুদ্ধে গুরুতর প্রশ্ন তোলেন। বলেন যে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যুক্ত লক্ষাধিক যুবকের তথ্য একটি প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে মুছে ফেলা হয়। তার বদলে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক তৈরি করা হয়।সেখানে প্রায় ৪০ লক্ষ যুবক নথিভুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ‘যুবশ্রী’ প্রকল্প চালু করা হয়, যা পরে বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে খবর থেকে। বর্তমানে ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের অধীনে বেকার যুবকদের মাত্র ৫০ টাকা প্রতিদিন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এটা যুবসমাজের প্রকৃত কর্মসংস্থানের প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দলে স্বাগত জানান বলে খবর সূত্র জানা গিয়েছে আজকে।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের দিনটি জন্য শক্তি এবং উসাহে ভরপুর দিন হতে চলেছে। এই দিন আপনি স্বভাবতই খুব সক্রিয় থাকবেন এবং আপনার মন নতুন ধারণায় ভরপুর থাকবে। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় ভাবে অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে

বৃষঃ আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য নিতে পারেন এবং তাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। শুভ দিন হবে

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নানা ধারণা নিয়ে আসবে। আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং যোগাযোগ দক্ষতা এই দিন বিশেষ ভাবে উজ্জ্বল হবে। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় ক্ষেত্রেই আপনি আপনার কথা দিয়ে অন্যদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হবেন। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার জন্য এটি একটি ভাল সময়।

কর্কট রাশি ঃ আপনার বদ অভ্যাস আপনার উপর ব্যাপক প্রতিহিংসা নেবে। যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজকে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচক শক্তি বয়ে আনবে। আপনি আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট এবং ইতিবাচক হবে, যা আপনাকে আপনার কাজে সাফল্য অর্জনে সাহায্য করবে। পেশাগত জীবনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে।

কন্যা ঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমৎকার দিন। টাকাপয়সা লাভ আপনার প্রত্যাশামাফিক হবে না। প্রেম-সাহচর্য্য এবং বন্ধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রেম আনন্দদায়ক এবং অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হবে। শুভদিন

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জীবনে স্থিতিশীলতা এবং সম্প্রীতি অনুভব করবেন। আপনার সঙ্গী বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে খুশি করবে।

বৃশ্চিকঃ কোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে।

ধনুঃতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন শক্তি এবং উসাহ নিয়ে আসবে। আপনি আপনার সৃজনশীলতার পূর্ণ ব্যবহার করতে পারেন। আপনি যে নতুন প্রকল্প বা কাজ শুরু করতে চান তার জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। শুভদিন

মকরঃসুস্বাস্থ্য আপনাকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করবে। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবেন। গ্রহ এবং নক্ষত্রের উপকারী স্থানের কারণে আপনি আজ অর্থ উপার্জনের অসংখ্য সুযোগ পেয়ে যাবেন। অর্থ ব্যয়।

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। আপনার চিন্তা করার ক্ষমতা তীক্ষ্ণ হবে, যার কারণে আপনি আপনার কাজে নতুন এবং সৃজনশীল পদ্ধতি গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। শুভদিন

মীনঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে। অবিলম্বে আপনার বাড়ির চারপাশে কিছু পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা করা প্রয়োজন। আপনাকে আর আপনার প্রেমমূলক কল্পনাকে স্বপ্ন দেখার প্রয়োজন নেই সেগুলি আজ সত্য হতে পারে।

আবহাওয়া

আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই। প্রত্যাবর্তন হয়েছে শুস্ক আবহাওয়ার। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াও শুস্ক। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী কয়েক দিন আবহাওয়া শুস্ক থাকবে।উত্তরবঙ্গেও আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনা কম। সেখানেও আবহাওয়া মূলত শুস্ক থাকবে। তবে সকালের দিকে দৃশ্যমানতা উত্তরের অধিকাংশ জেলাতেই কিছুটা কম থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী চার দিন রাজ্যে তাপমাত্রার হেরফের হচ্ছে না। তার পরের তিন দিন তাপমাত্রা বাড়বে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৮ ডিগ্রি কম। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৩৯ শতকরা হতে পারে। বৃহস্পতিবার বৃষ্টিপাত হয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং ০৮ রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২মিনিট। সূর্যউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৬মনিটে হতে পারে।

জুয়া খেলে জিতে টাকা চাওয়া নিয়ে গন্ডগোল ক্যানিং-এ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জুয়া খেলে জিতে যাওয়ায় টাকা চাওয়ায় এক যুবকের পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত ও মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো ক্যানিং থানার হেড়োভাঙ্গা এলাকায় বুধবার গভীর রাতে। ক্যানিংয়ের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেড়োভাঙা এলাকায় বুধবার রাতে জুয়া খেলতে বসেছিল কয়েকজন যুবক। অভিযোগ, সেই খে লায় অভিজিৎ রাউৎ জিতে যান। তখন অপরপক্ষ ভোলা ও নুরোর কাছে তিনি টাকা চান। অভিযুক্ত যুবকরা টাকা দিতে অস্বীকার করায় বচসা শুরু হয়।আর তখনই অতর্কিতে অভিযুক্ত ভোলা ও নুরো ছুরি বার করে অভিজিতের পেটে মারে এবং লাঠি দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেন। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অভিজিৎ। ঘটনার খবর পেয়ে আক্রান্ত যুবককের পরিবারের সদস্যরা আক্রান্ত যুবককে উদ্ধার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান।সেখানে বৃহস্পতিবার ও চিকিৎসাধীন রয়েছে আক্রান্ত যুবক অভিজিৎ রাউত। এবিষয়ে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। এর পাশাপাশি একজনকে আটক করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। অপরজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। আক্রান্ত যুবকের বক্তব্য,বচসা চলছিল, কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, ভাবিনি ছুরি নিয়ে এভাবে পেটে ঢুকিয়ে দেবে।

পানিহাটিতে নতুন প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণের শুভ সূচনা

দুরন্তবার্তা, মহন্ত দাশগুপ্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উন্নয়নের সাথে উন্নয়নের পাশে পানিহাটি পৌরসভার শপথ বাস্তবে রূপান্তরিত হতে চলেছে পানিহাটির (এপিসি রায় রোড)-আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোডে। রাস্তার নাম ও রিপেয়ারিং এন্ড রেনোভেশন অফ এপিসি রায় রোড ফ্রম বেলতলা থেকে কদমতলা অটো স্ট্যান্ড ইন ওয়ার্ড নাম্বার ২৬ আন্ডার পানিহাটি পৌরসভা প্রকল্পের ব্যয় ৬৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৫৫ টাকা এই রাস্তার শুভ সূচনা হয়ে গেল, শুভ সূচনায় উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার আধিকারিকবৃন্দ শুভ সূচনা করেন পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতন নির্মল ঘোষ ও পানিহাটি পৌরসভার পৌর প্রধান সোমনাথ দে এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন পৌরসভার অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ এবং এলাকার সাথে জড়িয়ে থাকা সক্রিয় এলাকারই কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষজন। পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ নারকেল ভেঙ্গে নতুন প্রকল্প জনিত নতুন রাস্তার শুভ সূচনা করেন। নারকেল ভেঙে শুভ সূচনা করেন পানিহাটির পৌরপ্রধান সোমনাথ দে ও অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। সূচনার পরে বিধায়ক নির্মল ঘোষ বলেন সার্বিক উন্নয়নের পথে পানিহাটি পৌরসভা। উন্নয়নের সাথে উন্নয়নের পাশে পানিহাটি পৌরসভার এই শপথ আজকে বাস্তবে রূপান্তরিত হতে চলেছে ৬৬ লক্ষ টাকার এই প্রকল্পের কাজ পেপার ব্লক দিয়ে খুব শীঘ্রঙ্গ ই শুরু হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের এতে যাতায়াতের এবং ব্যবহার্যে অনেক সুবিধা হবে। এলাকার মানুষের ব্যবহারের জন্য ও রাস্তা চলা চলে এবং গাড়ি ঘোড়া চলতে এই রাস্তাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবে।

৪৩০ টি দ্বিভাষিক মডেল স্কুল তৈরি করার সিদ্ধান্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে জেলায় জেলায় ৪৩০টি দ্বিভাষিক মডেল স্কুল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। নবান্নে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ আড়াই হাজার কোটি টাকার ওই প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, ওই প্রকল্পের আওতায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক-এডিবির আর্থিক সহায়তায় আগামী পাঁচ বছরে ৪৩০টি মডেল স্কুল গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি ব্লকে একটি করে এবং ৮৭টি অনগ্রসর ব্লকে দুটি করে স্কুল স্থাপন করা হবে। সব স্কুলে বাংলা ও ইংরেজি দুই মাধ্যমেই পড়াশোনার সুযোগ থাকবে। এগুলির উপর নজরদারি ও মূল্যায়নের পৃথক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। বড় সংখ্যায় শিক্ষক নিয়োগের কথাও জানানো হয়েছে। অন্যদিকে প্রি-স্কুল স্তরে আইসিডিএস বা অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করতে এডিবির আর্থিক সহায়তায় ২,১৪৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে বলে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর তিনি ৫০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ অর্থ দেবে এডিবি এবং ৩০ শতাংশ রাজ্য সরকার। এর আওতায় অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিশুদের উন্নত মানের শিক্ষাসামগ্রী ও পুষ্টি নিশ্চিত করা, এবং কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হবে।

কলকাতা শহরে গঙ্গাতলে আসছে ওয়াটার মেট্রো, যাত্রীদের যাত্রা হবে আরও দ্রুত ও সুবিধাজনক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা শহরের নদীপথে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা শীঘ্রই পরিবর্তিত হতে চলেছে। দিনে হাজার হাজার যাত্রী নিয়ে গঙ্গার তলা দিয়ে ছুটছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। এই অভিজ্ঞতার পর এবার শহরটির জলপরিবহণকেও আধুনিক আকারে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। গঙ্গাবক্ষে 'ওয়াটার মেট্রো' চালুর পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই নবান্নের সবুজ সংকেত পেয়েছে। সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহে কলকাতা পুরসভায় এ সংক্রান্ত একটি বৈঠক হবে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন কোচির ওয়াটার মেট্রোর একটি প্রতিনিধি দল। শহরের জন্য কীভাবে পুরো প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত প্রেজেন্টেশন দেবেন আগত প্রতিনিধি দল। সূত্রের খবর অনুযায়ী, কোচির মতো কলকাতাতেও ওয়াটার মেট্রোয় অত্যাধুনিক ব্যাটারি-চালিত বৈদ্যুতিক হাইব্রিড বোট ব্যবহার করা হবে। এই বোটগুলি পরিবেশবান্ধব হবে এবং যাত্রীদের দ্রুত গঙ্গার দুই তীরের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা করে দেবে। শুধু ওয়াটার মেট্রো নয়, বরং সমন্বিতভাবে গঙ্গাপারকেও আধুনিকায়ন করা হবে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ৫০টি জেটিকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। এ ছাড়া আড়াইশো কোটি টাকার বাজেটে ১৩টি ই-ভেসেল নির্মিত হয়েছে, এবং আরও ২২টি বোট শীঘ্রই নদীতে নামানো হবে। গঙ্গাপার আধুনিক আকারে তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে বসানো হয়েছে স্মার্ট কার্ড গেট ও অন্যান্য আধুনিক অবকাঠামো। ফলে শহরের জলপরিবহণ ব্যবস্থাকে একেবারে নতুনভাবে সাজানো সম্ভব হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা পুরসভায় আয়োজিত বৈঠকে প্রকল্পের যাবতীয় দিক নিয়ে আলোচনা হবে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও কোচির ওয়াটার মেট্রোর অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হবে। বোটের ধরণ, প্রযুক্তিগত সুবিধা, পরিচালনা ব্যবস্থা এবং প্রকল্পের খরচ;সব বিষয়গুলো বৈঠকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে। কলকাতার জলপরিবহণ ব্যবস্থায় এই উদ্যোগ শহরের যাত্রীসুবিধা ও শহরের পরিবহন ব্যবস্থাকে নতুন মাত্রা দেবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বিষয়গুলো বৈঠকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে। কলকাতার জলপরিবহণ ব্যবস্থায় এই উদ্ভ্যোগ শহরের যাত্রীসুবিধা ও শহরের পরিবহন ব্যবস্থাকে নতুন মাত্রা দেবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। নবান্নের এক কর্তা জানিয়েছেন, তপ্রকল্পটি আপাতত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এখনও বিশদভাবে সব তথ্য প্রকাশের সময় হয়নি। তবে বৈঠকের পর কিছুটা পরিষ্কার হবে। ইতিমধ্যেই অর্থ দপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।দ কলকাতার নদীপথে এই ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে রাস্তায় যানজট কমে যাবে এবং যাত্রীদের যাতায়াত আরও দ্রুত ও সুবিধাজনক হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওয়াটার মেট্রোর মতো প্রকল্প শুধু যাত্রী পরিবহণ নয়, বরং শহরের পরিবেশবান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। বর্তমানে কলকাতার নদীপথে পর্যাপ্ত বোট এবং অবকাঠামো নেই, যার কারণে নদী ব্যবহার খুব সীমিত। তবে আধুনিক বোট ও জেটির মাধ্যমে শহরের জলপথ সম্পূর্ণ নতুনভাবে চালু হবে। শহরের নদীপথে স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে যাত্রী যাচাই, নিরাপত্তা ও টিকিটিং ব্যবস্থাও আধুনিকীকরণ করা হবে।

কিডনির জন্য ডিভোর্স! দ্বিতীয় স্ত্রীর অঙ্গ নিয়ে ফের ফিরলেন প্রথমের কাছে!

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জীবন বড় অদ্ভুত। কখনও কখনও প্রাণের দায়ে মানুষকে এমন সব রাস্তায় হাঁটতে হয়, যা রুপোলি পর্দার রোমহর্ষক চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। অনন্ত দাসের (নাম পরিবর্তিত) জীবনটা ঠিক তেমনই। এসএসকেএম হাসপাতালের নেফ্রোলজি বিভাগের ওপিডিতে আসা এই অনন্তবাবুর কিছুদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে এক বেসরকারি হাসপাতালে। তাঁর জীবনেই ঘটেছে এমন অদ্ভুত ঘটনা। একটি কিডনি আর প্রাণ রক্ষার জন্য ঘটিয়েছেন বিচ্ছেদ, পরকীয়া, দ্বিতীয় বিয়ে পর্যন্ত! এবং সবশেষে আবারও ফিরেছেন পুরনো সম্পর্কে, প্রথম স্ত্রীর কাছে। তবে এসবের কয়েক বছর পরে, সব মায়া কাটিয়ে মারা গিয়েছেন তিনি। এসএসকেএম হাসপাতালের নেফ্রোলজিস্ট ডা. অতনু পাল জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন ৪২ বছর বয়সি অনন্ত দাস। ডায়ালিসিস নিতে নিতে শরীর যখন প্রায় ভেঙে পড়েছে, চিকিৎসকরা সাফ জানান;বাঁচতে হলে কিডনি প্রতিস্থাপন ছাড়া গতি নেই। কিন্তু আইনি গেরোয় আটকে যায় প্রক্রিয়া। কারণ ভারতের কঠোর অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন অনুযায়ী, নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কেউ সহজে কিডনি দিতে পারেন না। এসব ক্ষেত্রে স্ত্রীই এগিয়ে আসেন ডোনার হিসেবে। কিন্তু সে সময়ে স্ত্রীর শারীরিক জটিলতার কারণে তাঁর পক্ষে ডোনার হওয়া সম্ভব ছিল না। পরকীয়ায় প্রাণের আশা ঠিক এমনই সময়ে 'বিপদের বন্ধু' হিসেবে এগিয়ে আসেন ওই ব্যক্তির প্রেমিকা! তাঁর সঙ্গেই বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে তথা পরকীয়ায় জড়িয়ে ছিলেন অনন্ত দাস। তবে ওই প্রেমিকার একটি শর্ত ছিল; প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাঁকে বিয়ে করলে, তবেই তিনি কিডনি দেবেন। বাঁচার অদম্য ইচ্ছায় সেই শর্তও মেনে নেন রোগী। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিয়ে করে নেন দ্বিতীয় সঙ্গীকে। তারপর এক বেসরকারি হাসপাতালে ট্রান্সপ্লান্ট বোর্ড ও এথিক্স কমিটির সমস্ত নিয়ম মেনে, নথিপত্র যাচাইয়ের পর সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। নতুন কিডনি নিয়ে সুস্থও হয়ে ওঠেন তিনি। অস্ত্রোপচারের পর দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ২ বছর বেশ কাটছিল জীবন। কিন্তু মানুষের মন বোঝা দায়। সুস্থ হয়ে ওঠার কয়েক বছর পরেই ফের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর জন্য মন আকুল হতে শুরু করে অনন্তর। একদিন হাসপাতালে রুটিন চেকআপে এসে ওই ব্যক্তি জানান, তিনি ফের তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কাছেই ফিরে যেতে চান। যে বিচ্ছেদ ছিল কেবল 'আইনি' বা 'কৌশলগত', তাকে মিটিয়ে নিয়ে ফের শুরু করেন পুরনো সংসার। দ্বিতীয় স্ত্রীকে ত্যাগ করে ফিরে যান প্রথম স্ত্রীর কাছে, পুরনো ঠিকানায়। ডাক্তারবাবু বলেন, তআমাদের কাছে মূল লক্ষ্য ছিল রোগীর প্রাণ বাঁচানো। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া এবং কাউন্সিলিং শেষেই অস্ত্রোপচার হয়েছে এক বেসরকারি হাসপাতালে । তবে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সঙ্গে যে কত গভীর সামাজিক ও মানসিক টানাপড়েন জড়িয়ে থাকে, এই ঘটনা তা আবারও প্রমাণ করল। আইন এবং আবেগ, সব কিছুর সঙ্গে লড়াই করতে হয় রোগীকে। তবে এটাও ঠিক যে, বেঁচে থাকলে জীবনে সব হয়, আবার নিজের স্বার্থে বিচ্ছেদ নেওয়া কতটা অর্থবহ বা মানবিক সিদ্ধান্ত তা নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যায়। শুধু তাই নয়, ডাক্তারবাবু মনে করিয়ে দিলেন, তআইনি ফাঁকফোকর ব্যবহার করে এমন কৌশল নেওয়া আগামীদিনে অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় জটিলতা বাড়াতে পারে। তাই সবদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ভাল। ডোনার পরিবার থেকে না পাওয়া গেলেও আলাদাভাবে সমস্ত কিছু শারীরিক পরিস্থিতি, ব্লাডগ্রুপ দেখে বাইরে থেকেও ডোনার পাওয়া যায়। এটা হয়তো অনেকটা খরচসাপেক্ষ, কিন্তু স্বার্থপরের মতো সিদ্ধান্ত নয়। তাই সবদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। অবশেষে নতুন কিডনি আর পুরনো ভালবাসা নিয়ে ফের ঘর বেঁধেছিলেন ওই ব্যক্তি। টানা ৮ বছর দিব্যি কাটছিল জীবন। কিন্তু নিয়তির লিখন খণ্ডাবে কে? সম্প্রতি এক ভয়াবহ সংক্রমণ গ্রাস করে তাঁকে। নিয়মিত চেকআপে এলেও শেষ রক্ষা হয়নি। সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় মাল্টি-অর্গান ফেলিওর হয়ে সম্প্রতি মৃত্যু হয় তাঁর। বেঁচে থাকার জন্য যে মানুষটি আইন, সমাজ এবং সম্পর্কের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে তাঁকে হার মানতেই হল।

হাওড়া জেলার মুখ্য ডাকঘরে হুমকি ই-মেলে বোমাতঙ্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়া জেলার মুখ্য ডাকঘরে হুমকি ই-মেলে ছড়াল বোমাতঙ্ক, তল্লাশিতে সন্দেহজনক কিছুই মেলেনি। প্রায় তিন ঘন্টা ব্যাহত পরিষেবা। 'হুমকি' মেলে তীব্র বোমাতঙ্ক ছড়াল হাওড়া পুরসভা ও কোর্ট চত্বর সংলগ্ন জেলার মুখ্য ডাকঘরে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ ডাকঘরের অফিস মেলে ওই 'হুমকি' আসে। এরপরই সেখানে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পোস্ট অফিসের কর্মীরা আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ঘটনাস্থলে ছুটে আছে বম্ব স্কোয়াড। আনা হয় স্নিফার ডগ। মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পুরো ডাকঘরে তল্লাশি চালানো হয়। হাওড়া থানার ওসি সহ পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। শেষ পর্যন্ত তল্লাশিতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। এর জেরে প্রায় ঘন্টা তিনেক মুখ্য ডাকঘরের পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়। জানা গেছে, এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ ই-মেল মারফত জানানো হয়, ওই অফিসের ভিতরে বোমা রয়েছে। সেটি যে কোনও সময়ে ফাটতে পারে। হুমকি ই-মেইলটি পাওয়া মাত্রই সকলের নিরাপত্তার খাতিরে দ্রুত খালি করে দেওয়া হয় ওই ডাকঘর। ডাকঘরের কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ গ্রাহক তড়িঘড়ি নিরাপদ দূরত্বে সকলকেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অফিসের কর্মীদের মধ্যেও এদিন তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। ডাকঘরের সব দরজাপাট বন্ধ করে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। আনা হয় স্নিফার ডগ। আসে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডও। দীর্ঘক্ষণ তাঁরা ডাকঘরের মধ্যে তল্লাশি চালান। যদিও সন্দেহজনক কিছুই উদ্ধার হয়নি। এই ঘটনা প্রসঙ্গে হাওড়া ডাকঘরের এক কর্মী বলেন, 'এই ঘটনায় প্রথমে যথেষ্টই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। এদিন দুপুরে মুখ্য পোস্ট অফিসে একটি হুমকি মেল আসে। এতেই বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই আমরা সকলে অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসি। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। পাশাপাশি বম্ব স্কোয়াড এবং স্নিফার ডগ আনা হয়। শেষ পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু না মেলায় স্বস্তি ফিরে আসে।'

রেকর্ড আলুর উৎপাদন হওয়ায় দাম পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রাজ্য সরকার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে এবার রেকর্ড আলুর উৎপাদন হওয়ায় দাম পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রাজ্য সরকার কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে আলু কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মার্চ মাসে আলু ওঠা শুরু হলে প্রতি কেজি ৯ টাকা ৫০ পয়সা দরে আলু কেনা হবে বলে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে রাজ্যমন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, আপাতত ১২ লক্ষ টন আলু কেনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জুন মাসের পর হিমঘর থেকে ধাপে ধাপে বাজারে ছাড়া হবে সেই আলু। গত ১৪ বছরে মোট পাঁচ বার সরকার আলু কিনেছে, প্রায় ৩১ হাজার টন আলু কেনা ও বিক্রি করা হয়েছে বলে জানান তিনি। অন্য রাজ্যে আলুর দাম কমতে শুরু করায় আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কৃষক যাতে অভাবী বিক্রিতে বাধ্য না হন, তা নিশ্চিত করাই লক্ষ্য বলে জানান মন্ত্রী। এদিকে এস আই আর এর কারণে মৃত ৫৬ জন জনের পরিবারের নিকট আত্মীয়কে চাকরি দেবার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। এছাড়াও নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন পাঁচজনের পরিবারের একজনকেও চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। সূত্রের খবর তাদের হোম গার্ডের চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পুরুলিয়া উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম।

চেম্বারের আড়ালে অশালীন আচরণ! সিপিএম ঘনিষ্ঠ আইনজীবীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্য কলকাতায় এক সিপিএম ঘনিষ্ঠ আইনজীবীর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার গুরুতর অভিযোগ তুললেন তাঁরই এক মহিলা জুনিয়র আইনজীবী। অভিযোগকারিণী হেয়ার স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করার আবেদন জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই আইনজীবী মহল ও রাজনৈতিক অঙ্গনে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগকারী আইনজীবীর দাবি, গত আগস্ট মাসে তিনি কোর্টপাড়ায় অভিযুক্ত আইনজীবীর চেম্বারে জুনিয়র হিসেবে যোগ দেন। যোগদানের পর থেকেই অভিযুক্ত তাঁর সঙ্গে অসংগত আচরণ করতে শুরু করেন। অভিযোগ, সিনিয়র হওয়ার সুবাদে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানার অধিকার রয়েছে বলে দাবি করতেন ওই আইনজীবী। অনেক রাত পর্যন্ত মহিলাকে হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস ও ভিডিও কল করে হেনস্তা করতে থাকেন। মহিলা আইনজীবীর অভিযোগ, সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে ব্যক্তিগত চেম্বারে ডেকে শরীরে স্পর্শ করেন অভিযুক্ত। ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর সিনিয়র আইনজীবীর বিরুদ্ধে এ ধরনের আচরণের পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর শারীরিক গঠন নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয় বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কাজের অছিলায় তাঁকে আবার প্রাইভেট চেম্বারে ডাকা হয়। সেখানে কাজ করার সময় হঠাৎই তাঁর হাত চেপে ধরে নিজের দিকে টেনে নেন অভিযুক্ত। অভিযোগ, জোর করে তাঁকে শারীরিকভাবে স্পর্শ করানো হয় এবং চুম্বন করার চেষ্টা করা হয়। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, অভিযুক্ত আইনজীবী নিজের পোশাক খুলে ফেলে অশালীন আচরণ করেন। আতঙ্কে কাঁদতে শুরু করলে নানা রকম কুরুচিকর মন্তব্য করা হয় বলেও দাবি অভিযোগকারিণীর। এমনকি চেম্বারের লাগোয়া একটি বেডরুমে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। অভিযোগকারিণীর দাবি, ওই ঘরে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। তবে অভিযোগপত্রে তিনি অভিযুক্তের শরীরে থাকা কিছু বিশেষ চিহ্নের উল্লেখ করেছেন, যা কেবলমাত্র তাঁকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অবস্থায় দেখলেই জানা সম্ভব। পুলিশের তরফ থেকে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে ও প্রয়োজন হলে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হতে পারে। ঘটনাটি সামনে আসার পর আইনজীবী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই ইঙ্গিত তদন্তকারী সূত্রে।

বোমাতঙ্ক রামপুরহাট মেন পোস্ট অফিসে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার বোমাতঙ্ক ছড়ালো রামপুরহাট মেন পোস্ট অফিসে। এদিন এগারোটা চল্লিশ মিনিট নাগাদ ডাকঘর ডিভিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট অফিসের মেল থেকে একটি ইমেইল আসে যেখানে দাবি করা হয়, একটি তামিল উগ্রপন্থী গোষ্ঠী দেশের যেকোনো পোস্ট অফিস বিশেষ করে যেখানে পাসপোর্ট পরিষেবা দেয়া হয়। সেখানে আইডি সংশ্লিষ্ট আর ডি এক্স বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ না থাকলেও, ডিভিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট অফিস থেকে বলা হয়, বেলা সাড়ে বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত অফিস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে যোগাযোগ করতে বলা হয়। এরপর রামপুরহাট ডাকঘর থেকে আধিকারিকরা রামপুরহাট থানায় গিয়ে যোগাযোগ করেন। তারপর রামপুরহাট থানার পুলিশ আধিকারিকরা রামপুরহাট মেইন পোস্ট অফিসে তদন্ত শুরু করেন। পাঁচমাথা স্থিত রামপুরহাট মেন পোস্ট অফিস সূত্রে জানা গেছে, একইভাবে শ্রীনেকেতন এস ও তেও এই আতঙ্ক ছড়ায়।

চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে মারধর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার শুধুমাত্র চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পোস্টে বেঁধেগণধোলাই এর ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ বুধবার রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। আর এই ঘটনাটি বারুইপুর থানার মদারাট গ্রাম পঞ্চায়েতের টগরবেড়িয়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম গৌরাঙ্গ মন্ডল। বাড়ি টগরবেড়িয়ায়। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, কয়েক দিন ধরে এলাকায় বাসনপত্র, গ্যাস সিলিন্ডার চুরি হচ্ছিল। এমনকী, তিনটি বাড়ি থেকে গ্যাস সিলিন্ডার চুরি হয়েছে। পুকুর থেকে কয়েকটি বাসন ও পাওয়া গিয়েছে। আর এই ঘটনা কে কেন্দ্র করেই ওই ব্যক্তি কে মারধর করা হয়। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেননি। তবে পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আরও দুটি নতুন অটো রুটের অনুমতি পরিবহন দপ্তরের

দুরন্তবার্তা, সুমন দে, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ শহরে যাত্রী পরিষেবার উন্নতিতে পরিবহন দপ্তর আরও দুটি নতুন অটো রুটের অনুমতি দিয়েছে। বাবুবাজার ট্রাম ডিপো থেকে মোমিনপুর স্ট্যান্ড পর্যন্ত সর্বাধিক ২৫ টি এবং রাজাবাজার ট্রাম ডিপো থেকে তপসিয়া এই রুটের জন্য মোট ৫০ টি অটো চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এইদিকে হুগলি নদীতে পরিবেশবান্ধব দ্রুতগতির আধুনিক ওয়াটার মেট্রো চালানোর জন্য অর্থ দপ্তরের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কৃষ্ণনগরে পাসপোর্ট অফিসে বোমা রাখার হুমকি!

দুরন্তবার্তা, গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার নদীয়ার কৃষ্ণনগর পাসপোর্ট অফিসে বোমা রাখা আছে বলে হুমকির মেইল। শুরু হলো স্নিপার ডগ ও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি। নদীয়ার সদর শহর কৃষ্ণনগরের জনবহুল এলাকা যেখানে রয়েছে জেলার মুখ্য ডাকঘর সাথে টেলিফোন অফিস। এরই মাঝখানে রয়েছে পাসপোর্ট অফিস। আর পাসপোর্ট অফিসে হুমকি মারফত মেইল আসে বোমা রাখা আছে বলে। তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে, কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা হয় স্নিপার ডগ। ঘটনার স্থল থেকে সকলকে সরিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। যদিও তল্লাশি শেষে কিছু পাওয়া যায়নি বলে দাবি পুলিশের। পোস্ট অফিস চত্বরে থাকা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। পুলিশ সূত্রে খবর, আজ বেলা ১১ টা নাগাদ হঠাৎই উড়ো মেল আসে পাসপোর্ট দপ্তরে। মেইলে বলা হয় পাসপোর্ট অফিসে বোমা রাখা আছে। তৎক্ষণাৎ শুরু হয় তৎপরতা খবর দেওয়া হয় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায়। খবর যায় বম্ব স্কোয়াডে। যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু হয় তল্লাশি। তল্লাশি শেষে দেখা যায় পাসপোর্ট অফিস চত্বরে তেমন কিছুই মেলেনি। ইতিমধ্যেই কোথা থেকে এই উড়ো মেইল এসেছিল তার তদন্তে পুলিশ।

মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাইয়ে দেওয়ার টোপে প্রতারণা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাইয়ে দেওয়ার প্রতারণার অভিযোগে বিধাননগর পুলিশের সাইবার অপরাধদমন শাখা বৃহস্পতিবার তিন জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতরা হলেন মাসুদ আলি, ফৈয়দ আলি এবং চিরঞ্জিত দাস। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে একটি প্রতারণাচক্র শুরু হয়েছিল। অভিযোগে বলা হয়, ইউটিউব এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের ফাঁদে ফেলা হচ্ছিল। ওই ফাঁদে পা দিলে মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়ে ভুয়ো প্রশ্নপত্র দেওয়া হতো। প্রতারণার এই লেনদেনও অনলাইনে করা হতো। ধৃতদের সঙ্গে যুক্ত থাকার তথ্যের ভিত্তিতে গত ১ ফেব্রুয়ারি বিধাননগর পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা পড়ার পরেই তদন্ত শুরু হয়। পুলিশ তদন্তে মোবাইল সাবস্ক্রাইবার ডেটা, আইপি লগ এবং ডিজিটাল লেনদেনের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে ধৃতদের শনাক্ত করে। ধৃতদেরকে চিহ্নিত করার পর বৃহস্পতিবার তাদের গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে অনলাইন লেনদেনের প্রমাণ হিসেবে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ও অন্যান্য নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ধৃতদের জেরা করে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। তারা খতিয়ে দেখছেন, এই প্রতারণাচক্রে আরও কেউ জড়িত ছিল কি না। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন এই প্রতারণা চালানো হচ্ছিল এবং পরীক্ষার শেষ হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের সাইবার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই ধরণের প্রতারণা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে চালানো হচ্ছিল। ইউটিউব এবং টেলিগ্রামের মাধ্যমে সরাসরি ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রশ্নপত্র পাইয়ে দেওয়ার প্রতারণা ঘটানো হচ্ছিল। প্রতারণার স্বাভাবিক চক্রে টাকা অনলাইনের মাধ্যমে আদায় করা হতো। পুলিশের তদন্তে ধৃতদের মোবাইল ফোনের ডেটা বিশ্লেষণ করে লেনদেনের সব তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ ও সাইবার অপরাধদমন শাখা এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে এবং প্রশ্নপত্র নিয়ে কোনো ধরনের অনিয়ম বা প্রতারণা সহ্য করা হবে না। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ২ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হয়েছিল ১২ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই এই প্রতারণা চক্রের তথ্য পুলিশের কাছে আসে। গ্রেফতারের পরই বোঝা যাচ্ছে, প্রতারণার চেষ্টা যথেষ্ট সংগঠিত ও প্রযোজ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে চালানো হয়েছিল। আদালত প্রক্রিয়ায় ধৃতদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।

ভাগীরথীর জলে গাড়ি ভাসছে, কী হয়েছে জানলে চমকে যাবেন

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের লালবাগ সদরঘাটে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল একটি গাড়ি ও গাড়ির চালক। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ ফেরিতে ওঠার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি স্কোরপিও গাড়ি সরাসরি ভাগীরথী নদীতে পড়ে যায়। এই ঘটনায় ঘাটে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়দের তৎপরতায় চালককে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকাবাসী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন সকালে ছোট একটি 'ভেসেল' -এ গাড়িটি তোলার চেষ্টা করা হচ্ছিল। সেই সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সটান ভাগীরথীর জলে তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে আহত চালককে উদ্ধার করেন। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। পরে স্থানীয় বাসিন্দা ও ঘাটকর্মীদের প্রচেষ্টায় গাড়িটিকে জল থেকে তোলার কাজ শুরু হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঘাটে নূন্যতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। তাঁদের ক্ষোভের কারণগুলি হলো, ঘাটে নেই সঠিক র‍্যাম্প বা সুরক্ষা রেলিং। অভিযোগ, বড় ভেসেল সরিয়ে নেওয়ায় একটি মাত্র ছোট ফেরিতেই বিপজ্জনকভাবে স্কুল পড়ুয়া, সাধারণ যাত্রী এবং চারচাকা গাড়ি একসঙ্গে পারাপার করা হচ্ছে। কয়েক বছর আগে এই ঘাটেই গাড়ি ডুবে এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছিল। সেই সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, তা যে বাস্তবায়িত হয়নি, এদিনের ঘটনাই তার প্রমাণ। উদ্বিগ্ন এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'একটি ছোট নৌকায় মানুষ আর গাড়ি এভাবে একসঙ্গে তোলা মানে মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানো। বড় ফেরি অবিলম্বে চালু না করলে বড়সড় বিপর্যয় সময়ের অপেক্ষা।' বারবার দুর্ঘটনার পরেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও কড়া নজরদারি বা স্থায়ী সমাধান সূত্র না মেলায় ক্ষুব্ধ লালবাগবাসী। স্থানীয়দের দাবি, যাত্রী ও যানবাহনের জন্য পৃথক পারাপার ব্যবস্থা এবং বড় ফেরি পরিষেবা পুনরায় চালু করতে হবে।

পবিত্র ঈদকে সামনে রেখে বাবরি মসজিদের অনুকৃতি

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ চলছে ইসলাম ধর্মের মানুষদের পবিত্র রমজান মাস। আর রমজান মাস শেষ করে পবিত্র ঈদ উৎসব। আর এই পবিত্র ঈদকে ঘিরে উৎসবের আবহে মেতে উঠেছে জয়নগর থানার পদ্মেরহাট। প্রতি বছরের মতো এ বছরও নবজাগরণ সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত হবে এক সপ্তাহব্যাপী ঈদ মিলন উৎসব। শুরু থেকেই এই আয়োজন ঘিরে উৎসাহ ও কৌতূহল ছিল চোখে পড়ার মতো। সন্ধ্যা নামতেই আলোর রোশনাই, রঙিন সাজসজ্জা আর মানুষের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠছে পুরো এলাকা। এবারের উৎসবের মূল আকর্ষণ ঐতিহাসিক স্থাপত্যের আদলে নির্মিত একাধিক ভাবনা। তার মধ্যে বিশেষভাবে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি কাড়ছে বাবরি মসজিদ এর অনুকৃতি। নিখুঁত নকশা, গম্বুজের গঠন এবং আলোকসজ্জার মেলবন্ধনে কাঠামোটি যেন বাস্তবের আবহ তৈরি করেছে। পাশাপাশি সমানভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তাজমহল, লালকেল্লার লাহোরি প্রবেশদ্বার এবং ইন্ডিয়া গেট-এর আদলে নির্মিত প্রবেশপথ। প্রতিটি স্থাপত্যেই শিল্পীদের সূদ কারুকাজ ও নিষ্ঠার ছাপ স্পষ্ট। আয়োজকরা বলেন, এই ভাবনার মাধ্যমে কেবল সৌন্দর্য উপস্থাপন নয়, বরং ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরাই তাঁদের উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত দক্ষ শিল্পীরা দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের সৃজনশীলতায় উৎসব প্রাঙ্গণ যেন এক শিল্পগ্রামে পরিণত হয়েছে। উৎসবকে ঘিরে রয়েছে নানা আয়োজন। শিশুদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যের দোকান এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শনার্থীদের আকর্ষণ বাড়াচ্ছে। ফলে এটি শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক সামাজিক সম্প্রীতির মিলন। নিরাপত্তার বিষয়েও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের সহযোগিতায় পুরো এলাকা নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে, যাতে সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব উপভোগ করতে পারেন। সব মিলিয়ে, ঈদের আনন্দে জয়নগরের পদ্মেরহাট আজ ঐতিহ্য, শিল্প ও সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে উঠেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৮৮, শুক্রবার, ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩২

বুদ্ধির যন্ত্র, নাকি যন্ত্রের বুদ্ধি?

প্রযুক্তির ইতিহাস আসলে মানুষের স্বপ্ন আর আশঙ্কার সমান্তরাল কাহিনি। চাকা আবিষ্কার থেকে বিদ্যুৎ, কম্পিউটার থেকে ইন্টারনেট-প্রতিটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের মুহূর্তে মানুষ একই প্রশ্ন করেছেঃ এটি কি আমাদের জীবন সহজ করবে, নাকি আমাদের উপরই কর্তৃত্ব করবে? আজ সেই চিরন্তন প্রশ্নের নতুন রূপ-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি মানুষের সহায়ক হবে, না কি একদিন অদৃশ্য নিয়ন্ত্রকে পরিণত হবে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইতিমধ্যেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। মোবাইলের পরামর্শ থেকে চিকিৎসার নির্ণয়, ব্যাংকের লেনদেন থেকে সংবাদপাঠ-সব ক্ষেত্রেই তার উপস্থিতি। সে আমাদের অভ্যাস শেখে, পছ ন্দ বোঝে, সিদ্ধান্তে সহায়তা করে। এই সহায়তার জোরে চিকিৎসা দ্রুততর হচ্ছে, শিল্প উৎপাদন দক্ষতর হচ্ছে, শিক্ষা আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হচ্ছে। এমনকি দুর্যোগ পূর্বাভাসেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রাণ বাঁচানোর সম্ভাবনা তৈরি করছে। এই সব সাফল্য প্রমাণ করে, প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে তা মানবকল্যাণের শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। কিন্তু এই আলোর পাশে ছায়াও রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করে, আর তথ্য মানেই মানুষের আচরণ, অভ্যাস, চিন্তা। যখন কোনও প্রযুক্তি আমাদের প্রতিটি ক্লিক, প্রতিটি পছন্দ, প্রতিটি চলাফেরা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে-আমরা কি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছি, নাকি প্রযুক্তিই আমাদের আচরণ নির্ধারণ করছে? অ্যালগরিদম যখন আমাদের সামনে নির্দিষ্ট খবর, নির্দিষ্ট পণ্য, নির্দিষ্ট মতামত তুলে ধরে, তখন আমাদের স্বাধীন সিদ্ধান্তের পরিসর কি সংকুচিত হয় না? আরও গভীরে গেলে দেখা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেবল সহায়ক নয় তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার হয়ে উঠছে। চাকরির বাছাই, ঋণ মঞ্জুরি, এমনকি বিচারব্যবস্থার কিছু ক্ষেত্রে প্রযুক্তির পরামর্শ গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু প্রযুক্তি কি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ? যে তথ্য দিয়ে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেই তথ্যের মধ্যেই যদি পক্ষপাত লুকিয়ে থাকে, তবে তার সিদ্ধান্তও কি পক্ষপাতমুক্ত হবে? এই প্রশ্ন কেবল প্রযুক্তিগত নয় এটি নৈতিক ও সামাজিক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আরেকটি বড় উদ্বেগ কর্মসংস্থান নিয়ে। স্বয়ংক্রিয়তা বহু ক্ষেত্রে মানুষের কাজ সহজ করছে, কিন্তু একই সঙ্গে কিছু কাজের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দিচ্ছে। ইতিহাস বলছে, প্রযুক্তি নতুন কর্মক্ষেত্রও তৈরি করে। কিন্তু সেই রূপান্তরের সময়ে যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়, তা সামাল দেওয়া সহজ নয়। মানুষ যদি মনে করে প্রযুক্তি তার জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে, তবে সেই প্রযুক্তির প্রতি আস্থা কমে যায়। তবে সব আশঙ্কার মধ্যেও একটি মৌলিক সত্য অটুট-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজে কোনও নৈতিক সত্তা নয়। সে মানুষের তৈরি, মানুষের নিয়ন্ত্রিত। তার লক্ষ্য, তার সীমা, তার ব্যবহার-সবই নির্ধারণ করে মানুষ। ফলে প্রশ্নটি আসলে প্রযুক্তির নয় প্রশ্নটি মানবসমাজের। আমরা কি এই শক্তিকে স্বচ্ছতা, ন্যায় ও মানবকল্যাণের পথে পরিচালিত করতে পারব? নাকি লাভ ও ক্ষমতার লোভে তাকে নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রে পরিণত হতে দেব? প্রযুক্তির ভবিষ্যত নির্ভর করছে নীতিনির্ধারণের উপর। স্বচ্ছ নিয়ন্ত্রণ, তথ্য সুরক্ষা আইন, নৈতিক মানদণ্ড ও জনসচেতনতা-এই চার স্তম্ভ ছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিরাপদ নয়। একই সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন প্রয়োজন। মানুষকে প্রযুক্তির ব্যবহারকারী নয়, সমালোচনামূলক চিন্তাশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে কোথায় সহায়তা গ্রহণ করতে হবে, আর কোথায় প্রশ্ন তুলতে হবে। অতএব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের সাহায্য করবে না নিযন্ত্রণ করবে- এই দ্বিধা একরৈখিক নয়। এটি এক চলমান সম্পর্কের গল্প। প্রযুক্তি যত শক্তিশালী হবে, ততই আমাদের দাযিত্ব বাড়বে। যদি আমরা তাকে মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত করি, তবে সে হবে সহচর। আর যদি অন্ধ নির্ভরতার পথে হাঁটি, তবে অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের আশঙ্কা থেকেই যাবে। শেষ পর্যন্ত মনে রাখতে হবে, বুদ্ধিমত্তা কৃত্রিম হতে পারে, কিন্তু বিবেক কৃত্রিম নয়। মানুষের বিবেকই নির্ধারণ করবে প্রযুক্তির দিশা। তাই ভবিষ্যতের পথে হাঁটার সময় আমাদের হাতে থাকুক প্রযুক্তির শক্তি, আর মনে থাকুক মানবতার আলোকশিখা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেন আমাদের সম্ভাবনাকে প্রসারিত করে, আমাদের স্বাধীনতাকে সংকুচিত না করে-এই প্রত্যাশাই হোক আগামী দিনের অঙ্গীকার। শেষ পর্যন্ত আমাদের এই কথাটাই মনে রাখতে হবে-বুদ্ধিমত্তা কৃত্রিম হতে পারে, কিন্তু বিবেক কখনও কৃত্রিম হয না। যন্ত্রের অ্যালগরিদম যতই জটিল হোক, তার মধ্যে নৈতিকতার নিজস্ব আলো থাকে না সেই আলো বহন করে মানুষ। প্রযুক্তি পথ দেখাতে পারে, গতি দিতে পারে, সম্ভাবনার দয়ার খুলে দিতে পারে, কিন্তু কোন পথে চলা উচিত আর কোন পথে নয়-তার সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত মানুষের বিবেকই নেয়। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান যুগে আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো মানবিক চেতনাকে জাগ্রত ও সক্রিয় রাখা। আজ আমরা এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে আছি, যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, প্রশাসন-সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির স্পর্শ স্পষ্ট। কাজের গতি বেড়েছে, তথ্যের প্রাপ্তি সহজ হয়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া দ্রুততর হযেছে। কিন্তু এই দ্রুততার মধ্যেই লুকিয়ে আছে কিছু গভীর প্রশ্ন। প্রযুক্তি কি আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে প্রসারিত করছে, নাকি অদৃশ্যভাবে নিযন্ত্রণের জাল বিস্তার করছে? আমরা কি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছি, নাকি প্রযুক্তিই আমাদের ব্যবহার করছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রয়োজন সজাগ বিবেক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের সম্ভাবনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। জটিল সমস্যার সমাধান, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নতুন দিগন্ত, ভাষা ও সংস্কৃতির সেতুবন্ধন-সবকিছুতেই এটি সহায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি ভুল তথ্যের প্রসার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার লঙ্ঘন, কিংবা সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধির কারণও হতে পারে, যদি তা নৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাই প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক দায়িত্ববোধের বিকাশও সমান জরুরি।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা পাগল ছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা এবং রামপ্রসাদও মায়ের নাম গান করতে করতে পাগল হতেন। আর কবি গায়ক রামপ্রসাদ সেনও মায়ের নাম করতে করতে একবারে আত্মহারা হতেন। মায়ের নাম গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করা যায় বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। তিনি কারোর কাছ থেকে কোনও দিন ভিক্ষা করেননি। একমাত্র মা ভবতারিণীর কাছ থেকে। তিনি মা ভবতারিণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের খাইয়েছেন। কোথা থেকে মা ভবতারিনী তাদের খাদ্য জোগাড় করে দিতেন সেটা ছিল একটি রহস্য। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তির জাগরণের মধ্যে দিয়ে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। বাংলার সব মনীষীরাই মায়ের শক্তি নিয়ে মহান হতে পেরেছেন। সবাই মায়ের সন্তান। মা কাউকে অবহেলা করেন না। তিনি সবার কাছে সমান। তিনি সবাইকে শক্তি ভক্তি দেন।

ফ্রি বিদ্যুতের মোহে অন্ধ রাজনীতি, নাকি নীরব দায়বদ্ধতার মৃত্যু?

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্র কেবল শাসনের কাঠামো নয়, রাষ্ট্র এক নৈতিক প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতি নাগরিকের কল্যাণে, সামাজিক ন্যায়বিচারে, এবং সম্পদের সুবিচারে বণ্টনে। কিন্তু যখন রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার মঞ্চে একের পর এক 'ফ্রি' ঘোষণার আতশবাজি ফুটতে থাকে, তখন প্রশ্ন জাগে-এই আলো কি সত্যিই উন্নয়নের, নাকি তা কেবল ভোটের উজ্জ্বল প্রলোভন? বিশেষ করে বিদ্যুৎ-যা আধুনিক জীবনের অপরিহার্য শক্তি-তা যদি নির্বিচারে 'বিনামূল্যে' বিতরণ করা হয়, এমনকি তাদেরও যারা মাসিক বিল পরিশোধে সম্পূর্ণ সক্ষম, তবে সেই সিদ্ধান্তের নৈতিকতা, অর্থনীতি এবং সামাজিক প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলা কি নাগরিকের দায়িত্ব নয়? বিদ্যুৎ কেবল একটি পরিষেবা নয় এটি উৎপাদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, প্রযুক্তি-সবকিছুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পেছনে রয়েছে বিপুল পরিকাঠামো, জ্বালানি, শ্রম, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিবহন খরচ। এই খরচের ভার শেষ পর্যন্ত বহন করে জনগণই-কখনও সরাসরি বিল দিয়ে, কখনও করের মাধ্যমে। তাই যখন সরকার ঘোষণা করে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ সবার জন্য ফ্রি, তখন প্রকৃত অর্থে সেই 'ফ্রি' শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ কী? রাষ্ট্রের কোষাগার কি কোনও জাদুর ভাণ্ডার, যেখান থেকে অর্থ অনন্তকাল ধরে বেরিয়ে আসবে? নাকি এই অর্থের উৎস আবার সেই সাধারণ করদাতাই? এখানেই মূল প্রশ্নটি উঠে আসে। যে নাগরিক আর্থিকভাবে সচ্ছল, যিনি নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে সক্ষম, তাঁর জন্যও যদি একই সুবিধা প্রযোজ্য হয়, তবে তা কি প্রকৃত দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের অধিকারের উপর আঘাত নয়? কারণ রাষ্ট্রের সম্পদ সীমিত। সেই সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হওয়া উচিত যেখানে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। যাঁরা দিন আনে দিন খায়, যাঁদের ঘরে একটিমাত্র বাতি জ্বালাতেই কষ্ট, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোই তো কল্যাণরাষ্ট্রের ধর্ম। কিন্তু একই সঙ্গে উচ্চ আয়ের পরিবারও যদি সমান হারে ভর্তুকি পায়, তবে সেই নীতিকে কতটা ন্যায়সংগত বলা

যায়? এই প্রবণতার আরেকটি বিপজ্জনক দিক রয়েছে। 'ফ্রি' সংস্কৃতি ধীরে ধীরে নাগরিক চেতনাকে ভোগবাদী ও নির্ভরশীল করে তোলে। যখন মানুষ মনে করতে শুরু করে যে পরিষেবার মূল্য নেই, তখন তার অপচয়ও বাড়ে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের যে সচেতনতা পরিবেশ রক্ষার জন্য জরুরি, তা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। আমরা এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে আছি, যখন জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি সঙ্কট এবং পরিবেশ বিপর্যয় আমাদের ভবিষ্যকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নির্বিচারে ফ্রি বিদ্যুৎ কি পরিবেশবান্ধব বার্তা দেয়? নাকি তা অপচয়ের সংস্কৃতিকে আরও উৎসাহিত করে? অবশ্যই এই আলোচনায় একতরফা হওয়া যায় না। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিদ্যুৎ বিল সাধারণ মানুষের আয়ের তুলনায় ভারী বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে কৃষিকাজ, ক্ষুদ্র শিল্প বা গৃহস্থালির জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য। সেখানে সীমিত পরিমাণে ভর্তুকি বা বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া সামাজিক ন্যায়বিচারের অংশ হতে পারে। কিন্তু নীতির লক্ষ্যভেদই এখানে মুখ্য। লক্ষ্য যদি হয় প্রকৃত অভাবী, তবে তার নির্দিষ্ট মানদণ্ড থাকা উচিত। আয়, সম্পত্তি, ভোগের পরিমাণ-এসব বিবেচনায় নিয়ে স্তরভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা কি অসম্ভব? সমস্যা হল, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার উত্তাপে অনেক সময় যুক্তি হারিয়ে যায়। এক দল ঘোষণা করে একশো ইউনিট ফ্রি, অন্য দল বাড়িয়ে দেয় দুইশো। সংখ্যার এই প্রতিযোগিতায় হারিয়ে যায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। বিদ্যুৎ দফতরের আর্থিক ঘাটতি বাড়ে, পরিকাঠামো উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়, এবং শেষ পর্যন্ত পরিষেবার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ট্রান্সফরমার বিকল, লাইনে লস, বিলিং জটিলতা-এসব সমস্যা তখন আরও প্রকট হয়ে ওঠে। প্রশ্ন জাগে, তা হলে কি স্বল্পমেয়াদি জনপ্রিয়তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতাকে বলি দেওয়া হচ্ছে? রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা যেমন আছে, তেমনি নাগরিকেরও দায়িত্ব রয়েছে। আমরা যদি সত্যিই একটি সমতাভিত্তিক সমাজ চাই, তবে সুবিধার প্রশ্নে আত্মসমালোচনাও জরুরি। যে পরিবার মাসে হাজার হাজার টাকা অন্যান্য বিল, বিনোদন, বিলাসে ব্যয় করতে সক্ষম, তারা কি কেবল 'ফ্রি' শব্দের মোহে বিদ্যুতের ভর্তুকি গ্রহণ করবে? নাকি সামাজিক সংহতির স্বার্থে সেই সুবিধা ত্যাগ করার নৈতিক সাহস দেখাবে? উন্নত গণতন্ত্রে এমন উদাহরণ আছে, যেখানে সচ্ছল নাগরিকেরা স্বেচ্ছায় ভর্তুকি ছাড়েন, যাতে তা প্রকৃত প্রয়োজনমতো মানুষের কাছে পৌঁছায়। অর্থনীতির একটি মৌলিক সত্য হল, সম্পদের সঠিক বণ্টনই টেকসই উন্নয়নের চাবিকাঠি। নির্বিচারে ফ্রি পরিষেবা প্রথমে আনন্দের ঢেউ তুললেও, দীর্ঘমেয়াদে তা করের বোঝা বাড়ায়, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাঁধে দায় চাপিয়ে দেয়। আমরা কি এমন এক ভবিষ্যত চাই, যেখানে আজকের জনপ্রিয়তার মূল্য আগামী দিনের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় পরিণত হবে? সবচেয়ে বড় কথা, প্রশ্ন তোলা গণতন্ত্রের প্রাণ। কোনও নীতির বিরোধিতা মানেই দরিদ্রবিরোধী হওয়া নয় বরং প্রকৃত দরিদ্রের স্বার্থে নীতিকে আরও নিখুঁত করার চেষ্টা। তাই যারা সচ্ছলদের জন্য ফ্রি বিদ্যুতের যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাদের কণ্ঠ রোধ করা নয়, বরং যুক্তি দিয়ে উত্তর দেওয়া উচিত। স্বচ্ছ হিসাব, আয়ভিত্তিক মানদণ্ড, এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা-এসবের মাধ্যমে নীতি শক্তিশালী হয়, দুর্বল নয়। অতএব, ফ্রি বিদ্যুৎ দেওয়া উচিত কি না-এই প্রশ্নের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল, কাকে এবং কীভাবে দেওয়া উচিত। কল্যাণরাষ্ট্রের লক্ষ্য যেন হয় সহায়তা, নির্ভরতা সৃষ্টি নয় ন্যায়বিচার, অযৌক্তিক সমতা নয় এবং টেকসই উন্নয়ন, সাময়িক করতালির নয়। নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য কেবল সুবিধা গ্রহণ নয়, বরং তার উৎস, প্রভাব এবং ন্যায্যতা নিয়ে ভাবা। কারণ আলো যদি সত্যিই সকলের ঘরে পৌঁছাতে হয়, তবে সেই আলোর ভিত্তি হতে হবে ন্যায়, দায়বদ্ধতা এবং দূরদর্শিতার উপর। ফ্রি বিদ্যুতের ঝলকানি যেন গণতন্ত্রের চোখ ধাঁধিয়ে না দেয়-বরং প্রশ্নের দীপ্তিই হোক আমাদের প্রকৃত আলোকবর্তিকা।

কিশোর মনের সুরক্ষায় ডিজিটাল নিষেধাজ্ঞা, নাকি স্বাধীনতার নতুন প্রশ্ন?

ডিজিটাল যুগের এই প্রখর আলোর নীচে আমাদের সন্তানরা বড় হচ্ছে। হাতে স্মার্টফোন, চোখে পর্দার ঝলক, আর চারপাশে অদৃশ্য এক ভার্চুয়াল জগৎ-যেখানে বন্ধুত্ব, বিনোদন, শিক্ষা, পরিচয়, প্রতিবাদ সব একসঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু এই আলো কি কেবল আলোকিত করছে, নাকি অজান্তেই পোড়াচ্ছে কোমল মন? সেই প্রশ্ন থেকেই আজ এক নতুন বিতর্কের জন্ম। ভারতসহ বিশ্বের একাধিক দেশ চিন্তা করছে ষোলো বছরের নীচে শিশু-কিশোরদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিষিদ্ধ করার। অস্ট্রেলিয়ার মতো কিছু দেশ ইতিমধ্যেই কঠোর পদক্ষেপের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে-এ কি প্রয়োজনীয় সুরক্ষা, নাকি ডিজিটাল স্বাধীনতার উপর নতুন এক প্রাচীর? প্রথমেই স্বীকার করতে হবে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আজ আর কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়। এটি পরিচয়ের ক্ষেত্র, আত্মপ্রকাশের মঞ্চ, তথ্যের ভাণ্ডার এবং কখনও কখনও মানসিক স্বীকৃতির একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু এই একই মাধ্যম যখন কিশোর মনের উপর অবিরাম তুলনা, প্রতিযোগিতা, লাইক-শেয়ারের চাপ, শরীরী চেহারার মানদণ্ড এবং অবাস্তব সাফল্যের ছবি চাপিয়ে দেয়, তখন তা নীরব এক মানসিক সঙ্কটে রূপ নেয়। অল্প বয়সে আত্মসম্মানবোধ ভেঙে পড়া, উদ্বেগ, অবসাদ, নিঃসঙ্গতা, এমনকি আত্মহানির প্রবণতা-এসবের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতি-ব্যবহারের সম্পর্ক নিয়ে বহু গবেষণা ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তা দিয়েছে। ভারতের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি আরও জটিল। এখানে ডিজিটাল প্রবেশাধিকার দ্রুত বেড়েছে, কিন্তু ডিজিটাল শিক্ষার প্রসার সেই অনুপাতে ঘটেনি। বহু পরিবারেই অভিভাবকরা জানেন না তাঁদের সন্তান অনলাইনে কী দেখছে, কার সঙ্গে কথা বলছে, কোন প্রভাবের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। অ্যালগরিদম-চালিত প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহারকারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এমন কনটেন্ট পরিবেশন করে, যা তাকে দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রাখে। একটি কিশোর মন, যা এখনও আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিচক্ষণতার পূর্ণতা পায়নি, সেই প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে সহজেই হারিয়ে যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে ষোলো বছরের নীচে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবকে অনেকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তাঁদের যুক্তি, যেমন আমরা শিশুদের অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় গাড়ি চালাতে দিই না, মদ্যপান করতে দিই না, তেমনি মানসিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এক ডিজিটাল পরিবেশ থেকেও তাদের সুরক্ষিত রাখা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যদি একটি প্রজন্মের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সাময়িক বিধিনিষেধ প্রয়োজন হয়, তবে তা কি অন্যায়? কিন্তু এই যুক্তির বিপরীত দিকও আছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কেবল বিপদের উৎস নয় এটি সৃজনশীলতার ক্ষেত্রও। বহু কিশোর এই মাধ্যমেই নিজের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পায়- গান, ছবি, লেখা, প্রযুক্তি, সামাজিক সচেতনতা। অনেক সময় এই প্ল্যাটফর্মই তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, নতুন জগতের সঙ্গে পরিচয় করায়। সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা কি সেই সম্ভাবনাকেও স্তব্ধ করবে না? তাছাড়া, ডিজিটাল যুগে বেড়ে ওঠা প্রজন্মকে প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখা কতটা বাস্তবসম্মত? আরও একটি বড় প্রশ্ন বাস্তবায়ন নিয়ে। বয়স যাচাই কীভাবে হবে? ভুয়া পরিচয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা তো আজকের দিনে কঠিন নয়। নিষেধাজ্ঞা যদি কাগজে-কলমে থাকে কিন্তু বাস্তবে অকার্যকর হয়, তবে তা কেবল আইনের প্রতি অবিশ্বাস বাড়াবে। প্রযুক্তির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যদি আমরা প্রযুক্তিরই ফাঁকফোকর বাড়িয়ে দিই, তবে লাভ কী? তবে এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে এক গভীর সামাজিক সত্য। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যেখানে পরিবারে কথোপকথন কমছে, স্কুলে মানসিক শিক্ষার জোর কম, আর সমাজে প্রতিযোগিতার চাপ বাড়ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সেই শূন্যতাকে পূরণ করছে, কিন্তু একই সঙ্গে বাড়াচ্ছে বিচ্ছিন্নতা। তাই কেবল নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ-ডিজিটাল সাক্ষরতা শিক্ষা, অভিভাবক সচেতনতা, প্ল্যাটফর্মগুলির উপর কঠোর নিযন্ত্রণ, এবং কিশোরদের জন্য নিরাপদ অনলাইন পরিবেশ গড়ে তোলা। ভারত যদি সত্যিই এই পথে হাঁটে, তবে তা হতে হবে সুপরিকল্পিত ও সংবেদনশীল। একদিকে কিশোর মনের সুরক্ষা, অন্যদিকে তাদের সৃজনশীল স্বাধীনতা-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। হয়তো সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার বদলে সময়সীমা নির্ধারণ, নির্দিষ্ট কনটেন্ট ফিল্টার, অথবা বয়সভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত সংস্করণ চালু করা যেতে পারে। প্রযুক্তি যেমন সমস্যা তৈরি করেছে, তেমনি সমাধানের পথও দেখাতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এই বিতর্ককে রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার অস্ত্র না বানানো। শিশুদের ভবিষ্যত কোনও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিষয় নয় এটি জাতির দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। যদি সত্যিই আমরা একটি সুস্থ, আত্মবিশ্বাসী ও সৃজনশীল প্রজন্ম চাই, তবে তাদের মানসিক জগতকে সুরক্ষিত রাখতে হবে,

কিন্তু সেই সুরক্ষা যেন শৃঙ্খলে পরিণত না হয়। অতএব, ষোলো বছরের নীচে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার ভাবনা এক গভীর দ্বিধার প্রতীক। এটি যেমন সুরক্ষার ডাক, তেমনি স্বাধীনতার প্রশ্ন। হয়তো উত্তর একরৈখিক নয়। হয়তো আমাদের ভাবতে হবে-কীভাবে প্রযুক্তিকে শত্রু নয়, সহযোগী করা যায়। কীভাবে সন্তানদের হাতে কেবল মোবাইল নয়, মূল্যবোধ ও সচেতনতার আলো তুলে দেওয়া যায়। ডিজিটাল যুগে বেড়ে ওঠা প্রজন্মকে অন্ধকার থেকে বাঁচাতে আলো প্রয়োজন, কিন্তু সেই আলো যেন চোখ-ধাঁধানো না হয়ে পথপ্রদর্শক হয়। নিষেধাজ্ঞা যদি আসে, তা হোক সুরক্ষার ছায়া নিয়ে আর যদি স্বাধীনতা বজায় থাকে, তবে তা হোক দায়িত্বের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে। ভবিষ্যতের ভারত গড়বে আজকের কিশোররা-তাই তাদের ডিজিটাল জগত নিয়ে সিদ্ধান্তও হোক দূরদর্শিতা, সংবেদনশীলতা ও ন্যায়বোধের ভিত্তিতে।

যুদ্ধের গর্জনের ভেতরেও কি শোনা যায় প্রতিবাদের স্পন্দন?

যুদ্ধ যখন আকাশ ঢেকে দেয, তখন শব্দ সবচেয়ে আগে বদলে যায়। গোলার আওয়াজ, সাইরেনের চিৎকার, শোকবার্তার ভারী নিঃশ্বাস-সব মিলিয়ে জনজীবন যেন এক অবিরাম গর্জনের ভেতরে বন্দি হয়ে পড়ে। সেই গর্জনের মধ্যে কি মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর টিকে থাকে? প্রতিবাদ কি তখনও জন্ম নেয়? নাকি যুদ্ধের উত্তাপে সব প্রশ্ন গলে যায় একমাত্রিক আনুগত্যে? ইরানের সাম্প্রতিক বাস্তবতা এই প্রশ্নগুলোকেই নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে। যে কোনও দেশে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হলেই রাষ্ট্র প্রথমে চায় ঐক্যের বার্তা। বাহ্যিক শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর আহ্বানে অভ্যন্তরীণ বিভেদকে স্তব্ধ করার চেষ্টা চলে। দেশপ্রেমের তীব্র আবেগে নাগরিকদের এক স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় শাসনব্যবস্থা। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, এই আবেগের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে অস্বস্তির বীজ। কারণ যুদ্ধ মানেই কেবল সীমান্তের সংঘর্ষ নয় যুদ্ধ মানে অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা, নাগরিক স্বাধীনতার সংকোচন, ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তা। ফলে প্রশ্ন জাগে-যখন যুদ্ধের দামামা বাজে, তখন কি মানুষ সত্যিই একমত হয়, নাকি নীরবে নিজের ভিতরে প্রশ্ন জমায়? ইরানের মাটিতে বহুদিন ধরেই অসন্তোষের নানা স্রোত বয়ে চলেছে। সামাজিক বিধিনিষেধ, অর্থনৈতিক চাপ, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার প্রভাব- সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সহজ ছিল না। তারই মাঝে যদি যুদ্ধের আবহ তৈরি হয, তবে সেই অসন্তোষ কি মিলিয়ে যায়? নাকি আরও গভীরে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে? যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে প্রতিবাদ কখনও প্রকাশ্য হয় না তা হয়ে ওঠে ফিসফিসানি, চোখের চাহনি, সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নীরব বার্তা। কিন্তু সেই নীরবতাও এক ভাষা। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের যুক্তি স্পষ্ট-এখন প্রশ্ন তোলার সময় নয়, এখন ঐক্যের সময়। কিন্তু গণতান্ত্রিক চেতনার মূল সুর তো প্রশ্নেই। রাষ্ট্র যদি নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকারকে সাময়িকভাবে হলেও সংকুচিত করে, তবে সেই ক্ষত দীর্ঘমেযাদে গভীর হয়। যুদ্ধের আবেগ হয়তো কিছু সময়ের জন্য সব কণ্ঠকে একত্র করে, কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা ও বেদনা আলাদা। যাঁর সন্তান সীমান্তে, তাঁর দেশপ্রেমের সংজ্ঞা এক যাঁর বাজারে দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ, তাঁর উদ্বেগ আরেক। এই ভিন্ন অভিজ্ঞতার ভেতরেই জন্ম নেয় দ্বিধা, আর সেই দ্বিধাই কখনও প্রতিবাদের রূপ পায়। ইরানের সমাজ কাঠামো জটিল, সেখানে ধর্মীয় আবেগ, জাতীয় গর্ব ও রাজনৈতিক নিযন্ত্রণ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। ফলে যুদ্ধের মুহূর্তে রাষ্ট্রের পক্ষে সমর্থন সংগঠিত করা কঠিন নয। কিন্তু সমর্থন আর নীরব সম্মতি এক জিনিস নয়। বহু সময় মানুষ প্রকাশ্যে কিছু বলে, অন্তরে অন্য কিছু ভাবে। যুদ্ধের পরিবেশে প্রকাশ্য বিরোধিতা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু অন্তর্গত প্রশ্ন থেমে থাকে না। বরং তা আরও তীব্র হয়- কারণ যুদ্ধের প্রতিটি দিন নাগরিক জীবনে নতুন চাপ যোগ করে। এখানে আরেকটি দিক বিবেচ্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনে ইরান দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। বাইরের চাপ ও নিষেধাজ্ঞা প্রায়শই দেশের অভ্যন্তরীণ আলোচনাকে প্রভাবিত করে। যখন একটি দেশ নিজেকে বহিরাগত হুমকির মুখে দেখে, তখন অভ্যন্তরীণ সমালোচনা সহজেই 'অসামরিক' বা 'অদেশপ্রেমিক' তকমা পেতে পারে। এই মনস্তত্ত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও, সমাজের পক্ষে তা স্বাস্থ্যকর নয়। কারণ সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা ছাড়া কোনও জাতি দীর্ঘমেয়াদে শক্তিশালী হতে পারে না। যুদ্ধের গর্জন তাই কেবল বাহ্যিক সংঘর্ষের শব্দ নয তা অন্তর্দ্বন্দ্বেরও প্রতীক। মানুষ একদিকে নিজের দেশের প্রতি আনুগত্য অনুভব করে, অন্যদিকে নিজের জীবনযাত্রার বাস্তবতা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। এই দ্বৈত অনুভূতির মাঝখানে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন ওঠে-আমরা কি সত্যিই এই পথে হাঁটতে চাই? আমাদের ভবিষ্যত কি আরও সংঘাত, নাকি সংলাপের দিকে? এই প্রশ্নগুলো উচ্চারণ করা কঠিন, কিন্তু প্রয়োজনীয়। ইরানের তরুণ প্রজন্ম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তারা প্রযুক্তি-সচেতন, বিশ্বরাজনীতির খবরাখবর রাখে, এবং নিজেদের পরিচয় নিয়ে সচেতন। যুদ্ধের আবহে তাদের ভূমিকা কী? তারা কি রাষ্ট্রের আহ্বানে নিঃশর্ত সমর্থন দেয়, নাকি নতুন পথের সন্ধান করে? তরুণ মন কখনও সম্পূর্ণ নীরব থাকে না। হয়তো তারা সরাসরি রাস্তায় নামে না, কিন্তু তাদের ভাবনা, লেখালেখি, শিল্প ও সংগীতে প্রতিবাদের ছাপ ফুটে ওঠে। এই সৃজনশীল প্রকাশই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। তবে এটাও সত্য, যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার প্রশ্ন সব কিছুর উপরে চলে আসে। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে স্থিতিশীলতা রক্ষা করা অপরিহার্য। কিন্তু স্থিতিশীলতা যদি কেবল ভয় ও নিয়ন্ত্রণের উপর দাঁড়ায়, তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রকৃত স্থিতিশীলতা আসে বিশ্বাস থেকে, আর বিশ্বাস জন্মায় স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে। যদি নাগরিকরা মনে করেন তাঁদের মতামত গুরুত্ব পাচ্ছে, তবে তারা কঠিন সময়েও পাশে থাকে। কিন্তু যদি মনে হয় কণ্ঠরোধই নিয়ম, তবে নীরব ক্ষোভ জমতে থাকে। যুদ্ধের গর্জনের ভেতরে তাই দুটি সুর বাজে- একটি আনুগত্যের, অন্যটি প্রশ্নের। ইরানের বাস্তবতা সেই দ্বৈত সুরের উদাহরণ। বাইরে থেকে হয়তো কেবল ঐক্যের ছবি দেখা যায, কিন্তু ভেতরে বহুস্তরীয় আলোচনা চলতে থাকে। সেই আলোচনাই সমাজকে জীবন্ত রাখে। অবশেষে, যুদ্ধ কখনও স্থায়ী সমাধান নয় তা কেবল ক্ষণিকের শক্তির প্রদর্শন। মানুষের প্রকৃত শক্তি তার সংলাপে, তার আত্মসমালোচনায়, তার সহাবস্থানের ইচ্ছায়। ইরানের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী ও সংস্কৃতিসমৃদ্ধ সমাজে এই চেতনা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি। যুদ্ধের গর্জন হয়তো সাময়িকভাবে প্রতিবাদের শব্দ ঢেকে দেয়, কিন্তু ইতিহাস বলছে-মানুষের প্রশ্ন চিরকাল বেঁচে থাকে। সেই প্রশ্নই ভবিষ্যতের বীজ। যুদ্ধের আগুন নিভে গেলে, ধোঁয়া কেটে গেলে, আবার সেই প্রশ্নগুলো সামনে আসে। তাই আজকের এই উত্তাল সময়েও মনে রাখতে হবে-গর্জনের চেয়ে স্থায়ী হল স্পন্দন। আর সেই স্প ন্দনই একদিন পথ দেখায়, কোলাহলের ভেতর থেকে উঠে আসে নতুন সংলাপের সূচনা।

যুদ্ধের ছায়ায় শীতের মশাল, বিভক্ত পৃথিবীতে ক্রীড়ার শান্তির আহ্বান

পৃথিবী যখন বিভাজনের আগুনে দগ্ধ, সীমান্তে যখন বন্দুকের গর্জন, আকাশে যুদ্ধবিমানের ছায়া, কূটনীতির টেবিলে যখন অবিশ্বাসের বরফ জমে আছে-সেই সময়েই অনুষ্ঠিত হল শীতকালীন অলিম্পিক। একদিকে সংঘাত, নিষেধাজ্ঞা, প্রতিশোধের ভাষা অন্যদিকে বরফঢাকা স্টেডিয়ামে মানুষের মিলনের উসব। এই বৈপরীত্যই যেন আমাদের সময়ের নির্মম প্রতিচ্ছবি। প্রশ্ন জাগে, এমন এক অশান্ত বিশ্বপরিস্থিতিতে ক্রীড়ার এই মহাউসব কি নিছকই আয়োজন, নাকি তা এক নীরব প্রতিবাদ-যুদ্ধ ও ঘৃণার বিরুদ্ধে মানবতার পতাকা তুলে ধরার? অলিম্পিকের জন্মলগ্ন থেকেই তার মূল মন্ত্র ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কিন্তু শত্রুতা নয় প্রতিযোগিতা, কিন্তু প্রতিহিংসা নয়। ইতিহাস সাক্ষী, প্রাচীন গ্রীসে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হত অলিম্পিকের সময়ে, যাতে ক্রীড়াবিদেরা নিরাপদে অংশ নিতে পারেন। সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে আজকের আধুনিক অলিম্পিক। কিন্তু বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায়, যখন নানা প্রান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘাত, জাতিগত বিদ্বেষ, ধর্মীয় মেরুকরণ ও ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন প্রকট, তখন অলিম্পিকের মঞ্চও কি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে পারে? শীতকালীন অলিম্পিকের বরফে ঢাকা ট্র্যাক, স্কি ঢাল কিংবা আইস রিঙ্কে যখন ক্রীড়াবিদেরা নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিচ্ছেন, তখন তাদের দেশের পাসপোর্ট কেবল একটি আনুষ্ঠানিক পরিচয়পত্র। আসলে তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন মানবসম্ভাবনার। কিন্তু একই সঙ্গে বাস্তব সত্য হল, আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রায়শই ক্রীড়াক্ষেত্রে ছায়া ফেলে। কোনও দেশের উপর নিষেধাজ্ঞা, কোনও দলের পতাকা ছাড়া অংশগ্রহণ, কোনও ক্রীড়াবিদের অনুপস্থিতি- এসবই মনে করিয়ে দেয় যে ক্রীড়া কখনও সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির ঊর্ধ্বে নয়। তবু এই অস্থিরতার মাঝেও অলিম্পিক এক আশ্চর্য দৃশ্য উপস্থাপন করে। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের দুই ক্রীড়াবিদ প্রতিযোগিতা শেষে আলিঙ্গন করেন, যেখানে ভাষা আলাদা হলেও হাসি এক, যেখানে জাতীয় সঙ্গীতের গর্বের পাশাপাশি অন্য দেশের সাফল্যকেও সম্মান জানানো হয়। এই দৃশ্যগুলো যেন বলে-মানুষের অন্তরে এখনও সম্প্রীতির সম্ভাবনা বেঁচে আছে। আজকের বিশ্বে ঘৃণা যেন দ্রুত সংক্রামক। সামাজিক মাধ্যমে উত্তেজনা ছড়ায়, রাজনৈতিক বক্তৃতায় বিভাজনের সুর বাজে, সংবাদমাধ্যমে সংঘাতের খবরই প্রধান শিরোনাম। এই প্রেক্ষাপটে শীতকালীন অলিম্পিকের মতো একটি অনুষ্ঠান কেবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয় এটি এক প্রতীকী মঞ্চ, যেখানে মানবতা তার অন্য রূপটি দেখাতে পারে। যেখানে কঠোর অনুশীলন, শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা যুদ্ধের বিকল্প ভাষা হয়ে ওঠে। অবশ্যই এই আশাবাদী ছবির পেছনে রয়েছে নানা জটিলতা। আয়োজক দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্ক, পরিবেশের উপর প্রভাব, বিপুল ব্যয়-এসব প্রশ্নও উঠে আসে।

হুমায়ুনের সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু রেজিনগরে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট হবে, দলের প্রতীক কী হবে, বিধানসভা নির্বাচনে লড়ার আগে এমন অনেক কিছুই চূড়ান্ত না হলেও মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের সমর্থনে তাঁর নাম দিয়ে দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করে দিলেন জনতা উন্নয়ন পার্টির কর্মী সমর্থকরা। জনতা উন্নয়ন পার্টি সূত্রের খবর, দলের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়াও বেলডাঙা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন । যদিও হুমায়ুন কবীরের নাম দিয়ে দেওয়াল লিখনকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিতে রাজি নয় মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। দলের বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, উনি এখন অন্য রাজনৈতিক দল করছেন। সেই রাজনৈতিক দলের হয়ে তিনি দেওয়াল লিখন করবেন না পতাকা লাগাবেন তা নিয়ে আমাদের কিছুই বলার নেই। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন তৃণমূলের টিকিটে ভরতপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। তবে সূত্রের খবর এবার আর তিনি ভরতপুর কেন্দ্র থেকে লড়বেন না। ভরতপুর -১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নজরুল ইসলাম টারজান বলেন, উনি এখন অন্য রাজনৈতিক দল করছেন, তাই তাঁর বিষয়ে কোনও মন্তব্য করবো না। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে ইতিমধ্যেই আমরা ব্লকের বেশিরভাগ দেওয়াল লিখন এবং দেওয়াল দখলের কাজ শেষ করেছি। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হলে সেখানে নাম লেখা হবে। প্রসঙ্গত মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার ছেতিয়ানি এলাকায় হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ নির্মাণ করার সিদ্ধান্তকে ঘিরে গত ডিসেম্বর মাস থেকে তাঁর সঙ্গে তৃণমূলের দূরত্ব তৈরি হয়। এরপর দল বিরোধী কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে হুমায়ুন কবীরকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর হুমায়ুন কবীর ইতিমধ্যেই নিজের নতুন রাজনৈতিক দল, 'জনতা উন্নয়ন পার্টি' তৈরি করেছেন। সেই রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান হিসেবে হুমায়ুন সিপিআইএম, আইএসএফ, মিম সহ একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলেও জানা গেছে। তবে কোন রাজনৈতিক দল হুমায়ুনের 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র সঙ্গে জোট করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলেই সূত্রের খবর। তবে হুমায়ুন কবীর ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে রেখেছেন তিনি নিজে রেজিনগর এবং বেলডাঙা - এই দু'টি বিধানসভা আসন থেকেই লড়াই করতে পারেন এবং তাঁর দল রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ১০০-র বেশি আসনে লড়াই করবে। দলের বাকি প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত না হলেও 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র কর্মী সমর্থকরা মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে বাজার এলাকা এবং ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক বরাবর বিভিন্ন দেওয়াল দখল করে হুমায়ুন কবীরের নামে দেওয়াল লিখন শুরু করেছেন। হুমায়ুন পুত্র গোলাম নবী আজাদ রবিন বলেন, বাবা ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাই দেওয়াল দখল করে তাঁর নাম লেখার কাজ শুরু করেছেন দলের কর্মীরা। এর মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র বেলডাঙা-২ ব্লক সহ-সভাপতি আসর শেখ বলেন, হুমায়ুন কবীরকে নিয়ে দলের কর্মীদের মধ্যে আগ্রহ এখন তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই আমরা রেজিনগরের বিভিন্ন এলাকায় তাঁর সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু করেছি। দলের কর্মীরা বেলডাঙা বিধানসভা এলাকাতেও দেওয়ালে সাদা রং করা শুরু করেছে। আগামী ২-১ দিনের মধ্যে সেখানেও হুমায়ুন কবীরের সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু হবে।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO.26/Q of 2025-26

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Nandakumar Phase-I, PS- Tamluk Phase-II. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 27.02.2026 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 27.02.2026 Date and time of bid opening: 3.00pm of 27.02.2026.

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet service during the programme to be attended by VVIP at Netaji Indoor Stadium, Kolkata on 02-03-2026." **[Job No. KIT/RW/145 of 25-26]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-110/KIT/Q of 25-26)

Bid Submission Closing: **27.02.2026 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১০৬-ইএনজিজি-আর এনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ২৪-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: "রাঙ্গাপাড়া-উত্তর ডাহিমপুর (এসএল)- এডিইএন/বিশ্বনাথ চারিয়ালীর আওতাধীন প্রচলিত এসইজে-এর নবায়ন" অনুমোদিত কাজের সাথে সম্পর্কিত পি.ওয়ে কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৫৩,৪০,৫২৬.৮০/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,০০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৭-০৩-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা সময় ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

চা বাগান এলাকায় স্বাস্থ্য ও শ্রমিক কল্যাণে জোর দিচ্ছে রাজ্য

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ চা বাগান এলাকায় স্বাস্থ্য ও শ্রমিক কল্যাণে জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। আজ নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক জানান, দেড় মাসের মধ্যে ১৯ টি চা বাগানে নতুন করে হেলথ সেন্টার চালু করা হয়েছে। শ্রমিক পরিবারের শিশুদের জন্য ৯৫ টি ক্রেশ গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে শ্রমিকরা কাজে যাওয়ার সময় সন্তানদের নিরাপদে রাখতে পারেন। বর্তমানে ১৯ টি চা বাগানে প্রায় ১৩ হাজার ৭৪৪ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন বলে জানান মন্ত্রী।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেন রিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য উল্লেখিত তারিখে ১৫.০০ টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে এবং খোলা হবে ১৫.৩০ টায়; যথাক্রমে **ক্রম নং.; টেন্ডার নং.; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; এবং বায়না মূল্য: (১); টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৬-৪২৩ তারিখ ২৫.০২.২০২৬;** এডিইএন/সেটেলমেন্ট/জিআরসি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেন রিচের অধীনে অন্যান্য বিবিধ কাজের সাথে ১৯ ও ২০ নং ভবনের শক্তিশালীকরণ ও উন্নয়ন; ₹ ৪,৯০,৫৬,৯৭৩.৯৬; ₹ ৩,৯৫,৩০০.০০; **(২); টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৬-৪২৪ তারিখ ২৫.০২.২০২৬;** এডিইএন/সেটেলমেন্ট/গার্ডেন রিচ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অধীনে নর্থ কলোনি, গার্ডেন রিচ কমপ্লেক্সে নতুন অডিটোরিয়াম (জি+আই) নির্মাণ। ₹ ৯,২৩,১৪,০০৪.০৯; ₹ ৬,১১,৬০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** ₹ ০.০০ (ক্রম. নং. ১ ও ২-এর জন্য); **খোলার তারিখ:** ২৪/০৩/২০২৬ (ক্রম নং ১ এর জন্য) এবং ১৮/০৩/২০২৬ (ক্রম নং ২ এর জন্য); **কাজের সমাপ্তির সময়কাল:** ১২ (বারো) মাস (ক্রম নং ১ এর জন্য) এবং ১৮ (আঠারো) মাস (ক্রম নং ২ এর জন্য)। টেন্ডারের সময়সূচীতে কোনও পরিবর্তন, সংশোধন, যদি কিছু থাকে, তা কেবল ই-টেন্ডার পোর্টালে পাওয়া যাবে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ /বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না; দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। সহায়তা ডেস্কের সাথে যোগাযোগ নম্বর ০৩৩-২৪৫০-৩৭৮৩।

(PR-1239)

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work "Construction of of temporary such as sheds/ accommodation Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Temporary Electrical works including DG Set For BANGALBARI HIGH SCHOOL (HS), PO-BANGALBARI, PS-HEMTABAD, DIST-UTTAR DINAJPUR, PIN-733134 under Hemtabad P.S, Uttar Dinajpur."

NIQ No: DDED/NIQ- 56 Of 2025-26, Bid submission closing date: **28.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work of "Construction of of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Temporary Electrical works including DG Set For SAHEBGHATA N.N HIGH SCHOOL, KALIYAGANJ, UTTAR DINAJ PUR under kaliyaganj P.S, Uttar Dinajpur."

NIQ No: DDED/NIQ- 57 Of 2025-26, Bid submission closing date: **28.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংক ও রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

সোনা নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা ও সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে বন্ধক রাখা সোনা, ঋণ পরিশোধ না করার কারণে নিলামে তোলা হবে।

LOS ID: **7005376**

নিলামের তারিখ: **[23/03/2026]**
অনলাইন লিঙ্ক: **https://www.auctiontiger.in/**

নির্ধারিত তারিখে নিলাম না হলে, রুপীক কোনও অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই পরবর্তীতে ই-নিলাম বা ব্যক্তিগত বিক্রি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন - 1800 419 8000

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার — রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড

‘বালি মাফিয়া’ দৌরাত্ম্য! বাজেয়াপ্ত ড্রেজার-মেশিন

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়া- পূর্ব বর্ধমান সীমানায় বড়সড় অভিযান, দিনে ১৫০ ট্রাক্টর বালি তোলার অভিযোগে তোলপাড় এলাকা। নদীয়া ও পশ্চিমবঙ্গ-এর পূর্ব বর্ধমান সংলগ্ন জালোইডাঙ্গা এলাকায় গঙ্গার পাড় থেকে অবৈধভাবে বালি তোলাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০টি ট্রাক্টরে করে গঙ্গা নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছিল। এই ঘটনায় অভিযোগের তীর কালিনগরের পল্টু জানার নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জলের তলা থেকে আধুনিক ড্রেজিং মেশিন বসিয়ে সাকশন পদ্ধতিতে বালি তোলা হচ্ছিল। এতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ও পাড়ের স্থায়িত্ব মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা। দ্রুত বালি তোলা বন্ধ না হলে নদীভাঙনের কবলে পড়তে পারে সংলগ্ন গ্রামগুলি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হানা দেন স্থানীয় বিএলআরও নবীন কুমার গৌতম ও পুলিশ প্রশাসন। প্রশাসনের উপস্থিতিতে মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত একাধিক যন্ত্র, ট্রেজারড্রেজার মেশিন ও সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ আসছে বুঝতে পেরে শ্রমিকরা পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। বিএলআরও নবীন কুমার গৌতম বলেন, ভাগীরথীর পারে অবৈধ বালি কাটার খবর পেয়ে আমরা পুলিশ ও জেলার বিভিন্ন দপ্তরকে জানাই। রেড করে দেখি সাকশন মেশিন বসিয়ে বালি তোলা হচ্ছে এবং ট্রাক্টরে করে পাচার করা হচ্ছিল। বাজেয়াপ্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নথি যাচাইয়ের পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনের প্রাথমিক অনুমান, নদীয়া জেলায় কড়াকড়ি থাকায় বালি পূর্ব বর্ধমান সীমান্ত ঘেঁষা এই এলাকা দিয়ে পাচার হচ্ছিল। রাতের অন্ধকারে ট্রাক্টরে লোড করে পার্শ্ববর্তী জেলায় বালি ফেলা হত বলেই খবর পেয়েছে প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, বাজেয়াপ্ত যন্ত্রের নথি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা চাইছেন, স্থায়ীভাবে অবৈধ বালি তোলা বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিক প্রশাসন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ২৮০_২০২৫-২৬, তারিখ ২৪.০২.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো [illegible] নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সিনি. ডিইএন/১/হাওড়া-র আওতাধীনে ঃ ক্রম. নং ১, ই-টেন্ডার নোটিস নং ২৮০_২০২৫- ২৬, কাজের বিবরণ ঃ হাওড়া ডিভিশন - সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন/এলএলএইচ-এর আওতাধীনে টিআরআর(পি)-১১.০০ টিকেএম। স্থান ঃ জিএনজিপি-ভিএসএইচ এসএল ১১২-১১৫ = ৩.০০০ টিকেএম, এসএল ১১৫-১১৭ = ২.০০০ টিকেএম, এসএইচই-জিওজিটি এসএল ৫২-৫৫ = ৩.০০০ টিকেএম, এসএল ৫৫-৫৮ = ৩.০০০ টিকেএম। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৪০,৭৪,২৭৬.৬৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,২০,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) প্রদান - ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-647/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO.27/Q of 2025-26

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Patashpur Phase-I, PS- Contai Phase-II. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 27.02.2026 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 27.02.2026 Date and time of bid opening: 3.00pm of 27.02.2026.

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223

1. **NIeT No-36/SGP/25-26 Memo no-131/SGP, Date: 25.02.2026.** 2. Date of issue tender paper(online)- **26.02.2026 from 15.00 Hours.** 3. Last date of Dropping tender paper(online): **04.03.2026 up to 15.00 Hours**. 4. Date of Technical Bid opening (online)- **06.03.2026 up to 15.00 Hours**.

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টেলি-ওয়ার্ক-এইচডব্লুএইচ২০২৫, তারিখ ২৪.০২.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টেলি-ওয়ার্ক-এইচডব্লুএইচ২০২৫-এর প্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** শিডিউল এ - পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় কোন্নগর, শ্রীরামপুর, ভদ্রেশ্বর এবং হুগলিতে সুইচিং পোস্ট-এর সংস্কার। শিডিউল বি - পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে সেকশনিং অ্যারেঞ্জমেন্ট-এর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ইয়ার্ড, সাইডিং-এ সার্কিট ব্রেকার-এর ব্যবস্থা করার কাজ। শিডিউল সি - সেকশন বিল্ডিং এবং কারশেড স্টোরের কাজ, ফেজ-১। শিডিউল ডি - হাওড়া ডিভিসনের (টেলিকম) ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় দাঁইহাট এবং কাটোয়া জং. স্টেশনের মধ্যে সুখদেব হল্টের নির্মাণ। শিডিউল ই - হাওড়া ডিভিসনে পুরোনো এবং বয়ঃভারে জীর্ণ ওএফসি কনটেনার নতুন ওএফসি রুম দ্বারা প্রতিস্থাপন। (ফেজ ১)। শিডিউল এফ-পূর্ব রেলওয়ের ওল্ড কয়লাঘাট বিল্ডিং-এর পিসিসিএম/পূর্ব রেলওয়ের অধীনস্থ অফিসে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের সম্প্রসারণ। শিডিউল জি - বিডিসি ইয়ার্ডে প্রিমিয়াম-এর টেলিকম কস্ট এবং বিসিএন রেকসমূহর এন্ড টু এন্ড পরীক্ষার সুবিধা। শিডিউল এইচ - হাওড়া ডিভিসনের বোলপুর এবং রামপুরহাটে স্টেশন সিকিওরিটি প্ল্যান (এসএসপি)-এর জন্য সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা। শিডিউল আই - হাওড়া ডিভিসনের বোলপুর এবং রামপুরহাটে স্টেশন সিকিওরিটি প্ল্যান (এসএসপি)-এর জন্য সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ২,৯৩,৭২,২০৮.০৫ টাকা। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২,৯৬,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু ঃ** ১০.০৩.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। HWH-649/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেসের লিজ বণ্টনের জন্য ই-নিলাম

নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি.III, তারিখ ২৪.০২.২০২৬

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউল-এর মাধ্যমে তিন বছরের জন্য দুইটি পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৩টি এসএলআর এবং ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৩টি আরটিভিপি-র ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **www.ireps.gov.in**-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। এই ই-নিলামের জন্য দরপ্রস্তাব **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। ই-নিলামে অংশ নিতে, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারও গ্রহণ করতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিশদঃ অকশন ক্যাটালগ নং** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-৩এ। **কম্পার্টমেন্ট ঃ** ট্রেন নং ১৩০২৩-এর এফএসএলআর-১ **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **অকশন ক্যাটালগ নং** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-৩বি। **কম্পার্টমেন্ট ঃ** ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর এবং ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৩টি আরটিভিপি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।

HWH-650/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work of "Construction of of temporary sheds/ accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election- 2026---Temporary Electrical works including DG Set --- For Gobindapur B.ed College PS- RAIGANJ UTTAR DINAJ PUR under Raiganj P.S, Uttar Dinajpur."

NIQ No: DDED/NIQ- 53 Of 2025-26, Bid submission closing date: **28.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work "Construction of temporary of such as sheds/ accommodation Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as of Accommodation centre for Advance well as electrification CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Temporary Electrical works including DG Set For Gothlu Home gourd Training center under Itahar P.S, Uttar Dinajpur."

NIQ No: DDED/NIQ- 54 Of 2025-26, Bid submission closing date: **28.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

হাওড়া ডিভিশনে শহরতলীর কিছু ট্রেন “দোলযাত্রার” দিনে বাতিল

“দোলযাত্রা” উৎসবের জন্য ০৩.০৩.২০২৬ **তারিখে (মঙ্গলবার)** হাওড়া ডিভিশনে নিম্নলিখিত ৬৫টি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে।

- **হাওড়া-বর্ধমান (মেন লাইন) ঃ আপ**-৩৭৮১৯, ৩৭৭১১ ও ৩৭৮৪৩। **ডাউন** - ৩৭৮২২ ও ৩৭৬১২ = মোট ০৫টি ট্রেন।
- **হাওড়া-বর্ধমান (কর্ড লাইন) ঃ আপ**- ৩৬০৭১, ৩৬৮১৭, ৩৬৮২৫, ৩৬৮২৭, ৩৬০৮১ ও ৩৬০৩৩। **ডাউন** - ৩৬০৭২, ৩৬৮১৪, ৩৬৮৩০, ৩৬৮৩৪, ৩৬০৮২, ৩৬০৩৪ ও ৩৬৮৪০ = মোট ১৩টি ট্রেন।
- **হাওড়া - ব্যান্ডেল (মেন লাইন) ঃ আপ** - ৩৭২১৩, ৩৭২১৫, ৩৭২১৯, ৩৭২২১, ৩৭২২৭, ৩৭২৪৩, ৩৭২০১ ও ৩৭৫১১। **ডাউন** - ৩৭২২৪, ৩৭২০২, ৩৭২৩২, ৩৭২৩৬, ৩৭২৪০, ৩৭২৪৬ ও ৩৭৫১২ = মোট ১৫টি ট্রেন।
- **হাওড়া - শেওড়াফুলি ঃ আপ** - ৩৭০৪১, ৩৭০৪৫, ৩৭০৪৭, ৩৭০৪৯ ও ৩৭০৫৫। **ডাউন** - ৩৭০৪২, ৩৭০৪৬, ৩৭০৪৮, ৩৭০৫০ ও ৩৭০৫৬ = মোট ১০টি ট্রেন।
- **হাওড়া - তারকেশ্বর ঃ আপ** - ৩৭৩০১, ৩৭৩২৩, ৩৭৩৩১ ও ৩৭৪১৩। **ডাউন** - ৩৭৩০২, ৩৭৩৩২, ৩৭৩৪২ ও ৩৭৪১৪ = মোট ০৮টি ট্রেন।
- **নৈহাটি - ব্যান্ডেল ঃ আপ** - ৩৭৫২৭, ৩৭৫৩১ ও ৩৭৫৩৫। **ডাউন** - ৩৭৫২৮, ৩৭৫৩২ ও ৩৭৫৩৬ = মোট ০৬টি ট্রেন।
- **হাওড়া - শ্রীরামপুর ঃ আপ** - ৩৭০১১ ও ৩৭০১৩। **ডাউন** - ৩৭০১২ ও ৩৭০১৪ = মোট ০৪টি ট্রেন।
- **বর্ধমান - কাটোয়া ঃ আপ** - ৩৫০১৩ ও ৩৫০১৯। **ডাউন** - ৩৫০১৪ ও ৩৫০২০ = মোট ০৪ ট্রেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ০৩.০৩.২০২৬ তারিখে (মঙ্গলবার) ৩৭৮১৫ হাওড়া - বর্ধমান মেন লাইন ইএমইউ লোকাল ও **৩৭৮২৪** বর্ধমান - হাওড়া মেন লাইন ইএমইউ লোকাল ট্রেন পথিমধ্যে সকল স্টেশনে থামবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE PRODHAN
MASHAT GRAM PANCHAYAT
(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
VILL+P.O:-MASHAT, DIST:-HOOGHLY, PIN:-712701

NOTICE INVITING e-QUOTATION Memo No. 112/MGP/2026, Dt. 24/02/2026

Sealed Quotations are hereby invited from reliable and bonafide Suppliers for buying as specified below for the Scheme name "Operation & Maintenance of Drinking Pipe Water Supply System & Tube well Maintenance. Document download/ sell Start date(online) **24/02/2026 at 06.55p.m.** Both Technical & financial bid submission closing date (online): **04/03/2026 at 11.55a.m**. Date of opening of Technical Proposals (online): **06/03/2025 at 12.00a.m**. For details visit **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Mashat Gram Panchayat

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-JANAI BAZER PO- JANAI Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of JANAI Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:-NIT no- 169/CGP dt 23.02.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_1013623_1** Publish Date- 25.10.2025 9.00 A M Name of The Work: Purifier Drinking water facility with water cooler at SN VI ; Estimated Amount- Rs. 192172.00 **SL. NO 2:-NIT no- 170/CGP dt 23.02.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_1015099_1** Publish Date- 25.10.2025 9.00 A M Name of The Work: Construction Pucca Drain from CC Road to Chaklar jola at SN XII ; Estimated Amount- Rs. 180545.00 **SL. NO 3:-NIT no- 171/CGP dt 23.02.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_1015103_1** Publish Date- 25.10.2025 9.00 A M Name of The Work: Construction of Pucca Drain from with Cover from Soni Mondir to Transfomer at SN II; Estimated Amount- Rs. 261182.00 **SL. NO 4:-NIT no- 172/CGP dt 23.02.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_1015107_1** Publish Date- 25.10.2025 9.00 A M Name of The Work: Construction of Pucca Drain from Panchayat Road to HO Gokul Pakira at SN VI; Estimated Amount- Rs. 323070.00 **Completion Time-30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **02.02.2026, 11.00 AM**, DATE of opening technical & Financial BID **05.02.2026 11.00 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in.**

রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ২য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২
চিঠিপত্রের ঠিকানাঃ দরজা নং ৫৩/২৩২০-সি, প্রথম তল, আশিয়ানা বিল্ডিং, সুভাষ চন্দ্র বসু রোড, সিকেসিজিএইচএস-এর বিপরীতে, পোন্নুরুন্নি, ভায়তিল্লা- ৬৮২০১৯
ইমেলঃ rfsl.nbfc@gmail.com / secretarial@rfsl.co.in ওয়েবসাইটঃ www.rfsl.co.in.

পোস্টাল ব্যালট ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, যদি কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ (নিয়ম), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ (এসইবিআই তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ) এর নিয়ম ৪৪ এবং কোভিড-১৯ মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে এমসিএ দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত হয়, তাহলে কোম্পানিটি ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখের ডাক ব্যালট নোটিশ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমেকোম্পানির সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ইমেল ঠিকানা ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) পর্যন্ত কোম্পানির সাথে বা ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। ডাক ব্যালট নোটিশ এবং ডাক ব্যালট ফর্মের একটি বাস্তব অনুলিপি এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে।

১. পোস্টাল ব্যালট নোটিশে প্রদত্ত আইটেমগুলি অনুমোদনের জন্য বিশেষ কার্যকলাপ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে লেনদেন করা হয়।
২. ই-ভোটিং ২৮.০২.২০২৬ (শনিবার) সকাল ৯.০০টা (ভারতীয় মান সময়) তে শুরু হবে এবং ২৯.০৩.২০২৬ (রবিবার) বিকেল ৫.০০টা (ভারতীয় মান সময়) তে শেষ হবে এবং তারপরে, রিমোট ই-ভোটিং ব্লক করা হবে এবং উল্লিখিত সময়ের পরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৩. কেবলমাত্র সেই সদস্যদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ রয়েছে, অর্থাৎ ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ তারিখে।
৪. বোর্ড সিএস আদিত্য শ্রী হাদ (সদস্যপদ নংঃ এ৭৬৩৭৫, সিপিঃ ২৮১০৬) স্বত্বাধিকারী, মেসার্স আদিত্য শ্রী হাদ অ্যান্ড কোং প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, বেঙ্গালুরু কর্ণাটককে ডাক ব্যালটের জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
৫. যেসব সদস্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা secretarial@rfsl.co.in ঠিকানায় চিঠি লিখে তা সংগ্রহ করতে পারেন।
৬. ই-ভোটিং সম্পর্কিত আপনার যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.evoting.nsdl.com-এ ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা evoting@nsdl.com ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন।
৭. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ evoting@nsdl.com ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন অথবা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন।

কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা আরটিএ-কে ashoksen@nichetechpl.com ঠিকানায় লিখতে পারেন।

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rfsl.co.in., বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল সোমবার, ৩০শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং বিএসই লিমিটেডকে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rfsl.co.in-এও পোস্ট করা হবে।

রিচফিল্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- শ্রী ভাদাসসেরিল জর্জকুট্টি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৯১৯৪৮৫৪

স্থানঃ এরনাকুল্লাম
তারিখঃ ২৬.০২.২০২৬

উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক
আপকি উমিদ কা খাতা
একটি নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাংক

জোনাল অফিসঃ ২য় তল, ১৩৪এ, ফ্লোর পাটলিপুত্র কলোনি, পলিটেকনিক কলেজের বিপরীতে, পাটনা, বিহার-৮০০০১৩
রেজিস্টার্ড অফিসঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১ (এয়ারপোর্ট রোড), সেহমালপুর, কাজি সরাই, হারহুয়া, বারাণসী, উত্তর প্রদেশ-২২১ ১০৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(২) এর অধীনে

স্থাবর সম্পত্তির দখল নোটিশ

আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে এবং সিকিউরিটি ইন্টরেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ এর রুল ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অনুমোদিত কর্মকর্তা এখানে উল্লিখিত প্রতিটি ঋণ অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখগুলিতে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, ঋণগ্রহীতাদেরকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ঋণগ্রহীতারা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, নিম্ন-উল্লেখিত ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্ন-স্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখে **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি নিয়ে যেকোনো লেনদেনের জন্য **উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-কে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদের জন্য চার্জ করা হবেঃ
এখানে বিস্তারিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের সাথে সাথে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য।

ক্রম. নং.	শাখার নাম	অ্যাকাউন্টের নাম	ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	দখল নোটিশের তারিখ	চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুসারে বকেয়া পরিমাণ
১	কলকাতা	‘১৫১০০৫০০০০০০৬০২৪	সানালি সেনগুপ্ত পিতা-পঞ্চানন সেনগুপ্ত (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকগ্রহীতা) পৌলমি সেনগুপ্ত পিতা-সুশান্ত সেনগুপ্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকগ্রহীতা)	৩০.১০.২০২৫	২৩.০২.২০২৬	টাকা ১৭২৭৬২৫.৮১/-

সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল যার মধ্যে রয়েছে)ঃ ফ্ল্যাট নং ২/এ সহ আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল যার আয়তন প্রায় ৯৩৪ বর্গফুট। সুপার বিল্ট আপ এলাকা কমবেশি। পরিমাপ ৯৩৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা। দ্বিতীয় তলায়, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, জি+৪‘‘ভাস্বতী অ্যাপার্টমেন্ট’’ নামে পরিচিত ভবনটি প্রায় ০৮ কাঠা জমির উপর নির্মিত এবং নির্মিত হয়েছে, মৌজা- মহিস্পোটা, জেএল নং-২৬, তৌজি নং-১৯৮, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং-৪৪৩ এবং ৪৪৭ এর অন্তর্গত, আর.এস. খতিয়ান নং-২৯০, ৪৯৩, ৪৯৪ এর অধীনে, বিলকান্দা নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে। এ.ডি.এস.আর- সোদপুর থানা-ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১৩ এর অধীনে, মূল বিক্রয় দলিল নং- ১৫২৪০৫৮২০ ২০২২ সালের জন্য, বই নং ১ খণ্ড নম্বর-১৫২৪-২০২২, পৃষ্ঠা-২০৫৬৭২ দেখুন। ২০৫৭১৫ পর্যন্ত পূর্ব সীমানায় অবস্থিত সম্পত্তিঃ ৩০’-০’’ পঞ্চায়েত রোড পশ্চিমেঃ শ্রী পার্থ বাবুর সম্পত্তি উত্তরেঃ নিরঞ্জন দাসের সম্পত্তি দক্ষিণেঃ তাপস লস্করের সম্পত্তি

তারিখঃ ২৭.০২.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা-
(অনুমোদিত অফিসার)
উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/016/25-26/APAS (2nd Call)
Name of work : **Improvement of sewer line at 5, Kailash Bose Street (Uttaran) in Ward No. 27**; Estimated Cost : ₹ **3,13,713.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,300.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid : **05.03.2026 - 11 am**; The tender will be opened on : **07.03.2026 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **26.02.2026 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E) / Ltg / Z-IV, KMC** invites e-tender online in two part bid system for the following work :
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/528/25-26
Name of work : **Development of lighting arrangement at D.P.S. Road, Tollygunge Circular Road under Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,98,671.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of completion of bid : **06.03.2026 upto 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **26.02.2026 from 5 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical) / LTG / Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : LTG/493/V/Z-II/25-26
Name of the work : **Augmentation of street lighting system at riverfront sites under Br.-V**; Estimated Amount : ₹ **1,99,928.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **2 Days**; Last date and time of submission of bid : **05.03.2026 upto 10 am**; The bid forms and other details are available on and from **26.02.2026 at 6 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**
(2) NIT No. : LTG/255/53/VI/Z-II/25-26
Name of the work : **Improvement of lighting system in different places in KMC Ward No. 53 under Br.-VI, Zone-II**; Estimated Amount : ₹ **4,99,961.11**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **12 Days**; Last date and time of submission of bid : **06.03.2026 upto 12 Noon**; Bid opening date : **06.03.2026**; The bid forms and other details are available on and from **26.02.2026 at 6 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical) / LTG / Crm., KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/LTG/CRM/SBG/26/2025-26 (1st Call)
Name of the work : **Restoration of damaged electric furnace No. 4 and allied works at Shanagar Burning Ghat**; Estimated Amount : ₹ **3,11,690.00**; Earnest Money : ₹ **6,500.00**; Time of completion : **05 Days**.
(2) NIT No. : KMC/LTG/CRM/SBG/25/2025-26 (1st Call)
Name of the work : **Restoration of damaged electric furnace No. 3 and allied works at Shanagar Burning Ghat**; Estimated Amount : ₹ **2,86,971.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Time of completion : **06 Days**; Last date and time of submission of bid : **06.03.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **27.02.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (E) / LTG / Z-III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/813/R2
Name of work : **Repairing of street lighting system at Radhanath Choudhary Road, D.C. Dey Road and different places in Ward No. 56, Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **2,76,175.41**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **12.03.2026 at 3 pm**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **12.03.2026 at 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **27.02.2026 (3 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E. (M) / (S&D), KMC** invites e-tender online percentage wise rate in two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/GRBU/HJ-16/25-26 (1st Call)
Name of work : **Clog cleaning operation with other allied works of pump units at Dhankheti Khal LS under GRBU (S&D)**; Estimated Cost : ₹ **2,48,775.00**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of time : **153 Days or 05 Months**; Last date and time of submission of bid : **09.03.2026 at 1 pm**; The bid forms and other details are available on and from **28.02.2026 at 1 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/782 (1st Call)
Name of work : **Repairing of road (Portion) of Alipore Road, Belvedear Road etc. in patches under Br.IX**; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,98,137.59 (Excl. Contingency Amt.)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of all bids : **11.03.2026 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **28.02.2026 (12 Noon)**.
(2) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/881 (1st Call)
Name of work : **Repairing of road at the Jn. of Narkeldanga Main Road and Hemchandra Naskar Road (Near Phoolbagan Trafic Rotary) and surrounding area in Ward No. 30 & 32 under Br.-III**; Estimate Amount : ₹ **2,78,045.92 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.03.2026 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **10.03.2026 (12 Noon)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

2329/25-26

অফবিট

'নর্দমা... কিন্তু সোনার!' আড়াই বর্গকিলোমিটারে হাজার কোটির ব্যবসা, আজ মুম্বই চালাচ্ছে ধারাভি

জি. দাস

মুম্বইয়ের ধারাভি নিয়ে লেখা সহজ নয়। দারিদ্র্য, গ্ল্যামার, দুর্গন্ধ, ব্যবসা-সব একসঙ্গে থাকে এখানে। সরু গলি দিয়ে হাঁটলে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারে না। রোদও ঢোকে না অনেক ঘরে। তবু এখানেই বছরে হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়। বিশ্বব্যাংক ও ইউএন-হ্যাবিট্যাট-এর অনুমান বলছে, ধারাভির বার্ষিক উৎপাদন ১ থেকে ১.৫ বিলিয়ন ডলার-ভারতীয় টাকায় প্রায় ৯,০০০ কোটির বেশি। এখানকার বাসিন্দা রাজু হনুমন্ত, পেশায় প্লাম্বার, বলেন, 'গাটার হ্যায়, পার সোনে কা হ্যায়।' অর্থাৎ নর্দমা আছে, কিন্তু সোনা দিয়ে মোড়া।

ব্যবসা এত দামি কেন?

ধারাভি মাত্র ২.৩৯ বর্গকিলোমিটার জায়গাজুড়ে। কিন্তু জনসংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। বস্তির ভাড়া ১০০ বর্গফুট ঘরের জন্য ৩,০০০-৭,০০০ টাকা। কিন্তু বাণিজ্যিক ভাড়া? ছোট দোকান ১.৫ লক্ষ, বড় জায়গা ৫ লক্ষ টাকা মাসে। এই অঙ্ক অবাক করে। কারণ এখানে নেই সুষ্ঠু নিকাশি, নেই ঠিকঠাক জল, নেই পুলিশ ভেরিফিকেশন। তবু ব্যবসা থামে না। ২০,০০০-রও বেশি ছোট ইউনিট-গার্মেন্টস, চামড়া, রিসাইক্লিং, খাবার-সব চলছে ১০০-১৫০ বর্গফুটে। বলরুম নয়, ব্যান্ড্রা-কুরলা কমপ্লেক্স নয়-ধারাভির এই মাইক্রো-ইকোসিস্টেমই মুম্বইকে চালায়।

চামড়ার বাজারঃ ২৫০ কোটির রাস্তা

ধারাভির কোলিওয়াড়া রোডে ৫০০ মিটারজুড়ে চামড়ার বাজার। 'শেফার্ড লেদার গুডসে'র কর্ণধার রাজু ভোইটে বলেন, ''এই বাজারের বার্ষিক ব্যবসা ২৫০ কোটি টাকা। ৫,০০০-রও বেশি ছোট কারখানা ব্যাগ, জ্যাকেট, ওয়ালেট বানায়। পণ্য যায় ইউরোপ-আমেরিকায়। কারিগররা ব্যাগপিছু ২০০-৩০০ টাকা লাভ করেন। কাঁচামাল আসে কানপুর ও চেন্নাই থেকে। মালিকদের দৈনিক লক্ষ্য ২০,০০০ টাকা বিক্রি। ছোটদের ৫,০০০। কিন্তু ভাড়া আকাশছোঁয়া। ৩০০ বর্গফুট দোকান ১.৫ লক্ষ। বড় জায়গা ৫ লক্ষ।'' কারিগর সুনীল সোনাওয়ানে বলেন, ''সরকার বদলেছে, কিন্তু সাহায্য আসেনি। যন্ত্র আর সহায়তা পেলে আমরা গুচ্চি-প্রাডার মতো কাজ করতে পারি।'' সবকিছু ঠিক থাকলেও ভয় আছে। পুনর্গঠনের পরে যদি বাজার সরিয়ে দেওয়া হয়, পায়ের চলাচল কমবে, ব্যবসাও কমবে।

কুম্ভারওয়াড়াঃ মাটির গন্ধে হাজার কোটি

ধারাভির কুম্ভারওয়াড়া এশিয়ার বৃহত্তম মৃশিল্প কেন্দ্র। গুজরাতের হাজারের বেশি পরিবার এখানে প্রদীপ, মাটির গ্লাস-থালা বানায়। গুড্ডু কালবাতে বলেন, ''বার্ষিক ব্যবসা প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা।'' বর্ষায় উৎপাদন কমে যায়। শুকোতে সময় লাগে। দীপাবলির সময় চাহিদা বাড়ে। কিন্তু ঝুঁকি বড়-টিনের চুল্লি থেকে ধোঁয়া। স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আর পরিকাঠামো পেলে চিকিৎসা খরচ কমত, বলেন কারিগররা। ধারাভি একসময় তামিল বসতি ছিল। আজও ভোর ২.৩০-এ ইডলি বানানো শুরু হয়। কর্নাটকের শানাপ্পা বলেন, ''এক ব্যাচে ১২০ ইডলি। তিন ব্যাচ বিক্রি হয়ে যায় ভোরের মধ্যেই। ছোট বিক্রেতারা সাইকেলে করে বান্দ্রা থেকে কান্দিভলি পর্যন্ত বিক্রি করেন। এই খাবারের ব্যবসার কোনও সরকারি হিসেব নেই। তবু শহর চলে এই সরবরাহে।'' আর আছে কাবাড়িওয়ালারা। ধারাভি প্রক্রিয়াজাত করে মুম্বইয়ের ৮০ শতাংশ কঠিন বর্জ্য-প্রায় ২০,০০০ টন প্রতিদিন। ২.৫ লক্ষ র‍্যাগপিকার ও স্ক্র্যাপ ডিলার প্লাস্টিক বাছাই করে, কেটে, শুকিয়ে শিল্পে ফেরত দেয়। ভকিল আলম বলেন, ''ছেলেরা খালি হাতে কাজ করে। সুচ ফুটে যায়, লোহা কেটে দেয়। তবু দিনে ১,০০০-৪,০০০ টাকা রোজগার হয়।'' পুরনো জিন্স ধুয়ে ব্যাগ বানায় ছোট ইউনিট। এক অদৃশ্য চক্র-কেউ দেখে না, কিন্তু শহরকে পরিষ্কার রাখে। এখন ধারাভি পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। আশঙ্কা-এটি কি পুনর্বাসন, না কি রিয়েল এস্টেট প্রকল্প? অনেকেই ভয় পাচ্ছেন, 'অযোগ্য' বলে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। কেউ কেউ বলেন, নতুন বিল্ডিং উঠবে, কিন্তু ধারাভির চরিত্র বদলানো কঠিন। ধারাভি শুধু দারিদ্র্য নয়। এটা একটা ইকোসিস্টেম। হাজার কোটির চাকা। সরু গলি, ভেজা দেওয়াল, তবু কাজ থামে না। তাই রাজু হনুমন্তের কথাই শেষ কথা, 'গাটার হ্যায়, পার সোনে কা হ্যায়।'

তারেকের আরও এক বড় চমক, ব্যবসায়ীকে করা হল বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের গভর্নর

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলাদেশে নতুন সরকার। তারেক রহমানের বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসেই বড় চমক দিলেন। নিয়োগ করা হল নতুন গভর্নর। তাও আবার একজন ব্যবসায়ীকে বানানো হল বাংলাদেশের ব্যাঙ্কের গভর্নর। এই নিয়ে চর্চা-বিতর্ক তুঙ্গে। প্রশ্ন উঠছে যে একজন ব্যবসায়ীকে কি গভর্নর নিয়োগ করা যায়? বুধবারই আহসান এইচ মনসুরের নিয়োগ বাতিল করে, মোস্তাকুর রহমানকে গভর্নর পদে নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের ১৪তম গভর্নর

তিনি। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের নতুন গভর্নর পেশায় পোশাক ও রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়ী। এর আগে বাংলাদেশে কখনও কোনও ব্যবসায়ীকে গভর্নর করা হয়নি। গতকাল ঘোষণার পরই আজ সকাল পৌনে ১১টা নাগাদ বাংলাদেশ ব্যাঙ্কে যান নতুন গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''এসেছি, কাজ শুরু করি, তারপর কথা বলা যাবে।'' ব্যবসায়ী মোস্তাকুর কস্ট ম্যানেজমেন্টে এফসিএমএ ডিগ্রি রয়েছে। তিনি চার বছরের জন্য গভর্নর থাকবেন। এই সময়ে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। বাংলাদেশে এমন কোনও নিয়ম বা আইন নেই, যেখানে কোনও ব্যবসায়ীকে গভর্নর করা যাবে না বলে উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক অর্ডার ১৯৭২ অনুযায়ী, সরকার গভর্নর নিয়োগ করবে এবং এর মেয়াদ চার বছর হবে। পরে সরকার চাইলে গভর্নরর মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

হিন্দু ধর্ম গ্রহণ কর মা, তারপর স্থান দেব। ছেলে

সংবাদ সংস্থা, ঝাড়খণ্ড, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ২০ বছর আগে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই সংসার, ছেলের থেকে দূরে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তিও লোপ পেয়েছে। হোমেই জীবন কাটছিল ৬২ বছরের বৃদ্ধার। প্রায় দুই দশক বাদে ছেলের সঙ্গে আবারও যোগাযোগ হয়েছে। বাড়ি ফেরার আনন্দে চোখে জল ছিল তাঁর। কিন্তু, মা-কে বাড়ি ফেরাল না ছেলে। বেঁধে দিলেন শর্ত। মা-কে আগে ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে। তারপরই ছেলের কাছে ফিরতে পারবে। কলকাতার হোমে আশ্রয় নেওয়া সুশীলা মুর্মুর ঘটনা সামনে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে সর্বত্র। এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা সুশীলা মুর্মু। বিয়ে করেছিলেন ঝাড়খন্ডের হিন্দু ছেলের সঙ্গেই। কিন্তু, সুশীলা দেবী বিয়ের আগেই খ্রিস্ট ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। বিয়ের পর জীবন ভালই কাটছিল। ছেলেও হয় তাঁদের। কিন্তু, স্বামীর মৃত্যুর পর সবটা ওলট-পালট হয়ে গেল। অভিযোগ, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁকে বাড়ি ছাড়া করেছিল গ্রামবাসী। কারণ সুশীলা দেবী একজন খ্রিস্টান। অন্য ধর্মের মহিলা তাঁদের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে না, গ্রামের মানুষরা এমনই নিদান দিয়েছিল বলে অভিযোগ। তারপরই হারিয়ে যান সুশীলাদেবী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি লোপ পায় সুশীলা দেবীর। কীভাবে তিনি কলকাতা পৌঁছন, মনে করতে পারেন না। ২০০১ সালে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির একজন সদস্য তাঁকে খুঁজে পান এবং একটি হোমে ভর্তি করেন। বছরের পর বছর ধরে সেই হোমই

তাঁর আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। যদিও প্রায়শই তাঁর প্রয়াত স্বামী এবং পরিবারের কথা স্মরণ করতেন তিনি। অবশেষে তাঁর গল্প একজন হোমের কর্মীর মাধ্যমে এক রেডিও অপারেটরের কাছে পৌঁছয়। তারপরই ওই মহিলার ছবি শেয়ার করেন রেডিও ক্লাবের এক সদস্য। অবশেষে সুশীলাদেবীর খবর পৌঁছে যায় ঝাড়খণ্ডের দাহুপাগড় গ্রামে, যেখানে তাঁর পরিবার, তাঁর ছেলে থাকে। ২০-২৫ বছর মা-কে খুঁজে পান তাঁর ছেলে। মা ও ছেলের কথা হয় প্রথমবার ভিডিও কলে। কিন্তু, মা-ছেলের মহামিলনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল ধর্ম। ছেলে মা-কে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যদি পরিবারে তিনি ফিরে যেতে চান, তাহলে তাঁকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু, ছেলের এই দাবি মানতে পারেনি মা। সুশীলাদেবী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এটাই আমার শেষ উত্তর। আপাতত, সুশীলা মুর্মু কলকাতার ওই হোমেই রয়েছেন, যেখানে তিনি দীর্ঘ ২০ বছরের বেশি সময় ধরে থাকছেন। কিন্তু, পরিবারে ফেরার আশা তিনি হারিয়েছেন। স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহাবীর পণ্ডিত জানিয়েছেন, ছেলের সঙ্গে কথা বলতে এবং পরিস্থিতি কী, তা ভালভাবে বুঝতে গ্রামে যাবেন তিনি। মা-কে ছেলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

CHANGE OF NAME

I, SAIYED AKTAR SHAIKH S/O KALIM SHAIKH R/O VILL+ P.O HRIDAYPUR P..S CHAPRA DIST NADIA PIN 741123 AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 16-2-2026 MY MOTHER HADISA SEKH AND HADICHA BIBI BOTH ARE SAME PERSON MY MOTHER ACTUAL NAME IS HADISA SEKH.

CHANGE OF NAME

I, Mahitosh Mundari (old name) Son of Sakhi Charan Mundari, residing at Chowgachha, Chakdaha, Nadia Pin-741222, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mohitosh Mundari (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 25/02/2026. Mahitosh Mundari (old name) and Mohitosh Mundari (new name) both are same and one identical person.

MARRIAGE DECLARATION

I, on behalf of my client Mr. DILIP SARKAR (Aadhaar 571084220943, Passport- T7087540), S/o Lt Harendra Nath Sarkar & Lt Sankari Sarkar, R/o. 11, Bireshwar Dhole Lane, P.O.- Alambazar, P.S. Baranagar, Kolkata 700035, Dist- 24 Pgs (N), West Bengal, India, notify that my client married with one Bangladeshi national SUPTI HALDER (Passport-A00943952, NID-2377710971), D/o. Lt Kartic Chandra Halder and Pikul Bala Halder, in Dhaka, Bangladesh on 12.02.2025, having Reg. No. C-129 dt 14.02.2025 recorded in the Vol No. 31 Page 29. Since then, they live as husband and wife. Contacts: Brother +919051712687, Mother-in-law +8801717095967 . Feb 2026

CHANGE OF NAME

I, Rashidun Bano (old name) wife of Md Rayees, residing at 45, Nanda Ghosh Road, Pilkhana, Howrah - 711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Raashidun Bano (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, City Civil Court, vide affidavit no. 8 dated 25/02/2026. Rashidun Bano (old name) and Raashidun Bano (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nasiruddin Mondal (old name) S/o Late Mujibar Rahaman Mandal residing at Vill-Ambikapur Mamudpur, PO-Ambikapur, PS-Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-743251, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nasiruddin Mandal (New Name) as declared before the Notary Public at Bongaon, North 24 Parganas dated 24/02/26. Nasiruddin Mandal (New Name) and Nasiruddin Mondal(Old name) all are same and identical person.

MARRIAGE DECLARATION

Name-SAMARESH MONDAL Father name-ARUN MONDALResident of Vill- Bhabanipur, PO- Dhatrigram, PS-Kalna, Dist- Purba Bardhaman Pin-713405, W.B., Passport No-AD463443, Aadhaar No-520560356972. That on 08/08/2025, my marriage has been Solemnized with PUJA MONDAL, D/O SUKCHAND MONDAL passport no.-A16276403, NID-6022295577 at Rajbari, Bangladesh. having Marriage Since then we have been husband and wife.Father Contact No +918617382131. Father in law Contact No + 8801870987446. 26 Feb 2026

CHANGE OF NAME

I, RAMJAN SK S/o AINUL SK residing at Vill-Kharibona, P.O. & PS-Raghunathganj, Pin-742225, Dist.-Murshidabad, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name AINUL SK instead of JIARUL SK, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Jangipur, Murshidabad dated on 25/02/2026. AINUL SK and JIARUL SK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RAHELA BIBI W/o FARMUJ SK residing at Vill-Raichak, P.O.-Dayarampur, PS-Raghunathganj, Pin-742213, Dist.-Murshidabad, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name RAHELA BIBI instead of JAMELA BIBI, my husband's actual name FARMUJ SK instead of FARMUJ ALI and my daughter's actual name KHALEDA JIYA instead of KHALEDA JIA, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Jangipur, Murshidabad dated on 09/02/2026. RAHELA BIBI and JAMELA BIBI both are same and one identical person. FARMUJ SK and FARMUJ ALI both are same and one identical person. KHALEDA JIYA and KHALEDA JIA both are same and one identical person.

বিকিনি পরা দুই মহিলার মাঝে স্টিফেন হকিং! এপস্টিন ফাইলের ছবি বিতর্কে সাফাই দিল পরিবার

সংবাদ সংস্থা, কর্নওয়েল, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ এপস্টিন-সংক্রান্ত নথিতে একের পর এক বিশ্বের তাব। তাব। নাম উঠে আসায় বিতর্কের আগুন পুরোপুরি নিভছে না। এবার বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-কে ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে, যার কেন্দ্রবিন্দু একটি ভাইরাল ছবি। যেখানে দেখা যাচ্ছে, পুলসাইডে বিকিনি পরিহিত দুই নারীর মাঝে হাসিমুখে সময় কাটাচ্ছেন, হাতে পানীয়ের গ্লাস। তবে এই ছবি নিয়ে জল্পনা ছড়াতেই হকিংয়ের পরিবার জানিয়ে দিয়েছে, ওই দুই মহিলা অচেনা কেউ নন, বরং তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচর্যাকারী। ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা যায়, একটি নীল লাউঞ্জ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন হকিং। হাতে ফল দিয়ে সাজানো লাল রঙের পানীয়, মুখে হাসি। চারপাশের পরিবেশ দেখে এটা খানিক স্পষ্ট যে, কোনও রিসর্ট বা সুইমিং পুলের ধারে সময় কাটাচ্ছেন তিনি। এই ছবিটি ঠিক কোন পরিস্থিতিতে তোলা হয়েছিল, তা নিয়ে আদালতের নথিতে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে পরিবারের দাবি, ছবিটি ২০০৬ সালে ক্যারিবিয়ান দ্বীপ সেন্ট থমাসের রিতজ কার্লটন হোটেলে তোলা হয়েছিল। সেখানে কোয়ান্টাম কসমোলজি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন হকিং। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে হকিংয়ের প্রতিনিধিরা জানান, ছবিতে থাকা দুই মহিলা ব্রিটেনের, এবং তাঁরা ছিলেন হকিংয়ের দীর্ঘদিনের পরিচর্যাকারী। তাঁদের কথায়, হকিংয়ের বিরুদ্ধে কোনও অনুচিত আচরণের ইঙ্গিত করা সম্পূর্ণ

ভুল এবং অত্যন্ত ভিত্তিহীন। প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালের মার্চ মাসে সেন্ট থমাস দ্বীপে যে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হয়েছিল, সেটির আয়োজক ছিলেন কুখ্যাত অর্থলগ্নিকারী ও যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিন। ওই সম্মেলনে বিশ্বের ২১ জন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হকিংও। উল্লেখযোগ্য বিষয়, ওই সম্মেলনের প্রায় পাঁচ মাস পর প্রথমবার যৌনপেশা সংক্রান্ত অভিযোগে অভিযুক্ত হন এপস্টিন। মার্কিন বিচার বিভাগ তিন মিলিয়নেরও বেশি পৃষ্ঠার নথি প্রকাশ করে। এই বিপুল ডেটার মধ্যে রয়েছে ২,০০০-র বেশি ভিডিও ও প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার ছবি। পরবর্তীতে এপস্টিন-সংক্রান্ত মার্কিন তদন্তে প্রকাশিত নথির ভাণ্ডারে, যেখানে আদালতের কাগজপত্র, যোগাযোগের রেকর্ড ও বিভিন্ন তথ্য রয়েছে, সেখানে হকিংয়ের নাম একাধিকবার উঠে আসে। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে এপস্টিন তাঁর সহযোগী গিসলেইন ম্যাক্সওয়েলকে একটি ইমেল পাঠান। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, হকিং নাকি 'আন্ডারএজ অরজি' বা নাবালিকাদের যৌন চক্রেও অংশ নিয়েছিলেন - এমন একটি দাবি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে এপস্টিন নিজেই ওই অভিযোগকে মিথ্যা বলে উল্লেখ করেন এবং তা কখনও ঘটেনি, এমন প্রমাণ জোগাড় করার চেষ্টা করছেন বলেও লেখেন। ২০১৫ সালের আরেকটি ছবিতে দেখা যায়, হুইলচেয়ারে বসে একটি বারবিকিউ অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন হকিং। আরও একবার তাঁকে এপস্টিনের দ্বীপের আশপাশের সমুদ্রতল ঘুরে দেখানোর জন্য সাবমেরিন ভ্রমণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল বলে জানা যায়, যেখানে এপস্টিন তাঁর অবৈধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিরল স্নায়ুরোগ এএলএস-এর সঙ্গে লড়াই করার পর ২০১৮ সালে ৭৬ বছর বয়সে প্রয়াত হন স্টিফেন হকিং। এদিকে ২০১৯ সালে জেলে থাকাকালীন 'আত্মঘাতী' হন এপস্টিন। প্রিন্স অ্যান্ড্রু, ইলন মাস্ক-সহ রাজনীতি, ব্যবসা ও সাংস্কৃতিক জগতের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে এপস্টিনের যোগাযোগের তথ্য রয়েছে। তবে বিজ্ঞানীর ভাইরাল ছবি ঘিরে জল্পনা যতই বাড়ুক, হকিংয়ের পরিবার স্পষ্ট জানিয়েছে, ছবির প্রসঙ্গকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

CHANGE OF NAME

I, Khairul Islam (Old name) S/o-Abdul Alim, Resident at, Vill-Dangapara, Po & Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad, 742301, I have changed my name Khairul Islam to Khirul Islam (New name) I shall be known as Khirul Islam vide affidavit before the Notary at Berhampore on 25/02/2026 Khirul Islam & Khairul Islam same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Anuar (Old name) S/o-Usman Ali Late, Resident at, Vill-Haripara, Po-Bhado, Ps-Ratua, Dist-Malda, 732139, I have changed my name Md Anuar to Md Anowar (New name) I shall be known as Khirul Islam vide affidavit before the Notary at Berhampore on 25/02/2026 Md Anowar & Md Anuar same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, PIYALI ROY CHOWDHURY, W/o Palash Roy Chowdhury residing at Vill & P.O Prafullanagar (743268), P.S. Habra, Dist North 24 Pgs. shall henceforth be known as PIYALI ROY CHOWDHURY(GHOSH) as declared before the Notary Public Court at Barasat vide affidavit No.593 dt. 25/2/2026. Now PIYALI ROY CHOWDHURY(GHOSH) and PIYALI ROY CHOWDHURY both are one and same identical person.

CHANGE OF NAME

I, KAMALA (old name) W/o Chothmal residing at PAAVAN CENTRAL, FLAT-6A, 62 ROSE MARY LANE, PS GOLABARI, HOWRAH-711101 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KAMLA DEVI (New Name) as declared before the Notary Public at Howrah dated 26/02/26. KAMALA and KAMLA DEVI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Noor Hossen Sk (Old Name) S/O–Pacha Sekh resident of Vill-Bagachra , Po-Benipur , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Noor Hossen Sk to Nurhossain Sk and henceforth I shall be known as Nurhossain Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 26/02/2026. My name Nurhossain Sk & Noor Hossen Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pooja Kshatriya (Old Name) D/O–Deshiram Kshatriya resident of Vill & Po –Kadkhali , Ps-Saktipur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742163 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Pooja Kshatriya to Pooja Khatun and henceforth I shall be known as Pooja Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/02/2026.My name Pooja Khatun & Pooja Kshatriya both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tejamul Haque (Old Name) S/O–Anarul Sk residing at Vill & PO-Sundipur , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Tejamul Haque to Tezamul Hoque and henceforth I shall be known as Tezamul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 26/02/2026. My name Tezamul Hoque & Tejamul Haque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hazarat Mandil (Old Name) S/O–Ruhul Aamin resident of Vill-Sahapur , Po- Margram , Ps- Khargram, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Hazarat Mandil to Hajarat Mandal and henceforth I shall be known as Hajarat Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/12/2025. My name Hajarat Mandal & Hazarat Mandil both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Robiul Mandil (Old Name) S/O– Hazarat Mondal resident of Vill-Sahapur , Po- Margram, Ps- Khargram, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Robiul Mandil to Robiul Mondal and henceforth I shall be known as Robiul Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/12/2025. My name Robiul Mondal & Robiul Mandil both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD NOOR ISLAM BISWAS (OLD NAME) S/O GOLAM GAUS BISWAS residing at VILL-JOYRAMPUR PO -DOMKAL P.S - DOMKAL DIST - MURSHIDABAD PIN -742303, west bengal do hereby declare that I, have changed my name from MD NOOR ISLAM BISWAS (old name)to NOOR ISLAM BISWAS (new name) and henceforth 1 shall be known as (new name) NOOR ISLAM BISWAS in all purpose, vide an affidavit before the 1 class Judicial Magistrate at Berhampore court on 19/02/2026.(new name) NOOR ISLAM BISWAS and MD NOOR ISLAM BISWAS (old name) both name are same and one identical person. My fathers name Golam Gaus biswas and Goulam Gous biswas and Golam Gaus and Goulam Gous biswas is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, AMBIA BIBI (OLD NAME) W/O - SUROJ MONDAL. residing at VILL- KAMURDIAR BORADOBAPARA PO - MOMINPUR P.S - DOMKAL DIST - MURSHIDABAD PIN -742303, west bengal do hereby declare that I have changed my name from Ambia bibi (old name)to Ambia Khatun (new name) and henceforth I shall be known as (new name) AMBIA KHATUN in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court on 26/02/2026(new name) AMBIA KHATUN and AMBIA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shaokat Shaikh (Old Name) S/O-Jharu Sk resident of Majhidaha, Bangaljhi, Chapra, Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Shaokat Shaikh to Sarkat Sk and henceforth I shall be known as Sarkat Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 26/02/2026. My name Sarkat Sk & Shaokat Shaikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rehena, Rehena Sahaji, Rehena Shahajee (Old Name) W/o Bisharat Sahajee Residing at Vill+P.o - Petrapole, District - North 24 Parganas, Pin - 743405, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Rehana Sahajee (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 86/2026 Dated 26-02-2026. Rehena, Rehena Sahaji, Rehena Shahajee (Old Name) and Rehana Sahajee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bisharat Sahaji, Bisharat Shahajee (Old Name) S/o Sulatan Shahaji Residing at Vill+P.o - Petrapole, District - North 24 Parganas, Pin - 743405, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Bisharat Sahajee (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 87/2026 Dated 26-02-2026. Bisharat Sahaji, Bisharat Shahajee (Old Name) and Bisharat Sahajee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shaikh Asraf Hossain (Old Name) S/o Late Sk Mozammel Hosain Residing at Sinet, Vtc - Beta, P.o - Sinhet, District - Hooghly, Pin - 712305, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sk.Asraf Hossain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 84/2026 Dated 26-02-2026. Shaikh Asraf Hossain (Old Name) and Sk. Asraf Hossain (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Husnera Begum, Husnera Begam (Old Name) W/o Shaikh Muktar Ali Residing at Sunrise Tower, Tower-I, 2nd Floor, Flat-2F 134B Beliaghata Road, Tangra, District - Kolkata, Pin - 700015, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Husneara Begam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 83/2026 Dated 26-02-2026. Husnera Begum, Husnera Begam (Old Name) and Husneara Begam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shyamal Kumar Santra (Old Name) S/o Late Jibon Krishna Santra Residing at 4-FR, Puja Twin Apartment, Nangi Station Road, Mallick Bazar, Batanagar, Maheshtala, Vtc - Maheshtala (M), P.o - Batanagar, District - South 24 Parganas, Pin - 700140, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shyamal Santra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 81/2026 Dated 26-02-2026. Shyamal Kumar Santra (Old Name) and Shyamal Santra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Muktar Ali (Old Name) S/o Shaikh Mohammed Sultan Residing at Sunrise Tower BL-1, Flat-2F, 134B Beliaghata Rd, P.s - Narkeldanga, District - Kolkata, Pin - 700015 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shaikh Muktar Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 82/2026 Dated 26-02-2026. Sk Muktar Ali (Old Name) and Shaikh Muktar Ali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sanyantika Kar (Old Name) D/o Sanat Kumar Kar Residing at Bijoygar Main Road, Nona Chandan Pukur, Nonachandanpukur, District - North 24 Parganas, Pin- 700122, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sayantika Kar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 85/2026 Dated 26-02-2026. Sanyantika Kar (Old Name) and Sayantika Kar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Darakshanda Nizami Khan D/o Late Suraiya Parveen Residing at 86, Pilkhana 2nd Lane, P.o - Howrah, P.s - Golabari, District - Howrah, Pin- 711101, West Bengal India, that my deceased mother who previously known as Suriya Parween (Old Name) shall henceforth be known as Suraiya Parveen (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 26-02-2026. I declare that my deceased mother Suriya Parween (Old Name) and Suraiya Parveen (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asif Parwez (Old Name) S/o Mohammad Asgar Ali Residing at 4, Pilkhana 1st Bye Lane, P.o - Howrah, P.s - Golabari, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Asif Parvez (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 26-02-2026. Asif Parwez (Old Name) and Asif Parvez (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kuheli Dey (Old Name) D/o Late Poritosh Dey W/o Sujoy Kumar Sarkar Residing at 288/1, Laxmi Narayan Road, North Dum Dum, P.o - Rabindra Nagar, P.s - Gorabazar, District - North 24 Parganas, Pin - 700065, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Kuheli Sarkar (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barrackpore vide affidavit no 143 Dated 18-12-2023. Kuheli Dey (Old Name) and Kuheli Sarkar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dilip Shah (Old Name) S/o Chhotalal Shah Residing at 27/1A, Harish Mukherjee Road, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Dilip Chhotalal Shah (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 15 Dated 24-02-2026. Dilip Shah (Old Name) and Dilip Chhotalal Shah (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hetal Shah (Old Name) W/o Dilip Chhotalal Shah Residing at 27/1A, Harish Mukherjee Road, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Hetal Dilip Shah (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 14 Dated 24-02-2026. Hetal Shah (Old Name) and Hetal Dilip Shah (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dipu Roy Chowdhury, Dipu Chakraborty Roy Chowdhury (Old Name) W/o Asis Roy Chowdhury Residing at 507/31, Jessore Road, Debendra Nagar Dum Dum District - North 24 Parganas, Pin - 700074, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Dipu Rani Roy Chowdhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit 20 Dated 24-02-2026. Dipu Roy Chowdhury, Dipu Chakraborty Roy Chowdhury (Old Name) and Dipu Rani Roy Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Suabrata Panday (Old Name) S/o Samir Panday Residing at Vill+P.o - Naldugari, District - North 24 Parganas, Pin - 743297, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Subrata Panday (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-02-2026. Suabrata Panday (Old Name) and Subrata Panday (New Name) both are same and one identical person.

সরকারি বিদ্যুতের আলোয় ডাউকিমারির অন্ধকার বিদায়, বিদ্যুৎ নিগমের উদ্যোগে নতুন আশার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এক সময় সন্ধ্যা নামলেই যে গ্রাম অন্ধকারের চাদরে ঢেকে যেত, আজ সেখানে জ্বলছে একের পর এক বৈদ্যুতিক আলো। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড়আলতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডাউকিমারি এবং সংলগ্ন অঞ্চল এখন এক নতুন সময়ের সাক্ষী। দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ সমস্যার অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির উদ্যোগে বদলে যাচ্ছে এলাকার চেহারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, এ যেন অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার বাস্তব গল্প। ডাউকিমারি দীর্ঘদিন ধরেই আশপাশের গ্রামের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাট এলাকা হিসেবে পরিচিত। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে দূরদূরান্ত থেকে ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা এখানে ভিড় জমাতেন। কিন্তু বিদ্যুতের চরম সঙ্কটের কারণে সন্ধ্যা নামার আগেই হাট কার্যত ফাঁকা হয়ে যেত। পর্যাপ্ত আলো না থাকায় বিক্রেতারা বিকেলের মধ্যেই দোকান গুটিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিতেন। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় ধাক্কা লাগত। শুধু তাই নয়, অন্ধকার নেমে এলে এলাকায় নিরাপত্তা নিয়েও তৈরি হত উদ্বেগ। বিশেষ করে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছিল বেশি। দোকানে মূল্যবান গয়না ও সামগ্রী মজুত থাকায় অন্ধকারের সুযোগে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আশঙ্কা লেগেই থাকত। তাই বাধ্য হয়েই দিনের আলো থাকতে থাকতেই ঝাঁপ নামাতে হত। এতে ক্রেতাদের অসুবিধা যেমন হত, তেমনই ক্ষতির মুখে পড়তেন ব্যবসায়ীরাও। বাসিন্দাদের মতে, বিদ্যুতের অস্থিরতার কারণে ডাউকিমারির অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনেকটাই থমকে গিয়েছিল। বিদ্যুৎ সঙ্কটের প্রভাব পড়েছিল পড়ুয়াদের জীবনেও। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতির সময় বারবার লোডশেডিং এবং লো-ভোল্টেজের সমস্যায় পড়তে হত ছাত্রছাত্রীদের। অনেকেই জরুরি আলো কিংবা মোমবাতির ভরসায় পড়াশোনা চালাতো। গরমকালে পাখা না চলায় দুর্ভোগ আরও বাড়ত। পরিস্থিতি এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে একাধিকবার স্থানীয় মানুষ বিদ্যুৎ সমস্যার প্রতিবাদে আন্দোলনেও শামিল হয়েছিলেন। অবশেষে পরিস্থিতি বদলাতে উদ্যোগী হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ও অভিযোগ খতিয়ে দেখে দপ্তরের পক্ষ থেকে ডাউকিমারি ও সংলগ্ন অঞ্চলে একাধিক নতুন ট্রান্সফর্মার বসানো হয়। লোডের পরিমাণ বিবেচনা করে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা হয়। তার জাল সংস্কার ও লাইনের আধুনিকীকরণও করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এর ফলেই ভোল্টেজের সমস্যা অনেকটাই মিটেছে এবং লোডশেডিংয়ের প্রকোপ কমেছে। এখন সন্ধ্যা নামলেও আর তাড়াহুড়ো করে দোকান গুটোতে হয় না ব্যবসায়ীদের। আলো ঝলমলে পরিবেশে রাত পর্যন্ত হাটে কেনাবেচা চলছে। স্থানীয় এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী জানান, আগে অন্ধকারের কারণে নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকত। বর্তমানে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ায় অনেক বেশি নিশ্চিন্তে ব্যবসা করা যাচ্ছে। তাঁর কথায়, আলো ফিরতেই ক্রেতাদের ভরসাও বেড়েছে। একই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, শুধু বড় ব্যবসায়ী নন, ছোট দোকানদাররাও এখন নিয়মিত বিদ্যুৎ পাচ্ছেন। ফ্রিজ, আলো, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্বিঘ্নে চালানো যাচ্ছে। ফলে বিক্রি বেড়েছে এবং আয়ও আগের তুলনায় স্থিতিশীল হয়েছে। সন্ধ্যার পরও বাজারে মানুষের আনাগোনা থাকায় সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি এসেছে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির জলপাইগুড়ি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক অরুণ রায় জানিয়েছেন, প্রতিটি এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী ট্রান্সফর্মারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ডাউকিমারির পাশাপাশি আশপাশের ছোট বাজারগুলিতেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, গ্রামীণ এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নত করা দপ্তরের অগ্রাধিকার। ভবিষ্যতেও যেখানে প্রয়োজন হবে, সেখানে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলবে। স্থানীয়দের মতে, বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ায় শুধু ব্যবসা নয়, সামাজিক জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সন্ধ্যার পরেও এখন গ্রামে মানুষের যাতায়াত বেড়েছে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা যাচ্ছে নির্বিঘ্নে। ছাত্রছাত্রীরা নিরবচ্ছিন্ন আলোয় পড়াশোনা করতে পারছে। নিরাপত্তা নিয়েও আগের তুলনায় অনেকটাই স্বস্তি ফিরেছে। ডাউকিমারির এই পরিবর্তন দেখিয়ে দিচ্ছে, সঠিক পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক সদিচ্ছা থাকলে গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন সম্ভব। দীর্ঘদিনের অন্ধকার কাটিয়ে আজ আলোর মুখ দেখছে এই জনপদ। বিদ্যুৎ দপ্তরের এই উদ্যোগ স্থানীয় অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলেই মত বাসিন্দাদের। এক সময় যে গ্রাম সন্ধ্যার আগেই নিস্তব্ধ হয়ে যেত, আজ সেখানে আলো জ্বলে নতুন সম্ভাবনার, নতুন দিনের।

বর্ধমান হেড পোস্ট অফিস উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ইমেল ঘিরে আতঙ্ক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের একাধিক সরকারি দফতরে হুমকি ইমেলের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার নিশানায় বর্ধমান হেড পোস্ট অফিস। বৃহস্পতিবার সকালে ডাকঘর কর্তৃপক্ষের ইমেলে একটি বার্তা আসে, যেখানে দাবি করা হয় ভবনের ভিতরে বিস্ফোরক রাখা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা ফাটানো হবে। বার্তা পাওয়ার পরই প্রশাসনকে জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ডাকঘরের ভেতরে থাকা কর্মী ও পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষকে বাইরে বের করে আনা হয়।

মুহূর্তের মধ্যে এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। পৌঁছে যায় বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডের দল। বিশেষ যন্ত্র এবং প্রশিক্ষিত স্নিফার কুকুরের সাহায্যে ভবনের প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। সন্দেহজনক পার্সেল বা বস্তু আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে আশপাশের মানুষকেও দূরে সরিয়ে রাখা হয়। প্রসঙ্গত, এর আগেও রাজ্যের বিভিন্ন জেলা আদালত- আসানসোল, দুর্গাপুর, মেদিনীপুর-সহ কলকাতার পাসপোর্ট অফিসে এই ধরনের হুমকি বার্তা পাঠানো হয়েছিল। তদন্তকারী সংস্থার প্রাথমিক ধারণা, আতঙ্ক তৈরি করাই মূল উদ্দেশ্য। যদিও বিষয়টিকে হালকাভাবে না নিয়ে সাইবার সেল পুরো ঘটনার উৎস খুঁজে দেখছে। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পরেও কোনো বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক সামগ্রী মেলেনি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে কে বা কারা এই ইমেল পাঠিয়েছে এবং এর নেপথ্যে উদ্দেশ্য কী, তা জানতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ঘটনার জেরে ডাকঘর চত্বরে কিছু সময়ের জন্য অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয়দের একাংশের মতে, বারবার এ ধরনের ভুয়ো হুমকি সাধারণ মানুষের মধ্যে অযথা ভীতি ছড়াচ্ছে এবং নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে।

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: “Electrical works for upgradation of the establishment of State Entomological Laboratory at Room No. 114A of Purta Bhavan, Kolkata- 700091-----EI Work”. **Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-171/2025- 26 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_1015730_1**. Document Download Closing Date: **13.03.2026 up to 11:00 Hrs**. Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

NOTICE INVITING TENDER

NIT NO - 125/Maji/15thCFC/ UNTied/2026, Date- 26/02/2026 119/Maji/15thCFC/ Tied/2026, Date- 25/02/2026

E-tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman The last date of the tender dropping 125/Maji/15thCFC/UNTied/2026, 07/03/2026 up to 11:00 AM 119/ Maji/15thCFC/ Tied/2026, 05/03/ 2026 up to 11:00 AM, For more details, Please visit the Panchayat office or go to **www.wbtenders.gov.in**

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division take decision for corrigendum e - Tender for the work having Tender Id(s): **2026_PWD_996489_2 NIET No.: WBPWD/EE/HCD/ NITe-40 of 2025-2026** Bid submission closing date (online): **28.02.2026 up to 2:00 PM** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

OFFICE OF THE PRADHAN
BARameshya- Ramnagar GRAM PANCHAYAT
Vill- Budhpur, P.O.- Menidih ,P.S.- Puncha, Dist.- Purulia, Pin.-723151 (W.B.)

Online e-tender is hereby invited by the Pradhan, Barameshya Ramnagar Gram Panchayat from the reliable bonafide resourceful contractors for various types of works for **e- NIT NO- BRGP/15(e)/ 2025 - 26 date – 26.02.2026** . Particulars: Date of publishing:- 05.03.2026 at 10.00 am, Period and time for downloading/ Collecting bidding documents 05.03.2026 from 10.00 am to 11.03.2026 upto 18.00 pm, Last date of original draft & original documents submission :- 11.03.2026 upto 18.00 pm, Date & Time of technical bid opening:- 12.03.2026 at 12.30 pm, Date & Time of financial bid opening (subjected to completion of technical evaluation):- To be informed later. For details visit: **http://www.wbtenders.gov.in .**

Sd/-
Pradhan,
Barameshya Ramnagar Gram Panchayat

Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 25-PS/CH-1/2025-26 Dated: 11.02.2026, E-Tender ID: 2026_ZPHD_1004406_1 NIT No: 28-PS/Ch-I/2025-26 Date: 20.02.2026 E-Tender ID: 2026_ZPHD_1012290_1 to 2026_ZPHD_1012290_2**. For details Pl. contact Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. **Visit: https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 90/CGP/2026, E.N.I.T. No-13
Dated: 26/02/2026

The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender for the work of Const. of CC Cover Drain with Sock Pit. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **06/03/ 2026 up to 16.00 IST**. Date of opening or Technical Bid: **09/03/ 2026 up to 16.00 IST.** For details visit website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat

দোলের আগে ডুয়ার্সে চোরাশিকার রুখতে ড্রোন ও কুনকি হাতি মোতায়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দোল উৎসব বা হোলির আগে বন্যপ্রাণী শিকারের আশঙ্কায় ডুয়ার্সের সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বন দফতরের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে। প্রতি বছরই এই সময়ে ডুয়ার্সের কিছু এলাকায় চোরাশিকারের অভিযোগ ওঠে, যা মোকাবিলায় এবার বিশেষ ‘অ্যান্টি পোচিং’ টিম গঠন করা হয়েছে। বনের গহীনে নজর রাখতে কুনকি হাতির পাশাপাশি ড্রোন ক্যামেরার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। অতীতে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে গণশিকারের মতো ঘটনা ঘটায় বন দফতর এবার কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। তিন বছর আগে গরুমারার নাথুয়া রেঞ্জে শিকারিদের তাড়া খেয়ে দুটি সাম্বর হরিণের মৃত্যুর ঘটনা ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। এছাড়া এবছর জলদাপাড়া থেকেও হাতির দাঁত-সহ দুই পাচারকারী গ্রেফতার হওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, গরুমারা এবং জলপাইগুড়ি বনবিভাগের সংবেদনশীল এলাকাগুলো চিহ্নিত করে বিশেষ টহলদারি শুরু হয়েছে। নজরদারির কাজে গরুমারায় ১৫টি এবং জলদাপাড়ায় ৪৫ টি কুনকি হাতি মোতায়েন করা হয়েছে। বনের প্রবেশ পথ, নাথুয়া রেঞ্জের ঘাসজমি এবং পার্শ্ববর্তী চা বাগানগুলোতে বনকর্মীরা নিরন্তর টহল দিচ্ছেন। নজর মিনার বা ওয়াচ টাওয়ার থেকেও রাখা হচ্ছে কড়া নজর। উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণী বিভাগের মুখ্য বন সংরক্ষক ভাস্কর জেভি জানিয়েছেন, এ বছর নজরদারিতে বিশেষ দল মোতায়েন করার পাশাপাশি যুগ্ম বন ব্যবস্থাপনা কমিটি’র সদস্যদেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানিয়েছেন, দোল উৎসবের আগে এবং পরবর্তী ১০ দিন পর্যন্ত এই বিশেষ সতর্কতা জারি থাকবে যাতে কোনওভাবেই বন্যপ্রাণীর ক্ষতি না হয়।

সিকিমে ৪.৬ মাত্রার ভূমিকম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, গ্যাংটক, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সকালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সিকিম। বৃহস্পতিবার সকাল ১টা ৩৪ মিনিট নাগাদ অনুভূত হয় কম্পন। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৬। জাতীয় ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি)-এর তথ্য অনুসারে,বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ৩৪ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পটি ঘটে। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে এর উৎপত্তিস্থল ছিল। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল পশ্চিমসিকিমের গেজিং এলাকায়। এই ভূমিকম্পের প্রভাব সিকিমের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা এবং প্রতিবেশী দেশ নেপাল-এর পূর্বাঞ্চলেও অনুভূত হয়। ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সিকিমে হালকা থেকে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কল্যাণীতে মেডিক্যাল পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার কল্যাণীতে জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল কলেজ ও হাসপাতাল-এ এক মেডিক্যাল পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার হস্টেলের একটি ঘর থেকে পচাগন্ধ পেয়ে সন্দেহ হয় সহপাঠী ও কর্তৃপক্ষের। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই উদ্ধার হয় পচাগলা দেহ। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। খুন না আত্মহত্যা, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত পড়ুয়ার নাম পুলক হালদার। তিনি ডায়মন্ড হারবারের বাসিন্দা এবং মেডিক্যালের পঞ্চম বর্ষের, অর্থাৎ চূড়ান্ত সেমেস্টারের ছাত্র ছিলেন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ তাঁর হস্টেলের ঘর থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে। পাশের ঘরের পড়ুয়ারা বিষয়টি টের পেতেই কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানান। পরে দরজা ভেঙে দেখা যায়, নিজের ঘরের ভিতরেই পড়ে রয়েছেন পুলক। তাঁর দেহে পচন ধরেছিল বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ থানায় যোগাযোগ করে। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work "Construction of of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Temporary Electrical works including DG Set For RADHIKAPUR HIGH SCHOOL, KALIYAGANJ UTTAR DINAJPUR under Kaliyaganj P.S, Uttar Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ- 55 Of 2025-26, Bid submission closing date: **28.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work "Construction of of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Temporary Electrical works including DG Set For DUDHUNDA ALOKE TEERTHA VIDYAPITH (HS), PO-HEMTABAD, DIST-UTTAR DINAJPUR PIN-733130 under Hemtabad P.S, Uttar Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ- 58 Of 2025-26, Bid submission closing date: **28.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: “SITC of 01(one) no. new passenger Lift in existing lift well and allied E.I work for (G+4 storied) at Academic Building in the Technology Campus, Salt Lake under Calcutta University-- ---SITC of Passenger Lift”. **Tender No: WBPWD/EE/ BED/e-NIQ- 170/2025-26 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_1015499_1**. Document Download Closing Date: **23.03.2026 up to 15:00 Hrs**. Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work "Construction of of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as as electrification of Accommodation centre for Advance well CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Temporary Electrical works including DG Set For Rabindra Najrul Teacher's Training College (B.Ed & D.LEd). Backside of police office. PS-RAIGANJ UTTAR DINAJPUR under Raiganj P.S, Uttar Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ- 52 Of 2025-26, Bid submission closing date: **28.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

কাটিহার ডিভিশনে বিদ্যুতের সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/০৭_২০২৬/কে/১৭০৩; তারিখ: ২০-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. ঃ ০৭_২০২৬; কাজের নাম ঃ** (ক) “নিউ জলপাইগুড়িতে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের সাধারণ কাজ:- ৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতে অফিসার (জিও-এর) রেস্ট হাউসের মেরামত ও সংস্কার”। (খ) “নিউ জলপাইগুড়িতে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের সাধারণ কাজ - ৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়ির বিনোদন হলের সংস্কার”। (গ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের সাধারণ কাজ “৪বিএন/আরপিএসএফ/ নিউ জলপাইগুড়িতে আরপিএসএফ জিও-এর মেসে ০১টি স্যুট এবং ২টি কক্ষ নির্মাণ, টয়লেট এবং বাথরুম (সম্পূর্ণ সজ্জিত), আরও প্ল্যান্টের জন্য একটি কক্ষ নির্মাণ, ১৫০০ মিটার (গভীরতা ১ মিটার) ড্রেন নির্মাণ।” (ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের সাধারণ কাজ “নিউ জলপাইগুড়ি: - টয়লেট ও বাথরুম সহ বিকিউএম অফিস এবং ০৫টি স্টোর রুম সংস্কার”। (ঙ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের সাধারণ কাজ “নিউ জলপাইগুড়ি:-৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতে সংযুক্ত টয়লেট সহ ডিউটি রুম ও ডায়েরি রুম এবং উভয় রুম নির্মাণ”। **টেন্ডার মূল্য:** ৭২,৪৮,৫৩১/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৪৫,০০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৬-০৩-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **টেন্ডার খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE INVITING e-TENDER

e-NIT-21 of 2025-26/P0/BCW/JAL for Procurement of school furniture (250 nos high and low model benchs) for Mal Adarsha Vidya Bhawan (H.S.) under Mal Block, Dist-Jalpaiguri (BEUP Fund), 20-MAL(ST), 17th Assembly. For further details like bid start date, bid end date, eligibility criteria etc., please log-on to **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW & TD, Jalpaiguri

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O: BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No-WB/HOWRAH/SAHAPUR /15 th CFC(Tied)/NIET-2025-2026, Date: 24/02/2026

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for 11 (Eleven) Nos. different works. Last date of Submission of Tender **02.03.2026 at 17.00 Hrs.** Time & Date for opening of Technical Bids on **05.03.2026 at 11.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল- ।

আর.সি. নং ২৬৩/২০১৯

অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ, ভারত সরকার
৪র্থ তলা, ভিখুভাই চেম্বারস, কোচরাব আশ্রমের কাছে, এলিসব্রিজ, পালদি, আহমেদাবাদ-৩৮০ ০০৬

ফর্ম নং ২২ (পূর্ববর্তী ৬২) [নিয়ম ৩৭ (১) ডিআরটি রেগুলেশনস, ২০১৫] [আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলের নিয়ম ৫২ (১) দেখুন]

নিয়মিত বিজ্ঞাপন / দস্তি/ সংযোজন / ড্রামের বিট-এর মাধ্যমে ই-নিলাম/ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলের নিয়ম ৩৮, ৫২(২) এর অধীনে বিক্রয়ের দাবি
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর ঋণ আদায়ের সাথে পঠিত

আর.সি. নং ২৬৩/ ২০১৯ — **ও.এ. নং. ৭১৬ / ২০১৬**
সার্টিফিকেটধারীঃ- স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বনাম

সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতাঃ- শ্রীমতী মায়া আগরওয়ালা এবং অন্যান্যরা
প্রতি,

সিডি নং. ১ **শ্রীমতী মায়া আগরওয়াল** W/o **সঞ্জীবকুমার আগরওয়াল,**
এর বাসিন্দাঃ ৪০৪, ল্যান্ডমার্ক, ওয়াগাওয়াদি রোড, বিপরীতে ডিম্পল রেস্তোরাঁ, ভাবনগর (গুজরাট)।
C/o মা ভগবতী কোক (গুজরাট) প্রা. লিমিটেড,
সার্ভে নং ১৯৮, গ্রামঃ মালপার, তালুকাঃ ঘোঘা, মামসা পটিয়া, ভাবনগর, গুজরাট-৩৬৪০০২।
‘সিলভার স্প্রিংস’ ফ্ল্যাট নং ১৭-সি এবং ১৮-সি, ১৭ এবং ১৮ তলা, স্পেল্ডার বিল্ডিং, ব্লক-৪, সায়েন্স সিটির কাছে, জেবিএস হ্যালডেন অ্যাভিনিউ, পোঃ মাহুপুকার, থানা- তিলজলা ওয়ার্ড, কলকাতা-৭০০১০৫।
C/o মা ভগবতী কোক (গুজরাট) প্রা. লিমিটেড
ইউনিট নং ১০২, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১-এ, এজেসি বোস রোড, ডায়মন্ড প্রেস, কলকাতা-৭০০০১৭।
ফ্ল্যাট নং ৩ / ৬, তৃতীয় তলা, মিডলটন অ্যাপার্টমেন্টস, ব্লক জি, পার্ক স্ট্রিট, মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০৭১

সিডি নং.২ শ্রী সঞ্জীব কুমার আগরওয়াল S/o কৈলাশ প্রসাদ আগরওয়াল
এর বাসিন্দাঃ ৪০৪, ল্যান্ডমার্ক, ওয়াগাওয়াদি রোড, বিপরীতে ডিম্পল রেস্তোরাঁ, ভাবনগর (গুজরাট)।
C/o মা ভগবতী কোক (গুজরাট) প্রা. লিমিটেড, সার্ভে নং. ১৯৮, গ্রামঃ মালপার, তালুকাঃ ঘোঘা, মামসা পটিয়া, ভাবনগর, গুজরাট-৩৬৪০০২।
‘সিলভার স্প্রিংস’ ফ্ল্যাট নং ১৭-সি এবং ১৮-সি, ১৭ এবং ১৮ তলা, স্পেল্ডার বিল্ডিং, ব্লক-৪, সায়েন্স সিটির কাছে, জেবিএস হ্যালডেন অ্যাভিনিউ, পোঃ মাহুপুকার, থানা- তিলজলা ওয়ার্ড, কলকাতা-৭০০১০৫।
C/o মা ভগবতী কোক (গুজরাট) প্রা. লিমিটেড
ইউনিট নং ১০২, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১-এ, এজেসি বোস রোড, ডায়মন্ড প্রেস, কলকাতা-৭০০০১৭।
ফ্ল্যাট নং ৩৬, তৃতীয় তলা, মিডলটন অ্যাপার্টমেন্টস, ব্লক জি, পার্ক স্ট্রিট, মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০৭১

উল্লেখিত সম্পত্তিটি **৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে** পাবলিক ই-নিলাম বিক্রয়ের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে, যার মধ্যে **২,৭০,৯৫,৫২০ /- টাকা (দুই কোটি সত্তর লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশ বিশ টাকা মাত্র)** এবং সুদ এবং খরচ **শ্রীমতি মায়া আগরওয়ালা** এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-আই কর্তৃক জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুসারে (যদি ইতিমধ্যেই আদায় করা হয় তবে কম) আদায় করা হবে।

সম্পত্তির বর্ণনা

প্রচুর সংখ্যা	বিক্রি করা সম্পত্তির বিবরণ, সহ-মালিকদের নাম সহ, যেখানে সম্পত্তিটি খেলাপির এবং অন্য কোনও ব্যক্তির সহ-মালিক হিসাবে থাকবে।	সংরক্ষিত মূল্য যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না	ইএমডি সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ অথবা পরিমাণকৃত
১	২	৭	৮
সংখ্যা		সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	১০ শতাংশ ইএমডি (টাকা)
১	রতিও স্থিবান জামাই সোয়াতস বিসিস্তা সালি জমির সমস্ত অংশ এবং অংশ পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার দক্ষিণ খালনার মৌজার ২৪.৫, দশমিক, প্লট নং ২৮১৭, আর.এস. খৈতান নং ৭৯৪, এল.আর. খৈতান নং ৬৭৮,৮১০ এবং ১২১৬ পর্যন্ত বিস্তৃত।	১১,৫০,০০০ /-	১,১৫,০০০ /-
২	সেই সমস্ত টুকরো এবং পার্সেলের রতিও স্থিবন জামাই সোয়াত বিশিষ্ট শালি জমির পরিমাপ এলাকা ৭৪ দশমিক, প্লট নং ২৮০৬, আর.এস. খৈতান নং ৬৭, এল.আর. খৈতান নং ২৫৬৯ মৌজা দক্ষিণ খালনা, জেলা। হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	১১,৪৭,০০০ /-	১,১৪,৭০০ /-
৩	আথিবান জামাই আসনের অনুপাতের সমস্ত অংশ বিসিস্তা সালি জমি এবং পরিমাপ এলাকা ১৮ দশমিক, প্লট নং ২৮২২, আর.এস. খৈতান নং ৬৭, জেএল নং ৯৩, থানা জয়পুর, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	২,৭৯,০০০ /-	২৭,৯০০ /-
৪	আথিবান জামাই আসনের সমস্ত অংশ বিসিস্তা সালি জমির পরিমাপ এলাকা ২৬ দশমিক, প্লট নং ২৮২০, আর.এস. খৈতান নং ১৪৪৮, জেএল নং ৯৩, থানা জয়পুর, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	৪,০০,০০০ /-	৪০,০০০ /-
৫	আথিবান জামাই আসনের অনুপাতের সমস্ত টুকরো বিসিসটা সালি জমি, যার পরিমাপ এলাকা ৩৭ দশমিক, প্লট নং ২৭৯৬, আর.এস. খৈতান নং ৩৭, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	৫,৭৩,০০০ /-	৫৭,৩০০ /-
৬	আর.এস. নং ৩৪০, সাব-প্লট নং সি-১৩১, এলাকা-৭৬১-০০ বর্গফুট। মিটার অর্থাৎ ৯১১-০০ বর্গগজ, আবাসিক উদ্দেশ্যে। এন.এ. জমি ‘ব্রজবিহার’, সানন্দ নলসরোবর রোড, মৌজে দাদুকা, তালুকা সানন্দ, জেলা আহমেদাবাদ, গুজরাট	১৩,০০,০০০ /-	১,৩০,০০০ /-

- **সম্পত্তি বা তার কোনও অংশের উপর নির্ধারিত রাজস্ব** - জানা নেই
- **সম্পত্তির দায়বদ্ধতার জন্য অন্য কোনও দায়ের বিবরণ** - জানা নেই
- **মূল্যায়নে সার্টিফিকেট দেনাদার কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যায়ন, যদি থাকে, তাও উল্লেখ করা হয়েছে** - না
- **সম্পত্তির উপর উত্থাপিত দাবি, যদি থাকে, এবং এর প্রকৃতি এবং মূল্যের সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনও জ্ঞাত বিবরণ** - জানা নেই

১. নিলাম / বিডিং শুধুমাত্র ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://baanknet.in** এর মাধ্যমে অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে করা হবে।
২. ইচ্ছুক দরদাতাদের পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে অংশগ্রহণের জন্য আগে থেকেই নিবন্ধন করতে হবে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড নিতে হবে। নীচের নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় জামানত জমা দিলেই কেবল এটি সংগ্রহ করা যাবে।
৩. ইএমডি **০৬.০৪.২০২৬ তারিখ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত ওয়ালেট ব্যাংক অ্যাসেট অকশন নেটওয়ার্ক (BAANKNET) https:// baanknet.in**-এ জমা দিতে হবে। এরপর জমা করা ইএমডি ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবে না।
৪. উপরোক্ত তথ্য ছাড়াও, কোম্পানির ক্ষেত্রে প্যান কার্ড, ঠিকানার প্রমাণপত্র এবং পরিচয়পত্র, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত বোর্ড রেজোলিউশনের কপি অথবা কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব/ অ্যাটর্নি নিশ্চিত করে এমন অন্য কোনও নথি এবং জমার রসিদ/ কাউন্টার ফাইল ই-নিলাম ওয়েবসাইটের মাধ্যমে **০৬.০৪.২০২৬ তারিখে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত** সফট কপি আপলোড করে উক্ত পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে পৌঁছাতে হবে এবং ইএমডি জমার রসিদ সহ হার্ড কপি **০৬.০৪.২০২৬ তারিখের মধ্যে পুনরুদ্ধার কর্মকর্তা-১, ডিআরটি-আই, আহমেদাবাদে পৌঁছাতে হবে**। এছাড়াও বলা হচ্ছে যে ব্যর্থ দরদাতাদের জামানত অর্থ একই পদ্ধতিতে দরদাতাদের সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে ফেরত পাঠানো হবে।
৫ সম্ভাব্য দরদাতা পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেনঃ

নিলাম সংস্থার নাম	ব্যাংক সম্পদ নিলাম নেটওয়ার্ক (BAANKNET)
যোগাযোগ ব্যক্তি	মিঃ কাশ্যপ প্যাটেল (মোবাইল নং ৯৩২৭৪৯৩০৬০)
হেল্পলাইন নম্বর	৮২৯১২২০২২০
হেল্পলাইন ই-মেল ঠিকানা	**Suoport.BAAKNET@psballiance.com**
সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন	**মিঃ দীনেশ ভি কানেরিয়া** **মোবাইল নং ৯৮৯৮৩৫৩৮৬৪**

৬. সম্ভাব্য দরদাতাদের তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে বিস্তারিত শর্তাবলী এবং বিক্রয় পদ্ধতি জানতে **https://baanknet.in** ওয়েবসাইটটি দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৭. সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৮. সম্পত্তিটি ০৬ লটে বিক্রি করা হবে, উপরে উল্লিখিত লটের সংরক্ষিত মূল্য সহ।
৯. দরদাতাকে নিলামের সময়কালে প্রতিটি লটের জন্য **১০,০০০ /- টাকার** গুণিতকে অফার উন্নত করতে হবে।
১০. সম্পত্তিটি ‘যেখানে আছে সেখানে’ বিক্রি করা হবে এবং ই-নিলাম সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত অন্যান্য শর্তাবলী সাপেক্ষে থাকবে।
১১. সর্বোচ্চ দরদাতাকে ওয়ালেট ব্যাংক অ্যাসেট অকশন নেটওয়ার্ক (BAANKNET) **https://baanknet.in**-এ ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সমন্বয়ের পর তার চূড়ান্ত দরপত্রের ২৫ পরবর্তী ব্যাংক কর্মদিবসের বিকেল ৪.০০ টা নাগাদ **RTGS/ NEFT**-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবেঃ

ব্যাঙ্কের নাম	সেস্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাকাউন্ট নাম	সেস্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরসি, আহমেদাবাদ- কোনও লিয়েন অ্যাকাউন্ট নেই
অ্যাকাউন্ট নং	৩১২১৬১৩৫৪৬৭
IFSCCode নং	**SBIN0003792**
শাখা	**এসবিআই মিঠাকালি, আহমেদাবাদ।**

১২. সফল দরদাতা / নিলাম ক্রেতা সম্পত্তি বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ তম দিন বা তার আগে বিক্রয় মূল্যের বাকি ৭৫ শতাংশ জমা দেবেন। যদি ১৫ তম দিন রবিবার বা অন্য কোনও ছুটির দিন হয়, তাহলে অবিলম্বে প্রথম ব্যাংকের কার্যদিবসে RTGSINEFT এর মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে জমা দেবেন। উপরোক্ত ছাড়াও, ক্রেতা মোট বিক্রয় মূল্যের টাকার উপর @ ১ শতাংশ পাউন্ডেজ ফি (প্লাস ১০) ডিডির মাধ্যমে রেজিস্ট্রার, DRT-I, আহমেদাবাদের অনুকূলে জমা দেবেন। পাউন্ডেজের ফি হিসাবে প্রস্তুত ডিডি সরাসরি পুনরুদ্ধার অফিসার, DRT-I, আহমেদাবাদের অফিসে জমা দিতে হবে।
১৩. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, বিক্রয়ের খরচ বাদ দেওয়ার পরে জমা, সরকারি অ্যাকাউন্টে বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে, যদি নিম্নস্বাক্ষরকারী উপযুক্ত মনে করেন এবং খেলাপি ক্রেতা সম্পত্তির সমস্ত দাবি বা জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করবেন। বিক্রয়ের নতুন ঘোষণা জারি হওয়ার পরে সম্পত্তিটি অবিলম্বে পুনরায় বিক্রি করা হবে। অধিকন্তু, ক্রেতা তার চূড়ান্ত দরের পরিমাণ এবং পরবর্তীতে বিক্রি করা মূল্যের মধ্যে যেকোনো ঘাটতি বা পার্থক্য পূরণ করতে বাধ্য থাকবেন।
১৪. নিলামের সময়সূচী নিম্নরূপঃ

পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	২০.০৩.২০২৬	দুপুর ২.০০ টা থেকে ৪.০০ টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পোর্টালে ইএমডি / নথিপত্রের প্রমাণ আপলোড করার তারিখ	০৬.০৪.২০২৬	বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত
পুনরুদ্ধার কর্মকর্তা-১ এর অফিসে ইএমডির প্রমাণপত্র এবং অন্যান্য নথিপত্রের হার্ড কপি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৬.০৪.২০২৬	বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ঃ	০৮.০৪.২০২৬	দুপুর ১২.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত (নিলাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত ৫ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় বর্ধিত সময়সীমা সহ)

১৫. কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত বা বাতিল করার পূর্ণ অধিকার রিকভারি অফিসারের রয়েছে।

এই ট্রাইব্যুনালের আমার স্বাক্ষর ও সীলমোহরে ২৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে জারি করা হল।

Seal

স্বা /-
(লাভ কুমার)
রিকভারি অফিসার-১, ডিআরটি-১, আহমেদাবাদ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডারের অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে ১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত

১. ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডারের নিয়োগ **বর্ষ ২০২৬-২৭** এর জন্য অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার (সিইই) জন্য নিবন্ধন **১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে ১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত** শুরু হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীরা **www.joinindianarmy.nic.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। নিবন্ধন এবং আবেদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে ভিডিও ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
২. প্রার্থীদের প্রথমে একটি অনলাইন সিইইতে অংশগ্রহণ করতে হবে, যা একটি কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে। অনলাইন সিইইতে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রার্থীকে ২৫০ /- টাকা পরীক্ষা ফি দিতে হবে। অনলাইন সিইই **২০২৬ সালের জুনে** নির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনলাইন সিইইর জন্য নির্ধারিত তারিখগুলি পরে ঘোষণা করা হবে। এর জন্য অনুগ্রহ করে **www.joinindianarmy.nic.in** দেখুন।
৩. কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের **উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া** জেলার প্রার্থীরা ব্যারাকপুরের সেনা নিয়োগ অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের জন্য ই-নিলাম

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** টিএসকে-ওওএইচ-২৬-০১, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট) ঃ ১৩-০৩-২০২৬-এর ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৩-০৩-২০২৬-এর ১২.১০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল। **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-টিএসকে-এনএলপি-ওএইচ-২৩০-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে এনএলপি (নর্থ লখিমপুর) রেলওয়ে স্টেশনে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন।
এএ/২	এডিভিটি-টিএসকে-জিওএম-ওএইচ-২৩২-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে জিওএম (গোগামুখ) রেলওয়ে স্টেশনে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন।
এএ/৩	এডিভিটি-টিএসকে-এমজেডএস-ওএইচ-২৩৫-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে এমজেডএস (মুর্কংসেলেক) রেলওয়ে স্টেশনে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন।
এএ/৪	এডিভিটি-টিএসকে-ডিএমসি-ওএইচ-২৩৩-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ডিএমসি (ধেমাজি) রেলওয়ে স্টেশনে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন।
এএ/৫	এডিভিটি-টিএসকে-এসপিটিআর-ওএইচ-২৩৪-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে এসপিটিআর (সিলাপথার) রেলওয়ে স্টেশনে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ২৪-০২-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্ক-৪৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যাণ্ডের পরিচালন
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএক্স-২২-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশনে তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যাণ্ডের পরিচালন
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি-এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের ধুবড়ি ষ্টেশনে মিক্সড পার্কিং।
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-এইচএসএ-এমএক্স-২৬-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	হাসিমারা রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যাণ্ড
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-জিওজিএইচ-এমএক্স- ১৩-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	গোসাইগাঁও হাট রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যাণ্ড
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ মাল জং ষ্টেশন পরিসরের প্রবেশদ্বারের ডানদিকে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৭	পার্কিং-এপিডিজে-জেপিই-এমএক্স-১-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারটির অধিক চাকাযুক্ত যান-বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৩-২০২৬ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২.৩০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন। **টোকাঃ** বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www. ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

পুণেতে আয়োজিত বিশ্বের বৃহত্তম ‘বক্স’ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

সংবাদ সংস্থা, পুণে, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ধুমধাম করে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ চলছে। আলোর রোশনাইয়ে ঝলমলে ক্রিকেট মহল। এসবের মধ্যে একপ্রকার নীরবে এই ভারতেই আয়োজিত হয়ে গেল আরও এক ক্রিকেটের মহাযজ্ঞ। পুণের মাটিতে আয়োজিত হয়ে গেল বিশ্বের বৃহত্তম বক্স ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এমনকী গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও নাম তুলেছে বক্স ক্রিকেটের ওই মেগা ইভেন্ট। সিইএফ নামের পুণের একটি সংস্থা ওই বক্স ক্রিকেট টুর্নামেন্টটির আয়োজন করেছিল। দু'সপ্তাহের ওই টুর্নামেন্টে অংশ নেয় মোট ৬৬টি দল। মোট ৭২৬ জন ক্রিকেটার অংশ নেন। এটা মূলত কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বিভিন্ন সংস্থার কর্মীরা এতে অংশ নেন। মোট ১৩৫টি ম্যাচ আয়োজিত হয়েছিল মেগা টুর্নামেন্টে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় ওই ১৩ দিনের টুর্নামেন্ট।

আয়োজকরা জানাচ্ছেন, ৩০টি আলাদা আলাদা ক্ষেত্রের মোট ৭৫টি সংস্থা ওই বক্স ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নেয়। মুম্বই এবং পুণের অনেক নামী দামি সংস্থা ওই টুর্নামেন্টে দল পাঠিয়েছিল। সবচেয়ে বড় বক্স ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রেকর্ড ভাঙতে হলে ৫০০ জন ক্রিকেটারকে অংশ নিতে হত। সেই রেকর্ড ভেঙে ৭২৬ জন খেলেছেন এই টুর্নামেন্টে। সবটাই আগাগোড়া পর্যবেক্ষণ করে বিশ্বরেকর্ডের সার্টিফিকেট দিয়েছে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ। কী এই বক্স ক্রিকেট? বক্স ক্রিকেট মূলত আর পাঁচটা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মতোই। তবে এটা বন্ধ ঘর বা ‘বক্সে’ খেলা হয়। মূলত টেনিস বলে এই টুর্নামেন্টগুলি আয়োজিত হয়। খেলাগুলি বেশিরভাগই বড় বিল্ডিংয়ের অ্যাস্ট্রোটার্ফে এই বক্স টুর্নামেন্টগুলি হয়। প্রতিটি টুর্নামেন্টের নিজস্ব কিছু নিয়ম থাকে। এই ধরনের ক্রিকেটের স্বীকৃত কোনও নিয়ম নেই।

বিবাদ ভুলে বন্ধুত্বের হাত!

প্রথম মহিলা লিগের জন্য স্মৃতিদের আমন্ত্রণ বাংলাদেশের!

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ অবশেষে অপেক্ষার অবসান। মেয়েদের বহু প্রতীক্ষিত ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ চালু করতে চলেছে বাংলাদেশ। ৪ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ডব্লিউবিপিএলের প্রথম সংস্করণ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছিল। নিরাপত্তার অজুহাতে ভারতে খেলতে চায়নি বাংলাদেশ। আইসিসি তাদের টুর্নামেন্ট থেকে বাদ দিয়েছে। বড় শাস্তির সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে বাংলাদেশের,

এমনটা আশঙ্কা ছিল। তা অবশ্য হয়নি। তার পিছনে কিছুটা হলেও বিসিসিআইয়ের অবদান ছিল বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল। আর তাই মেয়েদের লিগে খেলার জন্য স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীত কৌরদের মতো তারকাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিসিবি মহিলা উইং ও ডব্লিউবিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন রুবাবা দোলা জানিয়েছেন, কোনও দেশভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। তিনি বলেন, ‘‘আমরা সবার জন্য উন্মুক্ত। কোনও দেশের ক্রিকেটারদের জন্য কোনও রকম বিধিনিষেধ নেই। যারা আগ্রহ দেখাবে, যে দলগুলো এমন খেলোয়াড় নিতে চাইবে, তারা নিতে পারবে। দরজা সবার জন্য খোলা।’’ তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই একাধিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দলগুলো এখন আনুষ্ঠানিকভাবে খেলোয়াড় সংগ্রহ প্রক্রিয়া শুরু করবে। নিলামের বদলে ড্রাফট পদ্ধতিতে হবে দল গঠন। দেশিয় ক্রিকেটারদের জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক কাঠামোও ঘোষণা হয়েছে। আইকন খেলোয়াড় পাবেন ১০ লক্ষ টাকা। ক্যাটাগরি ‘এ’তে থাকা ক্রিকেটাররা পাবেন ৭ লক্ষ টাকা। বি, সি ও ডি-তে থাকা খেলোয়াড়রা পাবেন যথাক্রমে ৫ লক্ষ, ৩ লক্ষ এবং দেড় লক্ষ টাকা। প্রতিটি দলে অন্তত দু'জন বিদেশি ক্রিকেটার রাখা বাধ্যতামূলক। যা সর্বোচ্চ তিন বা চারজন পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট লিগ আইপিএলের ধাঁচেই করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বৈঠক বসে লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিসিবি। রুবাবা দোলা বলেন, ‘‘মেয়েদের বিপিএলের সব প্রস্তুতি চলছে। আমরা নিয়মিত বৈঠক করছি। গভর্নিং কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটি একসঙ্গে পরিকল্পনা করছে। কীভাবে সেরা উপায়ে টুর্নামেন্টটি আয়োজন করা যায়, সে দিকে নজর থাকছে আমাদের।’’

তিনটি দল নিয়ে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। চট্টগ্রামে উদ্বোধন হয়ে ঢাকায় হবে সমাপ্তি। সময়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জুন মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছ মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার ঠিক আগে বাংলাদেশে মেয়েদের এই নতুন লিগে খেলার আগ্রহ থাকবে অনেকের। মেয়েদের লিগ চালু হওয়ার পাশাপাশি চর্চা ছিল, ভারতের মহিলা ক্রিকেটারদের কি আমন্ত্রণ জানাবে বিসিবি? ছেলেদের

ভুয়ো খবরে বিরক্ত সল

প্রাক্তনী কাঁটা উপড়ে জামশেদপুর ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ আইএসএল-এর পর পর দুটো ম্যাচ জিতে শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। এই প্রথমবার আইএসএল-এর শুরুতেই দুটো ম্যাচ জিতল লাল হলুদ। সামনেই জামশেদপুর এফসি। তাদের হারাতে পারলে জয়ের হ্যাটট্রিক করলে ইস্টবেঙ্গল। দল যেই ছন্দে আছে তাতে লাল হলুদের থেকে বড় কিছু আশা করতেই পারেন সমর্থকরা। আর দলও আত্মবিশ্বাসী ভালো খেলার ব্যাপারে। ম্যাচের আগেরদিন সাংবাদিক বৈঠকে এসে কোচ অস্কার ব্রুজো ও অধিনায়ক সল ক্রেস্পোর গলায় শোনা গেল সেই সুর। এ বার জামশেদপুর এফসিতে ইস্টবেঙ্গলের একাধিক প্রাক্তনী রয়েছেন। মাদিহ তালাল, মেসি বাউলির মতো প্লেয়ার রয়েছেন। অতীত সাক্ষী, প্রাক্তনী কাঁটা বারবার বিঁধেছে লাল হলুদকে। এটা নিয়ে অবশ্য সতর্ক অস্কার। তিনি প্রতিপক্ষকে সমীহ করে বলেন, ‘‘মাঝমাঠে মাদিহ তালাল, আক্রমণভাগে মেসি বাউলি রয়েছেন। কোচও যথেষ্ট অভিজ্ঞ। ফলে গুরুত্ব তো দিতেই হবে।’’ প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক মিডিয়া রিপোর্ট নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন সল ক্রেস্পো

ও অস্কার ব্রুজো। অধিনায়ক সল বলেন, ‘‘আমি গত কয়েকদিন ধরে সংবাদ মাধ্যমে একাধিক রিপোর্ট দেখছি দল নিয়ে। সব ভুয়ো। অধিনায়ক হিসেবে আমার কাজ এই ভুয়ো খবরগুলো আটকানো। এ সব খবর ছড়িয়ে ড্রেসিংরুমে ভাগাভাগি করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আমার এগুলো পছন্দ না। আমি মনে করি, ড্রেসিংরুমে আমাদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া রয়েছে, প্রত্যেকের মধ্যে ভালো সম্পর্ক।’’ নিজের চোট নিয়ে সল বলেন, ‘‘আমরা এ বার ডুরান্ড কাপ, সুপার কাপ খেলেছি। এখন আইএসএল-এর দুটো ম্যাচ খেলে ফেললাম। আমি কটা ম্যাচে বাইরে ছিলাম? একটা ম্যাচে। ফলে চোট আমার কাছে কোনও সমস্যা নয়।’’ ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি সল ক্রেস্পো। জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে তিনি খেলবেন কি না সেই প্রশ্নটা থাকছেই। ম্যাচের দিন সকালে মেডিক্যাল টিমের পর্যবেক্ষণের রিপোর্টে জানা যাবে। অন্যদিকে মিগুয়েলের চোট নিয়ে সমস্যা ছিল, কিন্তু তিনি ঘাড়ে স্ট্র্যাপ লাগিয়ে অনুশীলন করেছেন। তাঁকে দলে রাখার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন কোচ অস্কার ব্রুজো।

আগের ২ গোলের ব্যবধান ঘুচিয়ে রোমাঞ্চকর জয়ে শেষ ষোলোয় আতালান্তা

বারগামো সিটি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ প্লে-অফের প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ২-০ গোলের জয়ের বেশ শক্ত অবস্থানে ছিল ডর্টমুন্ড। কিন্তু বুধবার প্রতিপক্ষের মাঠে নেমে শুরুতেই ব্যাকফুটে চলে যায় তারা। প্রথমার্ধেই দুই গোল করে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় আয়োজকরা। নাটকীয়তায় ঠাসা লড়াইটি শেষ পর্যন্ত ৪-১ ব্যবধানে জিতে, দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ গোলের অগ্রগামিতায় নকআউট পর্বে জায়গা করে নিল আতালান্তা। ম্যাচ শুরু হতেই পঞ্চম মিনিটে জানলুকা স্কামাক্কা গোলে অসাধারণ কিছুর বার্তা দেয় আতালান্তা। ৪৫তম মিনিটে দাভিদে জাপাকস্তার গোলে দুই লেগ মিলিয়ে সমতায় থেকে বিরতিতে যায় তারা। এরপর, ৫৭তম মিনিটে মারিও পাসালিচের হেডে এগিয়েও যায় সেরি আর দলটি। তবে ৭০তম মিনিটে বদলি নেমে পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোল করে দুই লেগের লড়াইয়ে সমতা টানেন কারিম আডিয়েমি। ম্যাচে তখন আতালান্তা ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে, কিন্তু দুই লেগের হিসেবে স্কোরলাইনে ৩-৩ সমতা। নির্ধারিত সময়ে পেরিয়ে, যোগ করা তিন মিনিটও শেষের পথে, এমন সময় ডি-বক্সে প্রতিপক্ষের নিকোলার মাথায় পা দিয়ে আঘাত করে বসেন রামি বেনসেবেইনি। ভিএআর মনিটরে সময় নিয়ে ঘটনা যাচাই করে তাকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখান রেফারি এবং পেনাল্টিটি পায় আতালান্তা। দারুণ স্পট কিকে ব্যবধান গড়ে দেন সামারজিচ, উল্লাসে ফেটে পড়ে আতালান্তার সবাই। মুহূর্ত বাদে শেষ বাঁশি বাজতেই আবার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে যেন পুরো স্টেডিয়াম। এক কোণে হতাশায় মুষড়ে পড়ে জার্মান দলটি। আগামী শুক্রবার হবে শেষ ষোলোর ড্র। আতালান্তা খেলবে আর্সেনাল অথবা বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে।

বেনফিকাকে আবার হারিয়ে শেষ ষোলোয় রিয়াল মাদ্রিদ

আগের ব্যবধান মুছে দিতে বেশি সময় নিল না বেনফিকা। তবে, রেয়াল মাদ্রিদও পাল্টা জবাবে লিড পুনরুদ্ধার করল দুই মিনিটের মধ্যে। জমে উঠল লড়াই। রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের শেষ দিকে আবার ব্যবধান গড়ে দিলেন ভিনিসিউস জুনিয়র। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর টিকেট কাটল মাদ্রিদের দলটি।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে বুধবার রাতে প্লে-অফের ফিরতি লেগে ২-১ গোলে জিতে, দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে পরের ধাপে উঠল আলভারো আরবেলোয়ার দল। ম্যাচে রাফা সিলভার গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, অহেলিয়া চুয়ামেনির নৈপুণ্যে সমতায় ফিরেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। আর পরে সব অনিশ্চয়তার ইতি টানেন ভিনিসিউস। প্রথম লেগে ভিনিসিউসের একমাত্র গোলেই জিতেছিল রিয়াল। এক গোলের ব্যবধান যে বড় কিছু নয়, তা ম্যাচের শুরুতেই বুঝিয়ে দেয় বেনফিকা। আক্রমণাত্মক শুরু করে চতুর্দশ মিনিটেই দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইনে সমতা টানে তারা। গোলটি অবশ্য হতে পারতো আত্মঘাতী। ডান দিক থেকে পাভলিদিসের পাস তার সতীর্থদের কাছে যাওয়া আটকাতে স্লাইড করেন রাউল আসেন্সিও, কিন্তু বল তার পায়ে লেগে চলে যাচ্ছিল জালে, ক্ষিপ্রতায় পা বাড়িয়ে কোনোমতে সেটা আটকান থিবো কোর্তোয়া। কিন্তু ফিরতি বল গোলমুখে পেয়ে টোকায় জালে পাঠিয়ে দেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড রাফা সিলভা। পুনরায় খেলা শুরু হতেই পাল্টা আক্রমণে দারুণ নৈপুণ্যে সমতা টানেন চুয়ামেনি। ফেদে ভালভের্দের পাস ডি-বক্সের

মুখে পেয়ে, একটু বাঁকানো শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ফরাসি মিডফিল্ডার। ম্যাচে সমতায় ফিরে, দুই লেগ মিলিয়ে আবার এগিয়ে যায় প্রতিযোগিতার রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। গোল পেয়ে আক্রমণে জোর দেয় রিয়াল। ৩২তম মিনিটে হেডে বল জালেও পাঠান আর্দা গিলের কিন্তু ব্যবধান বাড়েনি তাদের। অফসাইডে ছিলেন গন্সালো গার্সিয়া। ৩৮তম মিনিটে কোর্তোয়ার দারুণ সেভে এগিয়ে থাকে রিয়াল। কলম্বিয়ার মিডফিল্ডার রিয়োসের জোরাল শট ঝাঁপিয়ে রুখে দেন বেলজিয়ান গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি ভালভের্দে। ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডের পাস ছয় গজ বক্সের বাইরে ফাঁকায় পেলেও, ঠিকমতো শটই নিতে পারেননি উরুগুয়ের মিডফিল্ডার। ছয় মিনিট পর আবার দারুণ সুযোগ পায় রিয়াল। তবে অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডের কোনাকুনি শট একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৬০তম মিনিটে উল্টো বেঁচে যায় তারা রাফা সিলভার শটে বল আসেন্সিওর পায়ে লেগে আরেকটু ওপরে উঠে ক্রসবারে বাধা পায়। তবে ম্যাচটা আসেন্সিওর জন্য শেষ পর্যন্ত ভীষণ বাজেভাবেই শেষ হয়। বল দখলে নিতে উপরে লাফিয়ে উঠে বেকায়দা পড়ে প্রচণ্ড আঘাত পান তিনি। মাঠে বেশ কিছুক্ষণ চিকিৎসা দেওয়া হয়, কিন্তু উঠে দাঁড়াতে পারেননি এই স্প্যানিশ সেন্টার-ব্যাক। মাঠ ছাড়েন স্ট্রেচারে করে। পুনরায় ম্যাচ শুরুর একটু পরেই দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন দারুণ ছন্দে থাকা ভিনিসিউস। মাঝমাঠ থেকে ভালভের্দের থ্রু পাস ধরে, ডি-বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে জালের দেখা পেলেন ভিনিসিউস, সবশেষ ১১ ম্যাচে করলেন আট গোল। ইনজুরি টাইম যোগ হয় ৯ মিনিট কিন্তু বেনফিকা পারেনি আর কোনো নাটকীয়তার জন্ম দিতে।

মায়ামিতে আবাসন সাম্রাজ্যও গড়ছেন মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

দক্ষিণ ফ্লোরিডায় কেবল ফুটবল মাঠে নয়, বরং সেখানকার শহর ব্রিকেলের বিলাসবহুল আকাশছোঁয়া ভবনেও দাপুটে বিচরণ করছেন লিওনেল মেসি। সম্প্রতি সিপ্রিয়ানি রেসিডেন্স মায়ামিতে চারটি বিলাসবহুল কন্ডোমিনিয়াম (অ্যাপার্টমেন্ট) কিনেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। ৮০ তলার এই টাওয়ার ব্রিকেল শহরের কেন্দ্রস্থলে গড়ে উঠছে। এর মধ্য দিয়ে শহরটির সঙ্গে মেসির সম্পর্ক আরও দৃঢ় হলো। দক্ষিণ ফ্লোরিডায় গত বছর সানি আইলস বিচে পোরশে ডিজাইন টাওয়ারেও একটি বাড়ি কেনেন মেসি। এভাবে বাড়ি কেনা স্পষ্টভাবেই দীর্ঘমেয়াদে তাঁর ফ্লোরিডায় থাকার ইঙ্গিত দেয়। পিএসজি থেকে মেসি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন ২০২৩ সালে। বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী ২০২৮ সাল পর্যন্ত ইন্টার মায়ামিতে থাকবেন মেসি। পাশাপাশি সাম্প্রতিক নানা ঘটনাও ইঙ্গিত দেয়, আর্জেন্টাইন তারকা হয়তো শিগগিরই মায়ামি ছাড়ার পরিকল্পনা করছেন না। বিশেষ করে তাঁর আবাসন প্রকল্পের বাড়ন্ত পোর্টফোলিও এমন ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

• মেসির নতুন অ্যাপার্টমেন্ট

সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মেসি সিপ্রিয়ানি রেসিডেন্সে শীর্ষ তলায় চারটি ইউনিট কেনার চুক্তি করেছেন। বিলাসবহুল এই প্রকল্পটি বর্তমানে ১৪২০ সাউথ মায়ামি অ্যাভিনিউতে নির্মাণাধীন। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসবের মধ্যে একটি আবাসনের মূল্যই প্রায় ৭৫ লক্ষ ডলার। মাস্ট ক্যাপিটাল নির্মিত এবং ফরচুন ডেভেলপমেন্ট সেলসের একচেটিয়া তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই টাওয়ারটি যুক্তরাষ্ট্রে সিপ্রিয়ানির প্রথম গ্রাউন্ড-আপ আবাসিক প্রকল্প (একেবারে শূন্য থেকে, জমি কিনে ভিত্তি গড়ে নতুন করে আবাসিক ভবন নির্মাণ করা)। ভবনটির নির্মাণকাজ ২০২৮ সালে শেষ হওয়ার কথা। মেসি যে ভবনটিতে অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন, সেখানে এক থেকে চার শয়নকক্ষের মোট ৩৯৭টি অ্যাপার্টমেন্ট থাকবে। যার একেকটির প্রারম্ভিক মূল্য ১৭ লক্ষ ডলার। মেসির কেনা ইউনিটগুলো তাঁকে একটি বিশেষ মালিকগোষ্ঠীর অংশ করেছে, যা ‘দ্য কানালেত্তো কালেকশন’ নামে পরিচিত। ভবনের শীর্ষে ১৮টি তলায় মাত্র ছ'টি পেন্টহাউস এবং ৬৮টি অতিবিলাসবহুল আবাসন নিয়ে একটি সীমিত ও বিশেষ আবাসন গড়ে তোলা হয়েছে। মেসির কেনা ইউনিটগুলোর সুনির্দিষ্ট বিন্যাস জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন সূত্র বলছে, অন্তত একটি ইউনিটের আয়তন প্রায় ৩,৫০০ বর্গফুট এবং

সেখানে চারটি শয়নকক্ষ রয়েছে। সিপ্রিয়ানি টাওয়ার থেকে মায়ামির আকাশ ও বিসকেইন উপসাগরের চারপাশজুড়ে ৩৬০ ডিগ্রি প্যানোরামিক দৃশ্য দেখা যাবে। মেসির মতো তারকার জন্য গোপনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবনটিতে এর নিশ্চয়তা আছে।

• অ্যাপার্টমেন্টে যেসব সুবিধা আছে

সোর্ট-ধাঁচের দুটি সুইমিং পুল ও সানডেক, শুধু বাসিন্দাদের জন্য রেস্তোরাঁ ও ব্যক্তিগত স্পিকইজি (গোপনধাঁচের লাউঞ্জ বার), সউনা (উচ্চ তাপমাত্রার ছোট ঘর) ও ট্রিটমেন্ট রুমসহ সমন্বিত স্পা, গলফ সিমুলেট, স্ক্রিনিং রুম, আধুনিক ফিটনেস সেন্টার, পিকলবল কোর্ট এবং ২৪ ঘণ্টা ক্যাটারিং সেবা রয়েছে টাওয়ারে। বিলাসবহুল এই আবাসনের ইন্টেরিয়র ডিজাইন করেছে ‘১৫০৮ লন্ডন’ ডিজাইন স্টুডিও এবং স্থাপত্য নকশা করেছে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান ‘আর্কিটেকটোনিকা’। মেসির অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এই বিনিয়োগ তাঁর জীবনধারা ও আর্থিক কৌশলের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

• মেসির বর্তমান আবাস

দক্ষিণ ফ্লোরিডায় ইতিমধ্যেই বেশ বড়সড় জায়গায় বসবাস করছেন মেসি। ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর তিনি ফোর্ট লডারডেলে দলের অনুশীলন কেন্দ্রের কাছাকাছি ১ কোটি ৭ লক্ষ ডলারে ওয়াটারফ্রন্ট ম্যানশন কিনেছিলেন। ১০,৫০০ বর্গফুটের এই সম্পত্তি বে কলোনি কমিউনিটিতে অবস্থিত এবং এতে রয়েছে-৮টি শয়নকক্ষ, ৯টি বাথরুম, ২টি ডক, ১৭০ ফুটের ওয়াটার ফ্রন্টেজ, সুইমিং পুল, ১,৬০০ বর্গফুটের প্রধান সুইট, ফিটনেস রুম ও স্পা, বিনোদন লাউঞ্জ এবং অফিস স্পেস। ম্যানশনের ইন্টেরিয়র ডিজাইন করেছেন লরিস মরিস। এর আগে মেসি সানি আইলস বিচের পোরশে ডিজাইন টাওয়ারে একটি আবাসন কেনেন। এই টাওয়ারটি তাঁর স্বয়ংক্রিয় গাড়ি লিফট ব্যবস্থার জন্য বিখ্যাত, যা বাসিন্দাদের গাড়ি সরাসরি বসার ঘরের পাশে পার্ক করার সুবিধা দেয়। কাচের লিফট গাড়িকে ওপরের তলায় নিয়ে যায়, যা মূলত ইন্টেরিয়রের অংশ। ৫৬ তলার এই টাওয়ারের সব বাসিন্দার অবশ্য ব্যক্তিগত স্কাই গ্যারেজ নেই, তবে মেসির মতো কেউ হলে এমন সুবিধা মেলে।

• বিনিয়োগ কৌশল না স্থায়ী আবাসন?

এটি স্পষ্ট নয় যে সিপ্রিয়ানি রেসিডেন্সে চারটি ইউনিট মেসি নিজে ব্যবহার করবেন নাকি কিছু অংশ শুধু বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছে। তবে দক্ষিণ ফ্লোরিডার বিলাসবহুল কন্ডোমিনিয়াম বাজারে সম্প্রতি বেশ মূল্য বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। তবে মেসি ফ্লোরিডায় যেভাবে নিজের সাম্রাজ্য বাড়াচ্ছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে এটি শুধু লাভের আশায় বিনিয়োগ নয়। মায়ামি যেসব কারণে মেসির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তা হলো, এই শহর আর্জেন্টিনার কাছাকাছি, লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতির সঙ্গে মিল আছে, উন্নত মানের প্রাইভেট স্কুল এবং মানানসই জলবায়ু। পিএসজি ছেড়ে মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে মেসি ব্যবসায়িকভাবে দারুণ সুযোগ পেয়েছেন। এমএলএসে যোগ দেওয়ার কারণে ইন্টার মায়ামি ব্র্যান্ড হিসেবে অনেক উন্নত হয়েছে। পাশাপাশি টিকিট বিক্রিও বেড়েছে এবং শহরটিকে ফুটবলের নতুন কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করেছে। একই সময়ে মেসির সম্পত্তি ক্রয়ও ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

• ফ্লোরিডায় ক্রমবর্ধমান একটি সাম্রাজ্য

ফোর্ট লডারডেলে ওয়াটারফ্রন্ট এস্টেট থেকে শুরু করে সানি আইলসের স্কাই গ্যারেজ এবং এবার ব্রিকেলের পেন্টহাউস-মেসি এখন দক্ষিণ ফ্লোরিডায় রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী নামীদামি মানুষদের একজন। তাঁর এই বিনিয়োগ যে দীর্ঘমেয়াদি তাও একরকম স্পষ্ট। তবে মায়ামিতে মেসির এই দাপট শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামে, সেটিই এখন দেখার অপেক্ষা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com